তিরমিযী শরীফ

ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযীর

দ্বিতীয় খণ্ড

তিরমিযী শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

সংকলক
ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র)

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তিরমিযী শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)
সংকলক : ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী (র)
অনুবাদক : মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১১৮
ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৪৭/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৪
ISBN : 984-06-0108-3
প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৯৩
দ্বিতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪
জুন ২০০৭
জমাদিউল আউয়াল ১৪২৮
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮১২৮০৬৮
প্রুফ সংশোধন
ফতেহ আলী আযাদ
বর্ণবিন্যাস
নবনী কম্পিউটারস
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯১১২২৭১
মূল্য: ৩০৫.০০ টাকা (তিনশত পাঁচ টাকা মাত্র)।

TIRMIDHI SHARIF (2nd Part) : Arabic Compilation by Imam Abu Esha Muhammad Ibn Esha at-Tirmidhi (R) translated by Moulana Fariduddin Masuod into Bangla, Edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Dhaka-1207. Phone : 8128068 June 2007
Website : www.islamicfondationorg.bd
E-mail : islamicfoundationbd.@yahoo.com

সূচীপত্র

সালাত অধ্যায়

বিতর অধ্যায়

জুমু'আ অধ্যায়

ঈদ অধ্যায়

সফর অধ্যায়

সম্পাদনা পরিষদ

মহাপরিচালকের কথা

'হাদীস' মানব জাতির বিশেষত মুসলিম উম্মাহ্র এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীআতের মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মজীদের পরই মহানবী ﷺ-এর হাদীসের স্থান। হাদীস যেমন কুরআন মজীদের নির্ভুল ব্যাখ্যা, অনুরূপভাবে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী ﷺ-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হিদায়ত ও উপদেশাবলির বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় মানব জীবনে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার বিশ্লেষিত রূপই হচ্ছে মহানবী ﷺ-এর পবিত্র হাদীস বা সুন্নাহ্।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে **তিরমিযী শরীফ** অন্যতম। তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত **আবূ ইসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা ইব্ন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র)** কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জামি'আত্-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৩৮১২ খানা হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (র) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন, "এই হাদীস গ্রন্থ সুসজ্জিত এবং এতে হাদীসগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে এবং পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা হতে খুবই কম।" তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ফকীহ্গণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীস জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক শরীআতের অন্যতম উৎস মহানবী ﷺ-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে সিহাহ্-সিত্তাহ্র সবগুলো হাদীস গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি অনুবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অনুবাদকর্মটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূলের সাথে যথাযথ সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করি হাদীসের জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

আল্লাহ্ আমাদের এ নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলাম এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এটি বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান ও ব্যাপকভাবে অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল একটি ধর্ম। একবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এসে চৌদ্দশ' বছরের ব্যবধানে এর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশত মানব সন্তানের মধ্যে উনত্রিশ জন। পৃথিবীর এমন কোনো মানব অঞ্চল নেই যেখানে এই ধর্মের কোনো অনুসারী নেই।

ইসলামী শরী'আত তথা জীবন বিধানের মূল উৎস আল্লাহ্ তা'আলার কালাম কুরআন মজীদের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (স)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী শরী'আতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিক-নির্দেশনার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। এজন্য হাদীস হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস।

মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত হাদীস গ্রন্থ জামি' আত্-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরা ইব্ন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) অন্যতম। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বুখারী অথবা মুসলিম শরীফ অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ আকারে ছোট এবং এতে সংকলিত হাদীস সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এতে পুনরুক্ত হাদীস নেই বললেই চলে। মাত্র ৮৩টি পুনরুক্ত হাদীস রয়েছে। তিরমিযী শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের মতামত এবং তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বাংলাভাষী মুসলিমের সংখ্যা শীর্ষস্থানে। এই বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলায় মহানবী (সা)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুবাদ বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ সব হাদীসগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের এক বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ উল্লেখযোগ্য সব হাদীসগ্রন্থের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিরমিযী শরীফের অনুবাদের কাজও বহু পূর্বেই শেষ হয় এবং পাঠক মহলে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এই ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার ৬ খণ্ডে সমাপ্য তিরমিযী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা যতদূর সম্ভব নিখুঁত তরজমার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তারপরও কারো কাছে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং সুন্নাতের পাবন্দ হবার তাওফিক দিন। আমিন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

اَبْوَابُ الصَّلاَةِ

সালাত অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহ্হুদ প্রসঙ্গ

٢٨٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرٰهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْأَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدْنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُوْلَ : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ○

২৮৯. ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী (র)....আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : দুই রাকআত পর বসার মাঝে আমাদেরকে রাসূল ﷺ এই দু'আ বলতে শিখিয়েছেন :

"সব তাযীম ভক্তি-শ্রদ্ধা, নামায, সব পবিত্র ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। হে নবী, আপনার উপর সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমত ও বরকত। আমাদের জন্য এবং আল্লাহ্র অন্যান্য সব নেক বান্দার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হতে শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ○ وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ○

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحٰقَ ○

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ ○

এই বিষয়ে ইবন উমর, জাবির, আবূ মূসা ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। তাশাহ্হুদ বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এটিই সর্বাধিক সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের তাবিঈ আলিমগণ এই হাদীস অনুসারেই আমল করেছেন। ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারাক, আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মূসা (র)....খুসায়ফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : একবার আমি নবী ﷺ -এর স্বপ্নে দর্শন লাভ করি। তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা তো তাশাহ্হুদের বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই ইবন মাসউদ বর্ণিত তাশাহ্হুদটি অবলম্বন কর।

بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

২৬০. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ، فَكَانَ يَقُولُ : اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ. سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ ○

২৯০. কুতায়বা (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শিখিয়েছেন সেভাবে তাশাহ্হুদও শিখিয়েছেন। তিনি (তাশাহ্হুদে) বলতেন :

"সব তা'যীম ভক্তি-শ্রদ্ধা, নামায, সব পবিত্র ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর জন্য, আল্লাহর উদ্দেশ্যে। হে নবী, আপনার উপর সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত ও বরকত। আমাদের জন্য এবং আল্লাহর অন্যান্য নেক বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"

قَالَ اَبُوْ عِيسَى : حَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ○

وَرَوَى اَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ الْمَكِّيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ ○

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ اِلٰى حَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِىْ التَّشَهُّدِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ-গারীব।

আবদুর রহমান ইবন হুমায়দ আর-রুওয়াসী এই হাদীসটি আবুয যুবায়র (র) থেকে লায়স ইবন সা'দ-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আয়মান ইবন নাবিল আল-মাক্কীও এই হাদীসটি আবুয যুবায়র....জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এটি মাহফূয বা সংরক্ষিত নয়।

ইমাম শাফিঈ তাশাহ্হুদের ক্ষেত্রে ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّهُ يُخْفِى التَّشَهُّدَ

অনুচ্ছেদ : নিঃশব্দে তাশাহ্হুদ পড়া

٢٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُّخْفِىَ التَّشَهُّدَ ○

২৯১. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)....ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : তাশাহ্হুদ নিঃশব্দে পাঠ করা হল সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ○ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব। আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহ্‌হুদের সময় কিভাবে বসতে হবে?

٢٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ. قُلْتُ : لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى - يَعْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ○

২৯২. আবূ কুরায়ব (র)....ওয়াইল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মদীনায় এসে আমি মনে মনে ভাবলাম, অবশ্যই রাসূল ﷺ -এর সালাত লক্ষ্য করে দেখব। লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি তাশাহ্‌হুদের জন্য যখন বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাম উরুতে তাঁর বাম হাত রাখলেন আর ডান পা'টি (অর্থাৎ পায়ের পাতাটি) খাড়া করে রাখলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ○ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ. وَابْنِ الْمُبَارَكِ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম (আবূ হানীফা), সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক এবং কূফাবাসী আলিমদের অভিমত এ-ই।

بَابٌ مِنْهُ أَيْضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٢٩٣- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ : اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ - فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ○

২৯৩. বুন্দার মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)....আব্বাস ইবন সাহ্ল আস-সায়িদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, একবার আবূ হুমায়দ, আবূ উসায়দ, সাহ্ল ইবন সা'দ এবং মুহাম্মদ ইবন মাসলামা একত্রিত হয়ে রাসূল ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন আবূ হুমায়দ বললেন : রাসূল ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে আমি সবচেয়ে ভাল জ্ঞাত আছি। রাসূল ﷺ যখন তাশাহ্হুদের জন্য বসেছিলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং ডান পায়ের অগ্রভাগ (অঙ্গুলিসমূহ) কিবলার দিকে স্থাপন করেছিলেন। ডান হাতের তালু ডান হাঁটুতে এবং বাম হাতের তালু বাম হাঁটুতে স্থাপন করেছিলেন আর শাহাদাত আঙ্গুলির মাধ্যমে ইশারা করেছিলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَبِهٖ يَقُوْلُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ○ قَالُوْا : يَقْعُدُ فِى التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ عَلٰى وَرِكِهٖ وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ أَبِىْ حُمَيْدٍ ○

قَالُوْا يَقْعُدُ فِى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ الْيُمْنٰى ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

আলিমদের কেউ কেউ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই। তাঁরা বলেন : শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর বসবে। তাঁরা তাদের সপক্ষে আবূ হুমায়দ (র)-এর হাদীসটি (২৯৩ নং) পেশ করেন।

তাঁরা আরো বলেন : প্রথম তাশাহ্হুদে (বৈঠকে) বাম পায়ের উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْإِشَارَةِ فِى التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহ্হুদে ইশারা প্রসঙ্গে

٢٩٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهٖ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِىْ تَلِى الْإِبْهَامَ الْيُمْنٰى يَدْعُوْبِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهٖ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ ○

২৯৪. মাহমূদ ইবন গায়লান ও ইয়াহইয়া ইবন মূসা প্রমুখ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ যখন সালাতের মাঝে বসতেন তখন ডান হাত হাঁটুতে রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলিটি উঠিয়ে ইশারা করতেন আর তাঁর বাম হাতটি (বাম) হাঁটুতে বিছিয়ে রাখতেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَنُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَاَبِىْ حُمَيْدٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ○

قَالَ اَبُوْ عِيسٰى : حَدِيْثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ : يَخْتَارُوْنَ الْاِشَارَةَ فِى التَّشَهُّدِ○ وَهُوَ قَوْلُ اَصْحَابِنَا○

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ্ ইবনুয্ যুবায়র, নুমায়র খুযাঈ, আবূ হুরায়রা, আবূ হুমায়দ, ওয়ায়ল ইবন হুজর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব। রাবী উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

সাহাবী ও তাবিঈদের কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন এবং তাশাহ্হুদের ক্ষেত্রে 'ইশারা' প্রদান পসন্দ করেছেন। আমাদের উস্তাদগণের অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّسْلِيْمِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে সালাম ফিরান

٢٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ○

২৯৫. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)....আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন : আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالْبَرَاءِ، وَاَبِىْ سَعِيْدٍ، عَمَّارٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَدِىِّ بْنِ عَمِيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ○

قَالَ اَبُوْ عِيسٰى : حَدِيثُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ○ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَاَحْمَدَ، وَاِسْحٰقَ○

এই বিষয়ে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, ইবন উমর, জাবির ইবন সামুরা, বারা, আবূ সাঈদ, আম্মার, ওয়ায়েল ইবন হুজ্‌র, আদী ইবন আমীরা, জাবির ইবন আব্‌দিল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম [আবূ হানীফা], সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابٌ مِنْهُ اَيْضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٢٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ اَبُوْ حَفْصٍ التِّنِّيْسِيُّ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ شَيْئًا○

২৯৬. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া নীসাবূরী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সালাত সামনের দিকে একবার মাত্র সালাম দিতেন পরে ডানদিকে সামান্য একটু ফিরতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ○

قَالَ اَبُوْ عِيسٰى : وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ○

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ : زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَهْلُ الشَّامِ يَرْوُوْنَ عَنْهُ مَنَاكِيْرَ، وَرِوَايَةُ اَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْهُ اَشْبَهُ وَاَصَحُّ○

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : كَاَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الَّذِيْ كَانَ وَقَعَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ هٰذَا الَّذِيْ يُرْوٰى عَنْهُ بِالْعِرَاقِ، كَاَنَّهُ رَجُلٌ اٰخَرُ، قَلَبُوْا اِسْمَهُ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّسْلِيْمِ فِي الصَّلاَةِ۝

وَاَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِيْمَتَيْنِ۝

وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ۝

وَرَاى قَوْمٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً فِي الْمَكْتُوْبَةِ۝

قَالَ الشَّافِعِيُّ : اِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً، وَاِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيْمَتَيْنِ۝

এই বিষয়ে সাহ্ল ইবন সা'দ (র) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সূত্রটি ছাড়া আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি অন্য কোন সূত্রে 'মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) বলেন : এই হাদীসটির অন্যতম রাবী যুহায়র ইবন মুহাম্মদ থেকে শামবাসীরা বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বরাতে ইরাকবাসীদের রিওয়ায়াত সাদৃশ্যপূর্ণ ও সহীহ।

মুহাম্মদ আল-বুখারী (র) বলেন, আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেছেন, যে যুহায়র ইবন মুহাম্মাদ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ সমালোচনা করেছেন, ইনি সেই যুহায়র নন যাঁর বরাতে ইরাকবাসীগণ হাদীস বর্ণনা করেন; বরং তিনি অন্য একজন। তারা তার নাম বদলে ফেলেছে।

আলিমদের কেউ কেউ সালাতে একবার সালাম ফিরানোর অভিমত গ্রহণ করেছেন। রাসূল ﷺ থেকে এই বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ রিওয়ায়াত হল দুই সালামের। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই রিওয়ায়াতটিই গ্রহণ করেছেন।

কতিপয় সাহাবী ও তাবিঈ ফরয সালাতের ক্ষেত্রে এক সালামের অভিমত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : কেউ চাইলে এক সালামও দিতে পারে, আর চাইলে দুই সালামও দিতে পারে।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ حَذْفَ السَّلاَمِ سُنَّةٌ

অনুচ্ছেদ : সালাম ছোট করা সুন্নত

٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : حَذْفُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ۝

قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : يَعْنِيْ اَنْ لاَيَمُدَّهُ مَدًّا۝

২৯৭. আলী ইবন হুজ্‌র (রা)........আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : সালামে 'হাযফ' ছোট করা সুন্নাত।

রাবী আলী ইবন হুজ্র (র) বলেন, ইবন মুবারক (র) বলেছেন : হযফ করা অর্থ হল অতি দীর্ঘ না করা।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَهُوَ الَّذِىْ يَسْتَحِبُّهُ اَهْلُ الْعِلْمِ ○

وَرُوِىَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ اَنَّهُ قَالَ : اَلتَّكْبِيْرُ جَزْمٌ، وَالسَّلاَمُ جَزْمٌ ○

وَهِقْلٌ : يُقَالُ : كَانَ كَاتِبَ الْاَوْزَاعِيِّ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এই বিষয়টিকে পসন্দনীয় বলেছেন।

ইবরাহীম নাখ্ঈ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : তাকবীরের শেষে 'জযম' হবে এবং সালামের শেষেও 'জযম' হবে।

রাবী হিক্ল সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ছিলেন ইমাম আওযাঈ (র)-এর লিপিকার।

بَابُ مَايَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালামের পর কি বলবে

٢٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْعُدُ اِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ ○

২৯৮. আহমদ ইবন মানী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সালামের পর নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে যতক্ষণ লাগে এর বেশি বসতেন না :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ -

"হে আল্লাহ আপনি শান্তিময়, আপনার থেকেই আসে শান্তি, আপনি বরকতময় হে প্রবল পরাক্রমশালী ও মর্যাদাশীল সত্তা।"

٢٩٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ : نَحْوَهُ، وَقَالَ : تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ ○

২৯৯. হান্নাদ (র)....আসিম আল আহওয়াল (র)-এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ এই কথার উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ ثَوْبَانَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِى سَعِيْدٍ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ، وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ : نَحْوَ حَدِيْثِ عَاصِمٍ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلاَمُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ○

وَرُوِىَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

এই বিষয়ে সাওবান, ইবন উমর, ইবন আব্বাস, আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, সালামের পর তিনি এই দু'আ করতেন :

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, সাম্রাজ্য এবং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি সব কিছুর উপরই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা থেকে কেউ বাঁধা দেওয়ার নেই। আপনি যা দেন না, তা দেয়ার মত কেউ নেই এবং নেক আমল ছাড়া কোন ধনবানের ধনই আপনার কাছে উপকারে আসবে না।"

আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন :

"তোমার প্রতিপালক তারা যা আরোপ করে তা থেকে পবিত্র ও মহান এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।"

٣٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ شَدَّادٌ أَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ إِسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ ○

৩০০. আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন মূসা (র)....রাসূল ﷺ-এর আযাদকৃত দাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সালাত অন্তে যখন ফিরতেন তখন তিনি তিনবার ইস্তিগফার করতেন ও পরে বলতেন :

"হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি আগমন করে। হে আল্লাহ! আপনি মঙ্গলময়, আপনি অতি মহান হে প্রতাপশালী ও করুণার সাগর।"

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَأَبُوْ عَمَّارٍ إِسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী আবূ আম্মারের নাম হল শাদ্দাদ ইবন আবদিল্লাহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصِرَافِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

অনুচ্ছেদ : ডান ও বামদিকে ফিরা

٣٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا: عَلَى يَمِيْنِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ.

৩০১. কুতায়বা (র)....হুলব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন। আর তিনি (সালাত শেষে) ডান ও বাম উভয় দিকেই ফিরতেন।

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى: حَدِيْثُ هُلْبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ ○

وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ○

وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : হুল্‌ব (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, ডানে বা বামে যেদিকে ইচ্ছা একজন সালাত থেকে ফিরতে পারে। রাসূল ﷺ থেকে উভয় বিষয়টিই বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত আছে।

আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন : ডানদিকে প্রয়োজন থাকলে সেদিকে আর বামদিকে প্রয়োজন থাকলে সেদিকেই তিনি ফিরতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের বিবরণ

٣٠٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، قَالَ رِفَاعَةُ : وَنَحْنُ مَعَهُ : إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ فَصَلَّى، فَأَخَفَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ : وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَفَعَلَ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، كُلُّ ذٰلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَخَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلاَتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذٰلِكَ : فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِىءُ. فَقَالَ : أَجَلْ، إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللّٰهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ

فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ. فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا إِنْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ قَالَ : وَكَانَ هٰذَا اَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْاَوَّلِ : اَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا إِنْتَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا ○

৩০২. আলী ইবন হুজর (র)....রিফাআ ইবন রাফি (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূল ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসা ছিলাম। এমন সময় বেদুঈনের মত দেখতে এক ব্যক্তি আসল। সে হালকাভাবে সালাত আদায় করল এবং তা শেষ করে রাসূল ﷺ-কে এসে সালাম জানাল। রাসূল ﷺ তাকে ওয়া আলাইকা জানিয়ে বললেন : ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর। কারণ, তুমি তো সালাত আদায় করনি। লোকটি ফিরে গেল। সালাত আদায় করে আবার এসে সালাম জানাল। রাসূল ﷺ তাকে ওয়া আলাইকা জানালেন এবং বললেন : ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর। তুমি তো সালাত আদায় করনি। এইরূপ দুই বা তিনবার ঘটল। প্রত্যেকবারই লোকটি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে সালাম জানাচ্ছিল আর তিনি তাকে ওয়া আলাইকা জানিয়ে বলেছিলেন : ফিরে যাও। আবার সালাত আদায় কর। কারণ, তুমি তো সালাত আদায় করনি।

উপস্থিত লোকেরা বিষয়টিকে খুবই ভীষণ মনে করল। কেউ হালকা সালাত পড়লে তার সালাতই হবে না- এই বিষয়টি তাদের জন্য খুবই মারাত্মক লাগল। যা হোক, শেষে ঐ লোকটি বলল : আমাকে শিখিয়ে দিন, আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি তো একজন মানুষ। অনেক সময় ঠিকও করি, ভুলও করি।

রাসূল ﷺ বললেন : হ্যাঁ, শোন, সালাতের জন্য যখন দাঁড়াবে এর আগে আল্লাহর নির্দেশমত উযূ করে নিবে। এরপর আযান দিবে, ইকামতও দিবে। পরে কুরআনের কিছু যদি মুখস্থ থাকে তবে তা পড়বে। তা না থাকলে আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে। অতঃপর রুকূ করবে এবং খুব ধীর স্থিরভাবে রুকূ করবে, পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, পরে সিজদা করবে এবং তাতে ই'তিদাল বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। পরে ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ যদি করতে পার তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে। এতে যদি কিছু ত্রুটি হয় তবে তোমার সালাতও ততটুকু ত্রুটিপূর্ণ হবে।

রিফাআ বলেন : "এতে যতটুকু ত্রুটি হবে সালাতও ততটুকু ত্রুটিপূর্ণ হবে"–এই কথা উপস্থিত লোকদের নিকট প্রথম কথার তুলনায় অনেকটা সহজ মনে হল। কারণ, এই ক্ষেত্রে তো আগের মত পুরো সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে না।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَعَمَّارِبْنِ يَاسِرٍ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ رِفَاعَةَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা এবং আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রিফাআ ইবনে রাফি (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

রিফাআ (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، فَقَالَ : اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلّٰى كَمَا كَانَ صَلّٰى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِيْ فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا ○

৩০৩. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একদিন মসজিদে এসে প্রবেশ করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এল এবং সালাত আদায় করে রাসূল ﷺ-কে সালাম জানাল। রাসূল ﷺ সালামের উত্তর দিলেন, বললেন : ফিরে যাও, তুমি পুনরায় সালাত আদায় কর, কারণ তুমি তো সালাত আদায় করনি। লোকটি ফিরে গেল এবং আগে যে ধরনের সালাত পড়েছিল সে ধরনের সালাত পড়ল। পরে রাসূল ﷺ-কে এসে সালাম জানাল। রাসূল ﷺ সালামের উত্তর দিলেন, বললেন : ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর, কারণ তুমি তো সালাত আদায় করনি। তিনবার এমন ঘটল। শেষে লোকটি বলল : যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম, আমি তো এর চেয়ে ভাল জানি না। আমাকে আপনি শিখিয়ে দিন। রাসূল ﷺ বললেন: যখন সালাতে দাঁড়াবে প্রথমে তাকবীর বলবে। পরে যতটুকু তোমার জন্য সহজ হয় ততটুকু কুরআন পাঠ করবে। পরে রুকূতে যাবে এবং ধীর-স্থীরভাবে রুকূ করবে। পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এর পর সিজ্দায় যাবে এবং ধীর-স্থিরভাবে সিজ্দা করবে। পরে উঠে ধীর-স্থির হয়ে বসবে। তোমার সম্পূর্ণ সালাতেই এইরূপ করবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

قَالَ : وَقَدْ رَوَى ابْنُ نُمَيْرٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ○

وَرِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : أَصَحُّ ○ وَسَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَرَوٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ○

وَابُوْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ اِسْمُهُ كَيْسَانُ ○ وَسَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ يُكْنَى اَبَا سَعْدٍ○ وَكَيْسَانُ : عَبْدٌ كَانَ مُكَاتَبًا لِبَعْضِهِمْ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সাহীহ।

ইবনে নুমায়র (র) এই হাদীসটি উবায়দুল্লাহ ইবন উমর....সাঈদ আল মাকবুরী....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর সনদে সাঈদ আল-মাকবুরীর পিতা আবূ সাঈদ-এর বরাত উল্লেখ করেন নি।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ....উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (র)-এই সনদটি অধিকতর সহীহ।

সাঈদ আল-মাকবুরী (র) সরাসরি আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস শুনেছেন। আবার অনেক সময় তাঁর পিতা আবূ সাঈদ-এর বরাতেও তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ সাঈদ আল-মাকবুরী (র)-এর নাম হল কায়সান। আর সাঈদ আল-মাকবুরীর উপনাম হল আবূ সা'দ। কায়সান ছিলেন দাস। পরে তিনি 'মুকাতাব' বা বিনিময় চুক্তিতে স্বীয় স্বাধীনতা ক্রয় করেন।

بَابٌ مِنْهُ اَيْضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٣٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ، يَقُوْلُ : اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا : مَاكُنْتَ اَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلاَ اَكْثَرَنَا لَهُ اِتْيَانًا - قَالَ بَلٰى، قَالُوْا فَاعْرِضْ، فَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ اِعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَاْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ اَهْوٰى اِلَى الْاَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُ اَكْبَرُ، ثُمَّ جَافٰى عَضُدَيْهِ عَنْ اِبْطَيْهِ، وَفَتَخَ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنٰى رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ، حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ اَهْوٰى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُ اَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنٰى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهِ، ثُمَّ

نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتّٰى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ: ثُمَّ صَنَعَ كَذٰلِكَ حَتّٰى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِىْ تَنْقَضِى فِيْهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ ○

৩০৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার এবং মুহাম্মাদ ইবনু'ল মুসান্না (র)....মুহাম্মদ ইবন আম্র ইবন আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আবূ কাতাদা ইবন রিব্ঈও ছিলেন যাঁদের মধ্যে উপস্থিত, সেই ধরনের দশজন সাহাবীর এক সমাবেশে আমি আবূ হুমায়দ আস-সায়িদীকে বলতে শুনেছি : রাসূল ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে আমি অধিক অবহিত। উপস্থিত সাহাবীরা বললেন : আপনি তো ইসলামে আমাদের তুলনায় প্রবীণ নন এবং রাসূল ﷺ -এর দরবারে আমাদের চেয়ে বেশি আসা-যাওয়াও করেননি। আবূ হুমায়দ (র) বললেন : হ্যাঁ, আমি অধিক পরিজ্ঞাত। সাহাবীরা বললেন : আচ্ছা, এই কথা উপেক্ষা করুন।

আবূ হুমায়দ (রা) বললেন : রাসূল ﷺ যখন সালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত তুলতেন। পরে যখন রুকূতে যেতে চাইতেন তখন কাঁধ বরাবর তাঁর দুই হাত তুলতেন এবং "আল্লাহু আকবার" বলে রুকূ করতেন। পিঠ স্থির ও সোজা করে রাখতেন, মাথা নিচে ঝুঁকিয়ে রাখতেন না এবং উপরে তুলেও রাখতেন না। রুকূতে দুই হাত রাখতেন দুই হাঁটুর উপর। পরে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" বলে দুই হাত তুলতেন এবং এমনভাবে স্থির হয়ে দাঁড়াতেন যে, প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসত। এরপর সিজ্দার উদ্দেশ্যে ভূমিতে আনত হতেন এবং বলতেন, "আল্লাহু আকবার"। তাঁর দুই বাহু বগল থেকে সরিয়ে রাখতেন। পায়ের আঙ্গুলি (সামনের দিকে) ভাঁজ করে রাখতেন। পরে বাম পা ঘুরিয়ে তার উপর এমনভাবে স্থির হয়ে বসতেন যে, প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসত। পরে আবার সিজদার জন্য ঝুঁকতেন এবং "আল্লাহু আকবার" বলতেন। এরপর পা ঘুরিয়ে তার উপর এমনভাবে স্থির হয়ে বসতেন যে, প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসত। এরপর উঠে দাঁড়াতেন। পরে দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ আমল করতেন। দুই রাকআত শেষ করে যখন দাঁড়াতেন তখনও কাঁধ বরাবর দুই হাত তুলতেন সালাতের শুরুতে যেমন কাঁধ বরাবর দুই হাত তুলতেন। সব রাকআতে এভাবেই আমল করতেন। পরে যে রাকআতে সালাত শেষ হতো তাতে বাম পা টি বের করে নিতম্বের উপর বসতেন। এরপর সালাম ফিরাতেন।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

قَالَ : وَمَعْنٰى قَوْلِهِ : وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ يَعْنِىْ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ - এর অর্থ হল দুই রাকআত শেষ করে যখন তিনি উঠতেন........।

٣٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ الْحُلْوَانِىُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ :

سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِمَعْنَاهُ ○

وَزَادَ فِيْهِ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ هٰذَا الْحَرْفَ قَالُوْا صَدَقْتَ، هٰكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ○

৩০৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার, হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ানী প্রমুখ রাবী (র)....আবূ হুমায়দ আস সাঈদী (রা) থেকে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তবে আবূ আসিম....আবদুল হামিদ ইবন জা'ফরের সনদে নিম্নের বাক্যটি অতিরিক্ত আছে : উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন : তুমি সত্য বলেছ। রাসূল ﷺ এইরূপ সালাতই আদায় করতেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতের কিরাআত

٣٠٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ○

৩০৬. হান্নাদ (র)....কুত্‌বা ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে ফজরের প্রথম রাকআতে "ওয়ান্ নাখ্‌লা বাসিকাত" [কাফ ৫০ : ১০] তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ، وَاَبِىْ بَرْزَةَ، وَاُمِّ سَلَمَةَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَرُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَاَ فِى الصُّبْحِ بِالْوَاقِعَةِ ○

وَرُوِىَ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَاُ فِى الْفَجْرِ مِنْ سِتِّيْنَ اٰيَةً اِلٰى مِائَةٍ

وَرُوِىَ عَنْهُ : اَنَّهُ قَرَاَ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○

وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ : اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى اَبِىْ مُوْسٰى : اَنِ اقْرَاْ فِى الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَعَلٰى هٰذَا الْعَمَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِىُّ ○

এই বিষয়ে আম্‌র ইবন হুরায়স, জাবির ইবন সামূরা, আবদুল্লাহ ইবনু'স-সাইব, আবূ বারযা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : কুতবা ইবন মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ফজরের সালাতে রাসূল ﷺ সূরা আল-ওয়াকিআ পড়েছেন বলেও বর্ণিত আছে।

আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

তিনি إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ তিলাওয়াত করেছেন বলেও রিওয়ায়াত আছে।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে ফজরের সালাতে তিওয়াল-মুফাস্‌সাল[১] থেকে তিলাওয়াত করতে লিখেছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রা) বলেন : আলিমগণ এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক এবং শাফিঈ (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ : যোহর ও আসরের কিরাআত

٣٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشِبْهِهِمَا ○

৩০৭. আহমদ ইবন মানী' (র)....জাবির ইবন সামূরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যোহর ও আসরের সালাতে ওয়াস্‌-সামায়ি যাতি'ল বুরূজ, ওয়াস্‌-সামায়ি ওয়াত্‌-তারিক এবং এই ধরনের সূরা তিলাওয়াত করতেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ خَبَّابٍ، وَاَبِىْ سَعِيْدٍ، وَاَبِىْ قَتَادَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَأَ فِى الظُّهْرِ قَدْرَ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ ○ وَرُوِىَ عَنْهُ : اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً، وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ اٰيَةً ○

وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ : اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى اَبِىْ مُوْسٰى : اَنِ اقْرَأْ فِى الظُّهْرِ بِاَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ ○

---

১. সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজের শেষ পর্যন্ত।

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ كَنَحْوِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ : يَقْرَأُ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ○

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : تَعْدِلُ صَلاَةُ الْعَصْرِ بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ فِي الْقِرَاءَةِ ○

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُضَاعَفُ صَلاَةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ فِي الْقِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ ○

এই বিষয়ে খাব্বাব, আবূ সাঈদ, আবূ কাতাদা, যায়দ ইবন সাবিত ও বারা ইবন আযিব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, জাবির ইবন সামূরা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যোহরের সালাত সূরা 'তানযীল আস্-সাজ্দা' পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।

আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ যোহরের প্রথম রাকআতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং দ্বিতীয় রাকআতে পনর আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যোহরের সালাতে আওসাতে মুফস্সাল[১] থেকে তিলাওয়াত করতে আবূ মূসা আশ্আরী (রা)-কে লিখেছিলেন।

কতক আলিম বলেছেন : আসরের কিরআত মাগরিবের কিরআতের মত, এতেও কিসার মুফাস্সাল[২] থেকে তিলাওয়াত করবে।

ইবরাহীম নাখ্ঈ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন : কিরাআতের ক্ষেত্রে আসর ও মাগরিব এক বরাবর।

ইবরাহীম (র) বলেন : কিরআতের ক্ষেত্রে আসরের তুলনায় যোহরে চারগুণ বেশি পড়া উচিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের কিরাআত

٣٠٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ بِالْمُرْسَلاَتِ قَالَتْ : فَمَا صَلاَّهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ ○

৩০৮. হান্নাদ (র)....উম্মুল ফাদল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর শেষ রোগ-শয্যায় ছিলেন। একদিন অসুস্থতার কারণে মাথায় পট্টি বেঁধে আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি সূরা আল-মুরসালাত তিলাওয়াত করেছিলেন। এরপর মৃত্যু পর্যন্ত আর কোন সালাত তিনি পড়াতে পারেন নি।

---

১. সূরা বুরূজ থেকে লাম ইয়াকুনের শেষ পর্যন্ত।

২. সূরা লাম ইয়াকুন থেকে শেষ পর্যন্ত।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أُمِّ الْفَضْلِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ○ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ ○

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِيْ مُوْسَى : أَنِ اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ○

وَرُوِيَ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ : أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ○

قَالَ وَعَلَى هٰذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحٰقُ ○

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذُكِرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقْرَأَ فِيْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالسُّوَرِ الطِّوَالِ، نَحْوَ الطُّوْرِ وَالْمُرْسَلَاتِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَكْرَهُ ذٰلِكَ، بَلْ أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهٰذِهِ السُّوَرِ فِيْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ○

এই বিষয়ে জুবায়র ইবন মুত্ইম, ইবন উমর, আবূ আয়্যূব ও যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উম্মুল ফাদ্ল (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের দুই রাকআতে সূরা আল-আ'রাফ তিলাওয়াত করেছেন। আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাতে সূরা তূর তিলাওয়াত করেছেন।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাত 'কিসার মুফাস্সাল' থেকে তিলাওয়াত করতে আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে লিখেছিলেন।

আবূ বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাতে 'কিসার মুফাস্সাল' থেকে তিলাওয়াত করতেন।

ফকীহ আলিমগণ এই আমল করেছেন। ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাতে 'তিওয়াল মুফাস্সাল' সূরাসমূহ যেমন সূরা তূর, সূরা আল-মুরসালাত-এর মত সূরা তিলাওয়াত করা মাকরূহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১] ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : আমি তা মাকরূহ বলে মনে করি না; বরং এই ধরনের সূরা মাগরিবে তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

---

১. ইমাম মালিক (র) মাগরিবের সালাতে এই ধরনের বড় সূরা তিলাওয়াত অভ্যাসে পরিণত করা মাকরূহ মনে করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ : এশার কিরাআত

٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ ○

৩০৯. আব্দাহ ইবন আব্দিল্লাহ আল-খুযাঈ আল-বাসরী (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এশার সালাতের দ্বিতীয় রাকআতে 'ওয়াশ্ শামসি ওয়া দুহাহা' বা অনুরূপ সূরা তিলাওয়াত করতেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَاَنَسٍ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : اَنَّهُ قَرَاَ فِى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ○

وَرُوِىَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ بِسُوَرٍ مِنْ اَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ، نَحْوِ سُوْرَةِ الْمُنَافِقِيْنَ وَاَشْبَاهِهَا ○

وَرُوِىَ عَنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ : اَنَّهُمْ قَرَؤُا بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا وَاَقَلَّ، فَكَاَنَّ الْاَمْرَ عِنْدَهُمْ وَاسِعٌ فِىْ هٰذَا ○

وَاَحْسَنُ شَىْءٍ فِىْ ذٰلِكَ مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَاَ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ○

এই বিষয়ে বারা ইবন আযিব এবং আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : বুরায়দা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এশার সালাতে সূরা ওয়াত্-তীনি ওয়ায্-যায়তূন পাঠ করেছেন।

উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এশার সালাতে সূরা আল-মুনাফিকূন বা অনুরূপ কোন আওসাত মুফাস্সালের সূরা পাঠ করতেন।

সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এশার সালাতে এর চেয়ে বেশি পরিমাণ আয়াতও তিলাওয়াত করেছেন এবং কমও করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, এই বিষয়ে তাঁরা উদার ছিলেন।

রাসূল ﷺ এশার সালাতে ওয়াশ্-শামসি ওয়া দুহাহা ও ওয়াত্-তীনি ওয়ায্-যায়তূন সূরা পড়তেন বলে বর্ণিত হাদীসটিই এই বিষয়ে সবচে' উত্তম।

٣١٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ○

৩১০. হান্নাদ (রা)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এশার সালাতের দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ওয়াত্-তীনি ওয়ায্-যায়তুন তিলাওয়াত করেছেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত পাঠ

٣١١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : اِنِّىْ اَرَاكُمْ تَقْرَؤُنَ وَرَاءَ اِمَامِكُمْ؟ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اِىْ وَاللّٰهِ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوْا اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ، فَاِنَّهُ لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا○

৩১১. হান্নাদ (র)....উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একদিন রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন, তখন কিরাআতে তাঁর অসুবিধার সৃষ্টি হল। সালাত শেষে তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ কর বলে দেখছি? আমরা বললাম : কসম আল্লাহর, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন : এরূপ করবে না। তবে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহার কথা ভিন্ন। কারণ যে ব্যক্তি তা পাঠ করে না, তার সালাত হয় না।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَاَنَسٍ، وَاَبِىْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُبَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ○

وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ○ قَالَ : وَهٰذَا اَصَحُّ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ - فِى الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ - عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ ○

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ : يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আয়েশা, আনাস, আবূ কাতাদা, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উবাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

মাহমূদ ইবন রাবী (র)....উবাদা ইবনুস সামিত (রা) সূত্রে ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ না করবে, তার সালাত হবে না। এই রিওয়ায়াতটি অধিক সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিঈ ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত বিষয়ে এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন।

ইমাম মালিক ইবন আনাস, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর বক্তব্যও এ-ই। তাঁরা ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত (সূরা ফাতিহা পাঠ)-এর বিধান গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ : ইমাম যখন জোরে কিরাআত করেন তখন তাঁর পিছনে মুকতাদীর কিরাআত না করা

٣١٢- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اِبْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ مَعِىْ أَحَدٌ مِنْكُمْ اٰنِفًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : إِنِّىْ أَقُوْلُ مَالِىْ أُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ؟ قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ، حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ○

৩১২. আল-আনসারী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জোরে কিরাআত করতে হয় এমন এক সালাত সমাপ্ত করে একবার রাসূল ﷺ আমাদের দিকে ফিরলেন, বললেন : তোমাদের কি কেউ আমার সঙ্গে এখন কিরাআত করেছিলে? জনৈক ব্যক্তি বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল ﷺ বললেন : আমি ভাবছিলাম, আমার সঙ্গে কুরআন নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া হচ্ছে কেন?

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূল ﷺ-এর কথা শোনার পর যে সমস্ত সালাতে রাসূল ﷺ জোরে কিরাআত করতেন সে সমস্ত সালাতে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কিরাআত করা থেকে সাহাবীগণ বিরত হয়ে গেলেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَابْنُ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِىُّ اِسْمُهُ عُمَارَةُ ○ وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ اُكَيْمَةَ ○

وَرَوٰى بَعْضُ اَصْحَابِ الزُّهْرِىِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَذَكَرُوْا هٰذَا الْحَرْفَ : قَالَ : قَالَ الزُّهْرِىُّ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ○

وَلَيْسَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَا يَدْخُلُ عَلٰى مَنْ رَاَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ لِاَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِىْ رَوٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ، وَرَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ، فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيْثِ : اِنِّىْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْاِمَامِ؟ قَالَ : اِقْرَأْبِهَا فِىْ نَفْسِكَ ○ وَرَوٰى اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : اَمَرَنِى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اُنَادِىَ اَنْ : لَاَّ صَلَاةَ اِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ○

وَاخْتَارَ اَكْثَرُ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ اَنْ لَّا يَقْرَأَ الرَّجُلُ اِذَا جَهَرَ الْاِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالُوْا يَتَتَبَّعُ سَكَتَاتِ الْاِمَامِ ○

وَقَدِ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ ○ فَرَاٰى اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ، وَاِسْحٰقُ ○

وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ اَنَّهُ قَالَ : اَنَا اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ وَالنَّاسُ يَقْرَؤُنَ اِلَّا قَوْمًا مِّنَ الْكُوْفِيِّيْنَ وَاَرٰى اَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ○

وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالُوا : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ ○ وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

وَقَرَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ○ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحٰقُ وَغَيْرُهُمَا ○

وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ○

وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَيْثُ قَالَ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ○

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : فَهٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ : أَنَّ هٰذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ○ وَاخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ هٰذَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَأَنْ لَا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ ○

এই বিষয়ে ইবন মাসউদ, ইমরান ইবন হুসায়ন, জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

রাবী ইবন উকায়মা লায়সী (র)-এর নাম হল উমারা। তাঁকে আম্‌র ইবন উকায়মা বলা হয়।

ইমাম যুহরী (র)-এর জনৈক শাগরিদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এতে নিম্নের বাক্যটিও উল্লেখ করেছেন : রাসূল ﷺ-এর এই কথা শোনার পর লোকেরা তাঁর পিছনে কিরাআত করা থেকে বিরত হয়ে গেল।

যাঁরা ইমামের পিছনে কিরাআত করার মত পোষণ করেন এই হাদীসটিতে তাঁদের ক্ষতি হওয়ার মত কোন কিছু নেই। কেননা যে আবূ হুরায়রা (রা) এই হাদীসটির বর্ণনাকারী, তিনিই বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি তার সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ না করে তবে তার সালাত লেজকাটা ও অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে।

হাদীসটির রাবী তখন আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললেন : আমি অনেক সময় ইমামের পিছনেও তো থাকি? তিনি বললেন : তখন তোমরা মনে মনে তা পড়ে নিবে।

আবূ উসমান আন্-নাহদী রিওয়ায়াত করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন : "সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতিরেকে সালাত হয় না।"–এই কথার ঘোষণা দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীসবেত্তাগণ ইমাম জোরে কিরাআতকালে মুকতাদী কিরাআত না করার মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : ইমামের কিরাআতের সাক্তা বা চুপ থাকার সময়ে তা করা হবে।

ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত করার বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তীযুগের আলিম ইমামের পিছনে মুকতাদীর কিরাআত করার বিধান দিয়েছেন। ইমাম মালিক, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত এ-ই।

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : কূফার এক সম্প্রদায় ব্যতীত আমিও ইমামের পিছনে কিরাআত করি এবং অপরাপর লোকেরাও তা করে। তবে যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত করে না, তার সালাতও জায়েয হবে বলে আমি মনে করি।

আলিমগণের এক দল ইমামের পিছনে থাকা অবস্থায়ও সূরা ফাতিহা পাঠ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তারা বলেন : একা হোক বা ইমামের পিছনে হোক, কোন অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ ভিন্ন সালাত হবে না। তারা উবাদা ইবনুস-সামিত (রা) বর্ণিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

উবাদা ইবনুস-সামিত (রা) রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের পর ইমামের পিছনে কিরাআত করেছেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর এ হাদীসটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতীত সালাত হয় না।"

ইমাম শাফিঈ, ইসহাক (র) প্রমুখও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

"যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার সালাত হয়নি।"–এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেন : একা সালাত আদায়কারীর বেলায় এই কথাটি প্রযোয্য।

এই প্রসঙ্গে তিনি জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা)-এর রিওয়ায়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। জাবির (রা) বলেন : সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ না করলে তার সালাত হয় না। তবে ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : হযরত জাবির (রা) একজন সাহাবী। আর তিনিই সূরা ফাতিহা ভিন্ন সালাত হয় না–এই হাদীসটিকে একা সালাত আদায়কারীর বেলায় প্রযোজ্য বলে ঘোষণা দিচ্ছেন।

এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমদ (র) নিজে ইমামের পিছনে মুকতাদির কিরাআত করার অভিমত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন : ইমামের পিছনে থাকলেও সূরা ফাতিহা পাঠ বর্জন করবে না।

٣١٣ - حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ - حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ ۝

৩১৩. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)....জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : কেউ যদি সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) না পড়ে, তবে তার সালাত হবে না। কিন্তু ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বললেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে প্রবেশের দু'আ

٣١٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَاِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ ○

৩১৪. আলী ইবন হুজর (র)....ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন আগে দরূদ পাঠ করতেন, পরে বলতেন :

"হে রব্ব! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।"

আর তিনি যখন বের হতেন তখন প্রথমে দরূদ পাঠ করতেন এবং পরে বলতেন :

"হে রব্ব! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজা খুলে দিন।"

٣١٥ - قَالَ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ : قَالَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ، فَسَاَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِىْ بِهِ قَالَ كَانَ اِذَا دَخَلَ قَالَ . رَبِّ افْتَحْ لِىْ بَابَ رَحْمَتِكَ، وَاِذَا خَرَجَ قَالَ : رَبِّ افْتَحْ لِىْ بَابَ فَضْلِكَ ○

৩১৫. আলী ইবন হুজর (র) বলেন যে, ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) বলেছেন : আমি মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবন হাসান-এর সাথে সাক্ষাত করে এই হাদীসটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি তখন আমাকে রিওয়ায়াত করলেন যে, রাসূল ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন : رَبِّ افْتَحْ لِىْ بَابَ رَحْمَتِكَ

আর যখন বের হতেন তখন বলতেন : رَبِّ افْتَحْ لِىْ بَابَ فَضْلِكَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ، وَاَبِىْ اُسَيْدٍ، وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيثُ فَاطِمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ○

وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى، إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَشْهُرًا ○

এই বিষয়ে আবূ হুমায়দ, আবূ উসায়দ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ফাতিমা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। তবে এর সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা এটির রাবী হুসায়ন (রা)-এর কন্যা ফাতিমা (র) তাঁর পিতামহী মহিয়সী ফাতিমা (রা)-কে দেখেননি। ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর অল্প কয়েক মাসই জীবিত ছিলেন।

مَاجَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন দুই রাকআত সালাত আদায় করে

٣١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَّجْلِسَ ○

৩১৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার আগেই দুই রাকআত সালাত আদায় করে নেয়।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ○

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ○

وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ○

وَرَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ○

وَهٰذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ اَصْحَابِنَا : اِسْتَحَبُّوْا اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ اَنْ لَّا يَجْلِسَ حَتّٰى يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ عُذْرٌ ○

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ : وَحَدِيْثُ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ خَطَأٌ، اَخْبَرَنِىْ بِذٰلِكَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ ○

এই বিষয়ে জাবির, আবূ উমামা, আবূ হুরায়রা, আবূ যর্ ও কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ কাতাদা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

মুহাম্মাদ ইবন আজলান প্রমুখ রাবী আমির ইবন আব্দিল্লাহ ইবন যুবায়র (র) সূত্রে মালিক ইবন আনাস (রা)-এর অনুরূপ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সুহায়ল ইবন আবী সালিহ (র) এই হাদীসটি আমির ইবন আব্দিল্লাহ ইবন যুবায়র ....আম্‌র ইবন সুলায়মান আয্‌-যুরাকী....জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা)....নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই রিওয়ায়াতটি মাহফূয বা সংরক্ষিত নয়। আবূ কাতাদা (রা)-এর রিওয়ায়াতটি হল সহীহ।

এই হাদীস অনুসারে আমাদের উস্তাদ ফকীহগণ আমল করেছেন। তারা বলেন : যদি উযর না থাকে তবে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই দুই রাকআত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) বর্ণনা করেন, আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন : সুহায়ল ইবন আবী সালিহ বর্ণিত রিওয়ায়াতটি ভুল।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْاَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

অনুচ্ছেদ : কবরস্থান এবং গোসলখানা ব্যতীত সারা যমীনই মসজিদ

٣١٧- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ ○

৩১৭. ইবনে আবী উমর ও আবূ আম্মার আল-হুসায়ন ইবনে হুরায়স আল-মারওয়াযী (র)....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সারা যমীনই মসজিদ।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَاَنَسٍ، وَاَبِىْ اُمَامَةَ، اَبِىْ ذَرٍّ قَالُوْا : اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَيْنِ : مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يَذْكُرْهُ ○

وَهٰذَا حَدِيْثٌ فِيْهِ اِضْطِرَابٌ : رَوٰى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلٌ ○ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ○ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : وَكَانَ عَامَّةُ رِوَايَتِهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ○

وَكَاَنَّ رِوَايَةَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَثْبَتُ وَاَصَحُّ مُرْسَلاً ○

এই বিষয়ে আলী, আব্দুল্লাহ ইবন আম্‌র, আবূ হুরায়রা, জাবির, ইবন আব্বাস, হুযায়ফা, আনাস, আবূ উমামা ও াবূ যর্‌ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার ন্য সারা যমীনই মসজিদ ও তাহারাতের উপায়[১] হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ সাঈদ (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মদের নদে দুইভাবে বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী আবূ সাঈদ (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন আর কোন কোন রাবী তা রেননি। এই হাদীসটিতে ইয্‌তিরাব বিদ্যমান।[২]

সুফইয়ান সাওরী এই হাদীসটিকে আম্‌র ইবন ইয়াহইয়া–তৎপিতা ইয়াহইয়া সূত্রে (মুরসাল হিসেবে) বর্ণনা রেছেন। আর হাম্মাদ ইবন সালমা এটিকে আম্‌র ইবন ইয়াহইয়া–তৎপিতা ইয়াহইয়া–আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে ওাসিলরূপে) বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র)-ও এটিকে আম্‌র ইবন ইয়াহইয়া–তৎপিতা ইয়াহইয়া সূত্রে (মুরসালরূপে) বর্ণনা রছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সাধারণত মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র) এইসূত্রে আবূ সাঈদ (রা) থেকে াসিলরূপে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু বক্ষ্যমান বিষয় সংক্রান্ত হাদীসটিতে তিনি আবূ সাঈদ (রা)-এর উল্লেখ রন নাই। এতে বুঝা যায়, আমর ইবন ইয়াহইয়া ...... তৎপিতা ইয়াহইয়া সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত সুফইয়ান ওরীর রিওয়ায়াতটি অধিকতর সঠিক ও বিশুদ্ধ।

অর্থাৎ তায়াম্মুম করার উপায়।

ভূমিকায় পরিভাষাসমূহ দ্রষ্টব্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

٣١٨- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : وَمَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ ۝

৩১৮. বুনদার (র)....উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উসমান (রা) বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য অদ্রূপ একটি বাড়ি জান্নাতে নির্মাণ করবেন।

قَالَ وَفِيْ الْبَابِ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَاَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ وَاُمِّ حَبِيْبَةَ وَاَبِيْ ذَرٍّ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ، وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ۝

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ عُثْمَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۝

وَمَحْمُوْدُ بْنُ لَبِيْدٍ، قَدْ اَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَمَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ، قَدْ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُمَا غُلَامَانِ صَغِيْرَانِ مَدَنِيَّانِ ۝

এই বিষয়ে আবূ বকর, উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবন আম্‌র, আনাস, ইবন আব্বাস, আয়েশা, উম্মু হাবীবা, আবূ যর, আম্‌র ইবনুল আবাসা, ওয়াসিলা ইবন আসকা', আবূ হুরায়রা ও জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উসমান (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী মাহমূদ ইবন লাবীদ এবং মাহমূদ ইবনুর রাবী' উভয়েই রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন। তাঁরা উভয়ে ছোট দুই মাদানী বালক ছিলেন।

٣١٩- وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا، صَغِيْرًا كَانَ اَوْ كَبِيْرًا : بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ۝

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى قَيْسٍ عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : بِهٰذَا ۝

৩১৯. রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈরি করবে তা ছোট হোক বা বড়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করবেন।

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)....আনাস (রা) থেকেও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اَنْ يَتَّخِذَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا

অনুচ্ছেদ : কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ মাকরূহ

٣٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ○

৩২০. কুতায়বা (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে সমস্ত মহিলা কবর যিয়ারত করে এবং যে সমস্ত মানুষ কবরের উপর মসজিদ বানায় ও এতে বাতি জ্বালায়, তাদেরকে রাসূল ﷺ লা'নত করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَاَبُوْ صَالِحٍ هٰذَا : هُوَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ اَبِيْ طَالِبٍ، وَاِسْمُهُ بَاذَانُ، وَيُقَالُ بَاذَامُ اَيْضًا ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ইসা তিরমিযী বলেন : ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

এই আবূ সালিহ হলেন উম্মু হানী বিনত আবী তালিব (রা)-এর আদায়কৃত দাস (মাওলা)। তাঁর নাম হল বাযান, যাম-ও বলা হতো।

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে নিদ্রা যাওয়া

٣٢١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَنَامُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ ○

৩২১. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর যুগে মরা মসজিদে ঘুমাতাম। আর তখন আমরা ছিলাম তরুণ বয়সের।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ○ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَتَّخِذُهُ مَبِيْتًا وَمَقِيْلًا ○ وَقَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبُوْا اِلٰى قَوْلِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণের একদল মসজিদে ঘুমানোর অনুমতি দিয়েছেন। তবে ইবন আব্বাস (রা) বলেন : মসজিদকে শয়ন ও দিবা-নিদ্রার স্থান বানান যাবে না। আলিমগণের একদল ইবন আব্বাস (রা)-এর এই মত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়, হারান বস্তু তালাশ করা এবং কবিতা পাঠ অপসন্দনীয় কাজ

٣٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْإِشْتِرَاءِ فِيْهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ○

৩২২. কুতায়বা (র)....আম্‌র ইবন শুআয়ব, তাঁর পিতা (মুহাম্মাদ)....পিতামহ আবদুল্লাহ ইবন আম্‌র (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ মসজিদে কবিতা পাঠ ও ক্রয়-বিক্রয় করা এবং জুমু'আর দিন সালাতের পূর্বে গোল হয়ে বসা।[১] নিষিদ্ধ করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ○

وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ : ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ○ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ، وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا : يَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ○ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيْفَةِ جَدِّهِ كَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثَ مِنْ جَدِّهِ○

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ قَالَ حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهٍ○

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ○ وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ رُخْصَةٌ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ رُخْصَةٌ فِيْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ○

---

১. সালাতের পূর্বে দলবদ্ধভাবে গোল হয়ে বসে থাকলে মুসল্লীদের কাতার বেঁধে বসতে অসুবিধা হয় বলে রাসূল ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন।

এই বিষয়ে বুরায়দা, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনু'ল আস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

আম্র ইবন শুআয়ব হলেন আম্র ইবন শুআয়ব ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ্ ইবন আম্র ইবনিল আস।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) বলেন : ইমাম আহমদ, ইসহাক প্রমুখ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ আম্র ইবন শুআয়ব-এর রিওয়ায়াত প্রমাণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন : আব্দুল্লাহ ইবন আম্র থেকে শুআয়ব ইবন মুহাম্মাদ হাদীস শুনেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আম্র ইবন শুআয়বের রিওয়ায়াত সম্পর্কে যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁরা তাঁকে যঈফ বলে মত দিয়েছেন। কারণ তিনি তাঁর পিতামহের পাণ্ডুলিপি থেকে রিওয়ায়াত করতেন। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন, এই হাদীসগুলি তিনি তাঁর পিতামহ থেকে শুনেন নি।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে আলী ইবন আব্দিল্লাহ্ বলেন যে, তিনি বলেছেন : আমাদের কাছে আম্র ইবন শুআয়ব-এর রিওয়ায়াতসমূহ ভিত্তিহীন।

আলিম ও ফকীহগণের একদল মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ বলে মত পোষণ করেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাকের অভিমতও এ-ই।

কতক তাবিঈ আলিম ও ফকীহ থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা মসজিদে বিকি-কিনি করার অনুমতি আছে বলে মনে করেন।

রাসূল ﷺ থেকে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে কবিতা পাঠের অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى

অনুচ্ছেদ : তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ প্রসঙ্গে

٣٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيٰى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اِمْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى، فَقَالَ الْخُدْرِيُّ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ الْاٰخَرُ : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَاَتَيَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ : هُوَ هٰذَا، يَعْنِي مَسْجِدَهُ، وَفِي ذٰلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ○

৩২৩. কুতায়বা (র)....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : বনূ খুদ্রার এক ব্যক্তি এবং বনূ আম্র ইবন আওফ গোত্রের এক ব্যক্তির তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ সম্পর্কে বিতর্ক হয়। খুদরা গোত্রের লোকটি বলল : এ হচ্ছে মসজিদে নববী। অপরজন বলল : এ হচ্ছে কুবা মসজিদ। পরে তারা উভয়ই এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর কাছে গেল। তখন তিনি বললেন : এটি হল এ-ই অর্থাৎ মসজিদে নববী। এতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ।[১]

---

১. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ط فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ○

'যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, সেটিই আপনার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে। আর আল্লাহর পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন" (সূরা তওবা ৯ : ১০৮)। এই আয়াতটিতে উল্লেখিত মসজিদটি সম্পর্কে অধিকাংশ আলিম বলেন, এটি হল কুবা মসজিদ। এই কুবা পল্লীতেই হিজরতের পর রাসূল ﷺ প্রথম এসে উঠেছিলেন। কেউ কেউ বলেন : এটি হল মসজিদে নববী। তবে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, উভয় মসজিদই এই আয়াতের মর্মের অন্তর্গত। কেননা উভয়টিই তাকওয়ার উপর স্থাপিত।

قَالَ اَبُوْ عِيسٰى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَاَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَحْيَى الْاَسْلَمِيِّ، فَقَالَ : لَمْ يَكُنْ بِهٖ بَاْسٌ، وَاَخُوْهُ اُنَيْسُ بْنُ اَبِىْ يَحْيَى اَثْبَتُ مِنْهُ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবূ বাক্‌র বর্ণনা করেন যে, আলী ইবন আব্‌দিল্লাহ বলেছেন : রাবী মুহাম্মাদ ইবন আবী ইয়াহইয়া আসলামী সম্পর্কে আমি ইয়াহইয়া ইবন সাঈদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন : তাঁর ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। তাঁর ভ্রাতা উনায়স ইবন আবী ইয়াহইয়া তাঁর তুলনায় অধিক শ্রুতিধর ও আস্থাভাজন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

অনুচ্ছেদ : কুবা মসজিদে সালাত আদায়ের ফযীলত

٣٢٤-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُو الْاَبْرَدِ مَوْلٰى بَنِىْ خَطْمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْاَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلصَّلَاةُ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ ○

৩২৪. মুহাম্মাদ ইবনু'ল আলা আবূ কুরায়ব ও সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (র)....বনূ খাত্‌মা-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস আবুল আব্‌রাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী উসায়দ ইবন যুহায়র আল-আনসারী (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কুবা মসজিদে সালাত আদায় করা উমরা আদায় করার মত।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ○

قَالَ اَبُوْ عِيسٰى : حَدِيْثُ اُسَيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ○

وَلَا نَعْرِفُ لِاُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ شَيْئًا يَصِحُّ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَاَبُو الْاَبْرَدِ اِسْمُهُ زِيَادٌ مَدِيْنِىٌّ ○

এই বিষয়ে সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উসায়দ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই হাদীসটি ছাড়া উসায়দ ইবন যুহায়র (রা) থেকে সহীহ সূত্রে আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। আবূ উসামা....আব্‌দুল হামীদ ইবন জা'ফর সূত্র ব্যতীত অন্য কোনভাবেও আমরা তাঁর কোন হাদীস আছে বলে জানি না। রাবী আবুল আবরাদ-এর নাম হল যিয়াদ আল-মাদীনী।

بَابُ مَا جَاءَ فِى أَىِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ : কোন মসজিদটি শ্রেষ্ঠ

٣٢٥- حَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ
عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :
صَلاَةٌ فِى مَسْجِدِى هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ○

৩২৫. আল-আনসারী ও কুতায়বা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম কা'বা ব্যতীত অপর কোন মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করা অপেক্ষা উত্তম।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِى حَدِيْثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ إِنَّمَا ذَكَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى
عَبْدِ اللّٰهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○ وَأَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الأَغَرُّ اِسْمُهُ سَلْمَانُ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ○

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ، وَمَيْمُوْنَةَ، وَأَبِى سَعِيْدٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، وَأَبِى ذَرٍّ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : কুতায়বা তাঁর সনদে উবায়দুল্লাহর নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি যায়দ ইবন রাবাহ....আবূ আব্দিল্লাহ আল-আগার্‌র....আবূ হুরায়রা (রা) এই সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ। আবূ আব্দিল্লাহ আল -আগার্‌র-এর নাম হল সালমান।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আলী, মায়মূনা, আবূ সাঈদ, জুবায়র ইবনে মুত'ইম, ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবনুয্-যুবায়র ও আবূ যর্‌ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِى
سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ،
وَمَسْجِدِى هٰذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصٰى ○

৩২৬. ইবন আবী উমর (র)....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা এই তিন মসজিদ ব্যতীত আর কোন স্থানের উদ্দেশ্যে তোমরা সফর করবে না।[১]

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمَشْىِ اِلَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে হেঁটে আসা

٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلٰكِنِ ائْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُوْنَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا○

৩২৭. মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল মালিক ইবন আবিশ্-শাওয়ারিব (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : সালাতের ইকামত হলে তোমরা (তাড়াহুড়া করে) দৌড়াতে দৌড়াতে আসবে না, বরং সেদিকে হেঁটে আসবে। তোমাদের ধীরস্থির হওয়া উচিত। জামাআতের সাথে সালাতের যতটুকু পাবে, আদায় করে নিবে। আর যতটুকু ফওত হয়ে গেল তা (সালামের পর) পূরণ করে নিবে।

وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ، وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، وَاَبِىْ سَعِيْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ، وَاَنَسٍ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : اِخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْمَشْىِ اِلَى الْمَسْجِدِ : فَمِنْهُمْ مَنْ رَاَى الْاِسْرَاعَ اِذَا خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى حَتّٰى ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ : اَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ اِلَى الصَّلاَةِ○

وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْاِسْرَاعَ وَاخْتَارَ اَنْ يَّمْشِىَ عَلٰى تُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ○ وَبِهِ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ، وَقَالاَ الْعَمَلُ عَلٰى حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

قَالَ اِسْحٰقُ : اِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى فَلاَ بَاْسَ اَنْ يُّسْرِعَ فِى الْمَشْىِ○

এই বিষয়ে আবূ কাতাদা, উবাই ইবন কা'ব, আবূ সাঈদ, যায়দ ইবন সাবিত, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

১. এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত বাকী সমস্ত মসজিদে সালাত আদায়ের ফযীলত একই, সুতরাং এই তিনটি ছাড়া সালাতের ফযীলত হাসিলের জন্য অপরাপর মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করায় কোন ফায়দা নেই।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : মসজিদে হেঁটে আসার বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : তাকবীরে ঊলা ফওত হওয়ার আশংকা হলে দ্রুত পায়ে এসে সালাত ধরবে। এমনকি কোন কোন আলিম বলেন : এই অবস্থায় দৌড়ে এসেও সালাতে শরীক হবে।

তবে কোন কোন আলিম সালাতে দৌড়ে আসা পসন্দনীয় বলে মত দেন নি। তাঁরা বলেন : ধীর-স্থির ও সম্ভ্রমের সাথে মসজিদে হেঁটে আসবে। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস অনুসারে আমল করা হবে।

ইমাম ইসহাক (র) অবশ্য বলেন : তাকবীরে ঊলা ফওত হওয়ার আশংকা হলে দ্রুত হাঁটায় কোন দোষ নেই।

٣٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ ○

৩২৮. হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)....সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব-এর বরাতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আবূ সালামা....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রের অনুরূপ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

هٰكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ○

আবদুর রাযযাক (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইয়াযীদ ইবন যুরাই' বর্ণিত রিওয়ায়াতটির (৩২৬ নং) তুলনায় এই রিওয়ায়াতটি অধিক সাহীহ।

٣٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ○

৩২৯. ইবন আবী উমর (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلٰوةِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে বসে থাকা এবং সালাতের অপেক্ষা করার ফযীলত

٣٣٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَادَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلاَتَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي الْمَسْجِدِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، مَالَمْ يُحْدِثْ○ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَمَا الْحَدَثُ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ ○

৩৩০. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ সালাতেই রত আছ বলে গণ্য হবে। কেউ মসজিদে

বসে থাকলে হাদাস (উযূ নষ্ট) না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশ্তারা দু'আ করতে থাকেন : হে আল্লাহ্ ! তাকে মাফ করে দিন, হে আল্লাহ্ ! তাকে রহম করুন।

হাযরামাওতের অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি তখন বলল : হে আবূ হুরায়রা, হাদাস কি ? তিনি বললেন : অশব্দে বা সশব্দে বায়ু নির্গমন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِىْ سَعِيْدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ○

এই বিষয়ে আলী, আবূ সাঈদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ও সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ : চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করা

٣٣١— حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ○

৩৩১. কুতায়বা (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ খুমরা বা চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করতেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ، وَابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ، وَعَائِشَةَ، وَمَيْمُوْنَةَ وَأُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ وَلَمْ تَسْمَعْ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَأُمِّ سَلَمَةَ ○

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

وَبِهِ يَقُوْلُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ○ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ : قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ الصَّلَاةُ عَلَى الْخُمْرَةِ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَالْخُمْرَةُ هُوَ حَصِيْرٌ قَصِيْرٌ ○

এই বিষয়ে উম্মু হাবীবা, ইবন উমর, উম্মু সুলায়ম, আয়েশা, মায়মূনা, উম্মু কুলসুম বিন্ত আবী সালামা ইবন আব্দিল আসাদ ও উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তবে উম্মু কুলসুম (র) রাসূল ﷺ থেকে সরাসরি কোন হাদীস শোনেন নি।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণের অনেকেই এই হাদীস অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) বলেন : রাসূল ﷺ চাটাই-এর উপর সালাত পড়েছেন বলে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : 'খুমরা' অর্থ হল ছোট চাটাই।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

অনুচ্ছেদ : হাসীর বা বড় চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করা

٣٣٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى حَصِيْرٍ ۞

৩৩২. নাস্‌র ইবন আলী (র)....আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হাসীর বা বড় চাটাই-এর উপর সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ، وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ۞

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ۞

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ ۞ اِلَّا اَنَّ قَوْمًا مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اِخْتَارُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْاَرْضِ اِسْتِحْبَابًا ۞

وَاَبُوْ سُفْيَانَ اِسْمُهُ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ۞

এই বিষয়ে আনাস এবং মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ এই মত গ্রহণ করেছেন। তবে এক দল আলিম যমীনের উপর সালাত আদায় করা মুস্তাহাব বলে মত পোষণ করেন।

রাবী আবূ সুফইয়ান (র)-এর নাম হল তালহা ইবন নাফি'।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْبُسُطِ

অনুচ্ছেদ : বিছানার উপর সালাত আদায় করা

٣٣٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَالِطُنَا حَتّٰى اِنْ كَانَ يَقُوْلُ لِاَخٍ لِىْ صَغِيْرٍ : يَا اَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

قَالَ : وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا فَصَلّٰى عَلَيْهِ ۞

৩৩৩. হান্নাদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদের সঙ্গে খুবই মিশতেন। এমনকি আমার এক ছোট্ট ভাইকে তিনি (কৌতুক করে) বলতেন : হে আবূ উমায়র ! তোমার নুগায়র পাখির কি হল ?[১]

আনাস (রা) আরও বলেন : একদিন আমাদের একটি বিছানা তাঁর জন্য পেতে দেয়া হল। তখন তিনি এর উপর সালাত আদায় করেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : لَمْ يَرَوْا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبِسَاطِ وَالطُّنْفُسَةِ بَأْسًا ○ وَبِهٖ يَقُوْلُ اَحْمَدُ، وَاِسْحٰقُ ○

وَاِسْمُ اَبِى التَّيَّاحِ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী এবং তৎপরবর্তী ফকীহ ও আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বিছানা ও ডোরাকাটা চাদরে সালাত আদায়ে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

রাবী আবুত্-তায়্যাহ-এর নাম হল ইযাযীদ ইবন হুমায়দ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ فِى الْحِيْطَانِ
অনুচ্ছেদ : বাগানে সালাত আদায় করা

٣٣٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلٰوةَ فِى الْحِيْطَانِ ○

৩৩৪. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ উদ্যানের ভিতর (নফল) সালাত আদায় করতে পসন্দ করতেন।

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ : يَعْنِى الْبَسَاتِيْنَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ مُعَاذٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ؛ لَانَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ ○ وَالْحَسَنُ بْنُ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ ○

---

১. হযরত আনাস (রা)-এর ভাই আবূ উমায়র একটি পাখি পুষতেন। সেটি মারা গেলে রাসূল ﷺ তাকে ছড়া কেটে বলতেন :
يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

وَاَبُو الزُّبَيْرِ اِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ ○ وَاَبُو الطُّفَيْلِ اِسْمُهُ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ ○

আবূ দাঊদ (র) বলেন : হাদীসোক্ত শব্দ الحيطان অর্থ বাগান।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : মু'আয (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। হাসান ইবন আবী জা'ফর ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) প্রমুখ হাদীস বিশারদ হাসান ইবন আবী জা'ফর (র)-কে যঈফ বলে চিহ্নিত করেছেন।

রাবী আবুয্-যুবায়র-এর নাম হল মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন তাদরুস। আর আবুত-তুফায়লের নাম হল আমির ইবন ওয়াসিলা।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ

অনুচ্ছেদ : মুসল্লীর সুত্রা গ্রহণ

٣٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلاَيُبَالِىْ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ ○

৩৩৫. কুতায়বা ও হান্নাদ (র)....তাল্হা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : উটের পিঠের কাষ্ঠাসনের অনুরূপ কিছু যদি মুসল্লীর সামনে থাকে, তবে এর বাইর দিয়ে কারো যাতায়াতে পরওয়া করার কিছু নেই।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِىِّ، وَاَبِىْ جُحَيْفَةَ وَعَائِشَةَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ طَلْحَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَقَالُوْا : سُتْرَةُ الْاِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, সাহল ইবন আবী হাসমা, ইবন উমর, সাব্রা ইবন মা'বাদ আল-জুহানী, আবূ জুহায়ফা ও আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : তালহা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেন। তারা বলেন : ইমামের সুত্রা মুক্তাদীর সুত্রা বলেও গণ্য হবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

অনুচ্ছেদ : মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা নিন্দনীয়

٣٣٦ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ فَقَالَ أَبُوْ جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ○ قَالَ أَبُوْ النَّضْرِ : لَا أَدْرِيْ قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ○

৩৩৬. ইসহাক ইবন মূসা আল-আনসারী (র)....বুসর ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে আবূ জুহায়ম (রা) কি জেনেছেন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁর কাছে যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) জনৈক ব্যক্তিকে পাঠান। আবূ জুহায়ম (রা) বললেন : মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানত যে, এতে কি শাস্তি নিহিত, তাহলে মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করার চেয়ে 'চল্লিশ' বছর দাঁড়িয়ে থাকাও তার জন্য ভাল (মনে) হতো।

রাবী আবুন-নাযর বলেন : তিনি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছেন তা আমি জানি না।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ أَبِيْ جُهَيْمٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : كَرِهُوا الْمُرُوْرَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ذٰلِكَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ ○

وَاسْمُ أَبِي النَّضْرِ سَالِمٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَدِيْنِيُّ ○

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ হুরায়রা, ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ জুহায়ম (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন : সালাতরত কোন ভাইয়ের সামনে দিয়ে যাতায়াত করা পক্ষা একশ বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হলেও তা উত্তম।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা নিন্দনীয় বলে তাঁরা ভমত দিয়েছেন। তবে এই কারণে সালাতরত ব্যক্তির সালাত নষ্ট হবে না বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ : لَايَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ : কোন বিষয়ই মুসল্লীর সালাত বিনষ্ট করতে পারে না[১]

٣٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيْفَ الْفَضْلِ عَلٰى اَتَانٍ فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ بِمِنًى، قَالَ : فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ ○

৩৩৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দিল মালিক ইবন আবিশ্ শাওয়ারিব (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নি বলেন : আমি একদিন ফয্লের পিছনে একটি মাদী গর্দভের উপর আরোহণ করে (মিনায়) আসলাম। রাসূল ﷺ তখন তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মিনায় সালাত আদায় করছিলেন। আমরা গর্দভটি থেকে নামলাম এবং সালাতের কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। গর্দভটি মুসল্লীদের সামনে দিয়ে চলে গেল কিন্তু এতে তাদের কারো সালাত নষ্ট হয়নি।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَاِبْنِ عُمَرَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ: قَالُوْا لَايَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ، وَالشَّافِعِىُّ ○

এই বিষয়ে আয়েশা, ফযল ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী ও তাবিঈ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন : কোন জিনিসই সালাত বিনষ্ট করতে পারে না। ইমাম সুফইয়ান সাওরী ও শাফিঈ (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

---

১. অর্থাৎ অন্য কারো কোন কাজের কারণে সালাতরত ব্যক্তির সালাত বিনষ্ট হয় না।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ اِلاَّ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْاَةُ

অনুচ্ছেদ : কুকুর, গাধা ও মহিলা ছাড়া আর কেউ সালাত বিনষ্ট করতে পারে না[১]

٣٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَاٰخِرَةِ الرَّحْلِ، اَوْكَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ : قَطَعَ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ الاَسْوَدُ وَالْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ ○ فَقُلْتُ لِاَبِىْ ذَرٍّ : مَابَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الاَحْمَرِ مِنَ الاَبْيَضِ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ اَخِىْ ! سَاَلْتَنِىْ كَمَا سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : اَلْكَلْبُ الاَسْوَدُ شَيْطَانٌ ○

৩৩৮. আহমদ ইবন মানী (র)....আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাত আদায়ের সময় যদি মুসল্লীর সামনে উটের পিঠের কাষ্ঠাসনের মত কিছু না থাকে তবে কাল কুকুর, স্ত্রীলোক এবং গর্দভ সালাত বিনষ্ট করে দিবে।[১]

আব্দুল্লাহ ইবন সামিত (র) বলেন : আমি আবূ যর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : লাল বা সাদা কুকুর বাদ দিয়ে কাল কুকুরের কথা উল্লেখ করার বিষয় কি ? তিনি বললেন : হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যেমন আমাকে প্রশ্ন করছ, আমিও তেমনি রাসূল ﷺ-কে এ প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন : কাল কুকুর হল শয়তান।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ، وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَاَنَسٍ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ ذَرٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلَيْهِ، قَالُوْا : يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْاَةُ وَالْكَلْبُ الاَسْوَدُ○ قَالَ اَحْمَدُ : اَلَّذِىْ لاَ اَشُكُّ فِيْهِ : اَنَّ الْكَلْبَ الاَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، وَفِىْ نَفْسِىْ مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْاَةِ شَىْءٌ ○

قَالَ اِسْحٰقُ : لاَيَقْطَعُهَا شَىْءٌ اِلاَّ الْكَلْبُ الاَسْوَدُ ○

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, হাকাম ইবন আমর আল-গিফারী, আবূ হুরায়রা এবং আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ যর (র) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমদের কেউ কেউ এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : গাধা, স্ত্রীলোক ও কাল কুকুর সালাত বিনষ্ট করে দেয়। ইমাম আহমদ (র) বলেন : কাল কুকুর সালাত বিনষ্ট করে, এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তবে গর্দভ ও স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আমার প্রশ্ন রয়েছে।

ইমাম ইসহাক (র) বলেন : কাল কুকুর ছাড়া আর কিছুই সালাত বিনষ্ট করে না।

---

১. অর্থাৎ সামনে দিয়ে এগুলো যাতায়াত করলে সালাতের মনোযোগ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ : এক কাপড়ে সালাত আদায় করা

٣٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ : اَنَّهُ رَاى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلاً فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ ○

৩৩৯. কুতায়বা (র)....উমর ইবন আবী সালামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে এক কাপড়ে উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ، وَاَنَسٍ، وَعَمْرِو بْنِ اَبِىْ اَسِيْدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَكَيْسَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَاُمِّ هَانِىٍّ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَطَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوْا : لاَ بَاْسَ بِالصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ○

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ : يُصَلِّى الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبَيْنِ ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, জাবির, সালামা ইবনুল আক্ওয়া, আনাস, আমর ইবন আবী আসীদ, উবাদা ইবনুস সামিত, আবূ সাঈদ, কায়সান, ইবন আব্বাস, আয়েশা, উম্মু হানী, আম্মার ইবন ইয়াসির এবং তাল্ক ইবন আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উমর ইবন আবী সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী, তৎপরবর্তী তাবিঈ ও আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন : এক কাপড়ে সালাত আদায় করায় কোন দোষ নেই।

আলিমদের কেউ কেউ বলেন : মুসল্লীকে দুই কাপড়ে সালাত আদায় করতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِبْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ

অনুচ্ছেদ : কিবলার শুরু

٣٤٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ صَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ

أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ○ فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذٰلِكَ، فَصَلَّى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ : هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ قَالَ : فَانْحَرَفُوْا وَهُمْ رُكُوعٌ ○

৩৪০. হান্নাদ (র)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর মদীনা আগমনের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে তিনি ষোল কি সতের মাস সালাত আদায় করেন। কিন্তু কা'বার দিকে ফিরে সালাত আদায় করার প্রতিই ছিল তাঁর আকর্ষণ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ○

"আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকান আমি অবশ্য লক্ষ্য করি; সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পসন্দ কর। অতএব তুমি মাসজিদুল হারাম (কা'বা)-এর দিকে মুখ ফিরাও।"

[সূরা বাকারা ২ : ১৪৪]

অনন্তর তিনি বায়তুল্লাহর (কা'বার) দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন। আর সেটিই তিনি ভালবাসতেন।

জনৈক সাহাবী রাসূল ﷺ-এর সাথে আসরের সালাত আদায় করে একদল আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে আসরের সালাতে রুকূ করছিলেন। ঐ সাহাবী সাক্ষ্যদান করে বললেন যে, তিনি এইমাত্র রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করে এসেছেন। রাসূল ﷺ-কে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কথা শুনে রুকূ অবস্থায়ই তারা কা'বার দিকে ফিরে গেলেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ أَوْسٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىِّ، وَأَنَسٍ○

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَحَدِيْثُ الْبَرَاءِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ○

এই বিষয়ে ইবন উমর, ইবন আব্বাস, উমারা ইবন আওস, আম্র ইবন আওফ আল-মুযানী ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন : বারা বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। সুফইয়ান সাওরীও আবূ ইসহাক (র) থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٤١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانُوْا رُكُوعًا فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ○

৩৪১. হান্নাদ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : তারা তখন ফজরের সালাতে রুকূরত ছিলেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

অনুচ্ছেদ : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্‌লা

٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ○

৩৪২. মুহাম্মদ ইবন আবী মা'শার (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্‌লা।[১]

٣٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ مَعْشَرٍ : مِثْلَهُ ○

৩৪৩. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র)....মুহাম্মাদ ইবন আবী মা'শার (র) সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَدْ رُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ○

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ اَبِىْ مَعْشَرٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَاسْمُهُ نَجِيْحٌ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ○

قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا اَرْوِىْ عَنْهُ شَيْئًا، وَقَدْ رَوٰى عَنْهُ النَّاسُ ○ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِىِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَخْنَسِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَقْوٰى مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ مَعْشَرٍ وَاَصَحُّ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

হাদীস বিশারদগণের কেউ কেউ রাবী আবূ মা'শারের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। তাঁর নাম হল নাজীহ। তিনি বনূ হাশিমের মাওলা বা আযাদকৃত দাস ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন : তাঁর বরাতে আমি কোন কিছু বর্ণনা করি না। তবে অন্যান্য লোকেরা তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি আরও বলেন : আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর আল-মাখরামী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি আবূ মা'শার-এর হাদীসের তুলনায় (সনদের দিক থেকে) অধিক শক্তিশালী ও সহীহ।

---

১. যে সমস্ত অঞ্চল মক্কার উত্তরে বা দক্ষিণে অবস্থিত, এ কথাটি সে সব অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মদীনা মক্কার উত্তরে, সেদিকে খেয়াল করেই রাসূল ﷺ এই কথা বলেছিলেন।

٣٤٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ○

৩৪৪. হাসান ইবন আবী বাকর আল-মারওয়াযী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্‌লা।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَإِنَّمَا قِيلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، لأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ○

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَ الْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ ○

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ : هٰذَا لأَهْلِ الْمَشْرِقِ ○ وَاخْتَارَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ التَّيَاسُرَ لأَهْلِ مَرْوٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা)-এর বংশের সন্তান বলে আবদুল্লাহ্ ইবন জা'ফরকে আল-মাখরামী বলা হয়।

উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবন আবী তালিব, ইবন আব্বাস (রা) সহ একাধিক সাহাবী থেকে এই কথা বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্‌লা।

ইবন উমর (রা) বলেন : কিবলামুখী হওয়ার সময় পশ্চিম যদি আপনার ডানপার্শ্বে আর পূর্ব যদি আপনার বাম পার্শ্বে হয়, তবে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে হল আপনার কিব্‌লা।

ইবন মুবারক (র) বলেন : পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে হল কিব্‌লা। আর একথা আহলে মাশ্‌রিক অর্থাৎ ইরাকবাসীদের বেলায় প্রযোজ্য। মারভবাসীদের বেলায় কিছুটা বামদিকে ঘুরে কিব্‌লা নির্ধারণ করতে তিনি মত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْغَيْمِ

অনুচ্ছেদ : মেঘের কারণে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করা

٣٤٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ

اَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ. فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَ : فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ○

৩৪৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আমির ইবন রাবীআ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : এক আঁধার রাতে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। কিব্‌লা কোনদিকে তা আমাদের জানা ছিল না। তাই আমরা যে যেদিকে পারলাম সালাত আদায় করে নিলাম। সকালে রাসূল ﷺ-কে এই কথা জানালে তখন নাযিল হয় :

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ○

"যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহর দিক।" [সূরা বাকারা, ২ : ১১৫]

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَاكَ، لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اَشْعَثَ السَّمَّانِ ○ وَاَشْعَثُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُو الرَّبِيْعِ السَّمَّانُ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ ○

وَقَدْ ذَهَبَ اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلٰى هٰذَا ○ قَالُوْا اِذَا صَلّٰى فِى الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا صَلّٰى اَنَّهُ صَلّٰى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاِنَّ صَلاَتَهُ جَائِزَةٌ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটির সনদ শক্তিশালী নয়। আশআস আস্-সাম্মান ব্যতীত আর কারও সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। আশআস ইবন সাঈদ আবুর-রাবী' আস্-সাম্মান হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল।

অধিকাংশ আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। মেঘের কারণে কেউ যদি অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করার পর জানতে পারে যে, সে কিব্‌লা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করেছে, তবে তার সালাত হয়ে যাবে। ইমাম সুফইয়ান সাওরী [আবূ হানীফা], ইবন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلّٰى اِلَيْهِ وَفِيْهِ

অনুচ্ছেদ : কোথায় কোথায় এবং কিসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা নিষেধ

٣٤٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّصَلّٰى فِىْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِى الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَفِى الْحَمَّامِ، وَفِىْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ ○

৩৪৬. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ সাত জায়গায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন : ময়লা ফেলার স্থানে, যবেহ করার স্থানে, কবরগাহে, চলাচলের পথে, হাম্মামখানায়, উটশালায় এবং বায়তুল্লাহ শরীফের ছাদে।

٣٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ○

৩৪৭. আলী ইবন হুজর (র)....ইবন উমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ ○

وَأَبُو مَرْثَدٍ : اِسْمُهُ كَنَّازُ بْنُ حُصَيْنٍ ○

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ○

قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَزَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْكُوفِيُّ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ ○ وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مِثْلَهُ ○

وَحَدِيثُ دَاوُدَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ○ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ○

এই বিষয়ে আবূ মারসাদ, জাবির ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

সাহাবী আবূ মারসাদ (রা)-এর নাম হল কান্নায ইবনুল হুসায়ন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। রাবী যায়দ ইবন জাবীরার স্মরণশক্তির সমালোচনা হয়েছে।

লায়স ইবন সা'দ (র) ও আবদুল্লাহ ইবন উমর আল-উমারী (র)....নাফি....ইবন উমর (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

যায়দ ইবন জাবীরার সূত্রে বর্ণিত ইবন উমর (রা)-এর হাদীসটি লায়স ইবন সা'দের সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিক সহীহ। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান সহ কতক হাদীস বিশারদ আবদুল্লাহ ইবন উমর আল-উমারীকে স্মরণশক্তির দিক দিয়ে দুর্বল বলে অভিমত দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلوٰةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ : উট ও ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করা

٣٤٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ○

৩৪৮. আবূ কুরায়ব (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : ছাগল রাখার ঘরে সালাত আদায় করতে পার, তবে উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করবে না।

٣٤٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : بِمِثْلِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ ○

৩৪৯. আবূ কুরায়ব (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِىِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

وَحَدِيْثُ أَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ○ وَرَوَاهُ إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ مَوْقُوْفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ ○

وَاسْمُ أَبِىْ حَصِيْنٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِىُّ ○

এই বিষয়ে জাবির ইবন সামুরা, বারা, সাবরা ইবন মা'বাদ আল-জুহানী, আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল, ইবন উমর ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আমার উস্তাদগণ এই হাদীস অনুসারেই আমল করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবূ হাসীন....আবূ সালিহ....আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। ইসরাঈল এই হাদীসটি উক্ত সূত্রে মাওকূফ হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি এটিকে মারফূ হিসাবে রিওয়ায়াত করেন নি।

আবূ হাসীনের নাম হল উসমান ইবন আসিম আল-আসাদী।

٣٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ الضُّبَعِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ○

৩৫০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ছাগল রাখার স্থানে সালাত আদায় করতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۝

وَأَبُو التَّيَّاحِ الضُّبَعِيُّ اِسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।
রাবী আবুত্-তায়্যাহের নাম হল ইয়াযীদ ইবন হুমায়দ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلٰوةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

অনুচ্ছেদ : সওয়ারীর উপরে যেদিকে তা ফিরে সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করা

٣٥١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَيَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَعَثَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ۝ وَالسُّجُوْدُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ ۝

৩৫১. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখি তিনি তাঁর সওয়ারীর উপর পূর্বদিকে ফিরে সালাত আদায় করছেন। তিনি সিজদার সময় রুকূ অপেক্ষা বেশি ঝুঁকছিলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ۝

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۝ وَقَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اِخْتِلَافًا ۝ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا ۝

এই বিষয়ে আনাস, ইবন উমর, আবূ সাঈদ ও আমির ইবন রাবীআ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। এটি একাধিক সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

সাধারণভাবে আলিম ও ফকীহগণ এই হাদীস অনুসারেই আমল করেছেন। এই বিষয়ে তাঁদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। সওয়ারীর উপর নফল সালাত কিবলা বা অন্য কোনদিকে ফিরে আদায় করায় কোন ত্রুটি আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلٰوةِ إِلَى الرَّحِلَةِ

অনুচ্ছেদ : সওয়ারী সামনে রেখে সালাত আদায় করা

٣٥٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ أَوْ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ ○

৩৫২. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ তার উটটিকে বা সওয়ারীটিকে সামনে রেখে সালাত আদায় করেছেন। আর তিনি সওয়ারী যেদিকে ফিরছে সেদিকে ফিরে তার উপরেও সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ بِالصَّلاَةِ إِلَى الْبَعِيرِ بَأْسًا أَنْ يَّسْتَتِرَ بِهِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উট (বা এই জাতীয় কিছু)-কে সুতরা হিসাবে সামনে রেখে সালাত আদায় করায় কোন অসুবিধা আছে বলে তাঁরা মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ ○

অনুচ্ছেদ : যদি রাতের খানা হাযির হয়ে পড়ে আর এদিকে সালাতের ইকামাত হয়ে যায়, তবে আগে খানা খেয়ে নিবে

٣٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ ○

৩৫৩. কুতায়বা (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেন : রাতের খানা যদি হাযির হয়ে পড়ে আর এদিকে সালাতের ইকামাত হয়ে যায়, তবে আগে খানা খেয়ে নিবে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَأُمِّ سَلَمَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ، يَقُوْلاَنِ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ فِى الْجَمَاعَةِ قَالَ أَبُوْ عِيسَى : سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُوْلُ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ : يَبْدَءُ بِالْعَشَاءِ إِذَا كَانَ طَعَامًا يُخَافُ فَسَادُهُ ○

وَالَّذِىْ ذَهَبَ اِلَيْهِ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ اَشْبَهُ بِالْاِتِّبَاعِ ○ وَاَرَادُوْا اَنْ لَّايَقُوْمَ الرَّجُلُ اِلَى الصَّلَاةِ وَقَلْبُهُ مَشْغُوْلٌ بِسَبَبِ شَىْءٍ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ : لَانَقُوْمُ اِلَى الصَّلَاةِ وَفِىْ اَنْفُسِنَا شَىْءٌ ○

এই বিষয়ে আয়েশা, ইবন উমর, সালামা ইবনুল আকওয়া এবং উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবূ বাকর, উমর ও ইবন উমর (রা) সহ সাহাবীগণের কেউ কেউ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ...াম আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন : জামাআত ফওত হওয়ার আশংকা ...নও আগে আহার করে নিবে। জারূদ (র) বলেন : আমি ওয়াকী (র)-কে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি যে, ...া বিনষ্ট হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিলে আগে আহার করবে।

কতক সাহাবী ও অপরাপর কতিপয় আলিম এই বিষয়ে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার অনুসরণ করাই ...য়তর। তাঁদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, অন্য কোন বিষয়ে মন মশগুল রেখে কেউ যেন সালাতে না দাঁড়ায়।

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : মনে কোন চিন্তা বা ব্যস্ততা রেখে আমরা সালাতে ...াই না।

٣٥٤- وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ قَالَ : وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ ○

قَالَ : حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ○

৩৫৪. ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যদি রাতের খানা সামনে দিয়ে ...ওয়া হয় আর এদিকে সালাত দাঁড়িয়ে যায়, তবে আগে আহার করে নিবে।

হান্নাদ (র)....নাফি (র) থেকে বর্ণনা করেন যে (একদিন এমন হয়েছিল যে,) ইবন উমর (রা) আহার ...রছিলেন আর তখন তিনি ইমামের কিরাআত শুনছিলেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ النُّعَاسِ

অনুচ্ছেদ : তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় করা

٣٥٥ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَيُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ يَنْعَسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ○

৩৫৫. হারূন ইবন ইসহাক আল-হামদানী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতের সময় তন্দ্রা এলে[১] ঘুমিয়ে নিবে যাতে নিদ্রার প্রকোপ দূরীভূত হয়ে যায়। কেননা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সালাত আদায় করতে থাকলে এমন হতে পারে যে, মাগফিরাত চাইতে গিয়ে নিজেকে মালামত করে বসবে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ، وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

এই বিষয়ে আনাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ زَارَ قَوْمًا لاَ يُصَلِّىْ بِهِمْ

অনুচ্ছেদ : কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করতে গেলে তাদের সালাতে যেন ইমামতি না করে

٣٥٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَهَنَّادٌ قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبَانَ بْنِ يَزِيْدَ الْعَطَّارِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِىِّ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا فِىْ مُصَلاَّنَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ : تَقَدَّمْ، فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتّٰى اُحَدِّثَكُمْ لِمَ لاَ اَتَقَدَّمُ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ ○

৩৫৬. মাহমূদ ইবন গায়লান ও হান্নাদ (র)....বনূ উকায়লের জনৈক ব্যক্তি আবূ আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (রা) আমাদের মসজিদে আলাপ-আলোচনা করতে আসতেন। একদিন তাঁর উপস্থিতিতে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে আমরা তাঁকে সামনে গিয়ে ইমামতি করতে অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ ইমামতি করুক। আমি কেন ইমামতি করছি না তা তোমাদের বলছি : রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কেউ যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করতে যায়, তবে সে যেন তাদের ইমামতি না করে, বরং ঐ সম্প্রদায়ের কেউ যেন ইমামতি করে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوْا : صَاحِبُ الْمَنْزِلِ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ مِنَ الزَّائِرِ ○ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ : اِذَا اَذِنَ لَهُ فَلاَ بَاْسَ اَنْ يُّصَلِّىَ بِهِ

১. রাতের নফলের ক্ষেত্রে।

وَقَالَ إِسْحٰقُ بِحَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَشَدَّدَ فِى أَنْ لاَّيُصَلِّىَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ ○ قَالَ : وَكَذٰلِكَ فِى الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّىْ بِهِمْ فِى الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ، يَقُوْلُ : لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী এবং অপরাপর আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন : সাক্ষাতকারী অপেক্ষা বাড়ির কর্তা ইমামতির অধিক হকদার। কতক আলিম বলেন : বাড়ির কর্তা যদি অনুমতি দেন তবে ইমামতি করায় কোন দোষ নেই।

ইমাম ইসহাক (র) মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস (রা) বর্ণিত হাদীসটির উপর কঠোরভাবে আমল করেন। তিনি বলেন : বাড়ির কর্তা যদি অনুমতিও দেন, তবুও কেউ এ ক্ষেত্রে ইমামতি করবে না। এমনিভাবে বাইরের কেউ যদি কোন সম্প্রদায়ে বা মহল্লার মসজিদে আসে, তবে সে মসজিদের সালাতে ইমামতি করবে না, বরং ঐ সম্প্রদায়েরই একজন ইমামতি করবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَّخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ : কেবলমাত্র নিজের জন্য দু'আ করা ইমামের জন্য মাকরূহ

٣٥٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِىْ حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِامْرِىءٍ أَنْ يَّنْظُرَ فِىْ جَوْفِ بَيْتِ امْرِىءٍ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَقُوْمُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ ○

৩৫৭. আলী ইবনে হুজ্‌র (র)....সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : অনুমতি ব্যতীত কারো ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। কেউ যদি কারো ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করে, তবে তো সে তাতে প্রবেশই করে ফেলল। কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে দু'আর বেলায় তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দু'আ করবে না। এরূপ করলে তাদের সাথে খিয়ানত করা হবে। পেশাব-পায়খানার বেগরুদ্ধ করা অবস্থায় কেউ সালাতে দাঁড়াবে না।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ أُمَامَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ثَوْبَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ○ وَرُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ○ كَانَ حَدِيْثُ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ فِىْ هٰذَا اَجْوَدُ اِسْنَادًا وَاَشْهَرُ ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আবূ উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

এই হাদীসটি মুআবিয়া ইবন সালিহ....সাফ্‌র ইবন নুসায়র....ইয়াযীদ ইবন শুরায়হ....আবূ উমামা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। ইয়াযীদ ইবন শুরায়হ....আবূ হাই আল-মুআয্‌যিন....সাওবান (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক থেকে অধিক উত্তম ও প্রসিদ্ধ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

অনুচ্ছেদ : মুসল্লীদের অসন্তুষ্টিতে যদি কেউ ইমামতি করে

٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْاَسَدِىُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةً : رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ ○

৩৫৮. আব্‌দুল আ'লা ইবন ওয়াসিল ইবন আবদুল আলা আল-কূফী (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ তিন ব্যক্তিকে লা'নত করেছেন : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করছে অথচ তারা তার উপর সন্তুষ্ট নয়, যে মহিলা এমনভাবে তার রাত অতিবাহিত করে যে, স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট নয় এবং যে ব্যক্তি حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ (কল্যাণের দিকে আস), আযানের এই ডাক শোনার পরও সালাতে হাযির হয় না।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، وَطَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَبِىْ اُمَامَةَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَنَسٍ لَا يَصِحُّ، لِاَنَّهُ قَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلٌ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ ○

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، فَاِذَا كَانَ الْاِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَاِنَّمَا الْاِثْمُ عَلٰى مَنْ كَرِهَهُ ○

وَقَالَ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ فِىْ هٰذَا : اِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ اَوْ اِثْنَانِ اَوْ ثَلاَثَةٌ فَلاَبَاْسَ اَنْ يُّصَلِّىْ بِهِمْ، حَتّٰى يَكْرَهَهُ اَكْثَرُ الْقَوْمِ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, তাল্‌হা, আব্‌দুল্লাহ ইবন আমর এবং আবূ উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি সহীহ্ নয়। এই হাদীসটি হাসানের সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : (৩৫৫ নং হাদীসটির) রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিমকে আহমদ ইবন হাম্বল (র) সমালোচনা করেছেন এবং তাঁকে যঈফ বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবন কাসিম তেমন স্মরণশক্তিসম্পন্ন নন।

মুসল্লীদের অসন্তুষ্টিতে তাদের ইমামতি করা আলিমগণ মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম যদি যালিম বা অপরাধী না হন, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাকে অপসন্দ করবে তার উপরই গুনাহ্ বর্তাবে।

এই বিষয়ে ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) বলেন : অধিকাংশ মুসল্লী অপসন্দ না করা পর্যন্ত একজন বা দুইজন বা তিনজনের অপসন্দ করা ধর্তব্যের হবে না।

٣٥٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ كَانَ يُقَالُ : اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِثْنَانِ : اِمْرَاَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ○

৩৫৯. হান্নাদ (র)....আম্‌র ইবনুল হারিস ইবন মুস্‌তালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : বলা হয়, সবচে' কঠিন আযাব হবে দুই ব্যক্তির, স্বামীর অবাধ্যা স্ত্রীর এবং এমন ইমামের যাকে মুসল্লীরা অপসন্দ করে।

قَالَ هَنَّادٌ : قَالَ جَرِيْرٌ : قَالَ مَنْصُوْرٌ : فَسَاَلْنَا عَنْ اَمْرِ الْاِمَامِ فَقِيْلَ لَنَا : اِنَّمَا عَنٰى بِهٰذَا اَئِمَّةً ظَلَمَةً، فَاَمَّا مَنْ اَقَامَ السُّنَّةَ فَاِنَّمَا الْاِثْمُ عَلٰى مَنْ كَرِهَهُ ○

রাবী মানসূর বলেন : ইমাম সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসা করলে আমাদের বলা হল : যালিম বা অন্যায়াচারী ইমামদের বেলায়ই উক্ত কথা প্রযোজ্য। কিন্তু যে ইমাম সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর ক্ষেত্রে তাঁকে অপসন্দকারী ব্যক্তির উপরই গুনাহ বর্তাবে।

٣٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَالِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَتُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ اٰذَانَهُمْ : اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ، وَاِمْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ○

৩৬০. মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল (র)....আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তিন ব্যক্তি এমন যাদের সালাত তাদের কানও অতিক্রম করে না, পলাতক গোলাম যতক্ষণ না সে (মালিকের কাছে) ফিরে আসে, এমন মহিলা যে তার স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে, এমন ইমাম মুসল্লীরা যাকে অপসন্দ করে।

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ○ وَأَبُوْ غَالِبٍ إِسْمُهُ حَزَوَّرٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সনদে হাদীসটি হাসান-গরীব। রাবী আবূ গালিবের নাম হল হাযাওওয়ার।

بَابُ مَاجَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا

অনুচ্ছেদ : ইমাম যদি বসে সালাত আদায় করে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে

٣٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ، فَصَلّٰى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوْدًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَإِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ○

৩৬১. কুতায়বা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার রাসূল ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। তখন তিনি বসে বসে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসে বসে সালাত আদায় করলাম। এরপর রাসূল ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বললেন : ইমাম করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তিনি যখন তাকবীর বলবেন তখন তোমরা তাকবীর বলবে, তিনি যখন রুকূ করবেন তোমরা তখন রুকূ করবে। তিনি যখন উঠবেন তোমরাও তখন উঠবে। তিনি যখন বলবেন : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ তখন তোমরা বলবে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . তিনি যখন সিজদা করবেন তোমরা তখন সিজদা করবে আর তিনি যখন বসে সালাত আদায় করবেন তখন তোমরাও সকলে বসে সালাত আদায় করবে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيسَى وَحَدِيْثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَّ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ، مِنْهُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمْ○ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا قِيَامًا، فَإِنْ صَلُّوْا قُعُوْدًا لَمْ تُجْزِهِمْ ○ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ ○

এই বিষয়ে আয়েশা, আবূ হুরায়রা, জাবির, ইবন উমর এবং মুআবিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনস (রা) বর্ণিত ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে রাসূল ﷺ-এর আহত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

জাবির ইবন আবদিল্লাহ, উসায়দ ইবন হুযায়র, আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখসহ কতিপয় সাহাবী এই হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কতক আলিমের অভিমত হল, ইমাম (উযরবশত) বসে সালাত আদায় করলেও তার পিছনের মুসল্লীদের দাঁড়িয়েই সালাত আদায় করতে হবে। তারা যদি (উযর ছাড়া) বসে সালাত আদায় করে তবে তা জায়েয হবে না।

ইমাম (আবূ হানীফা), সুফইয়ান সাওরী, মালিক ইবন আনাস, ইবন মুবারক এবং শাফিঈ (র)-এর অভিমত এটাই।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٣٦٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا ○

৩৬২. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : যে অসুস্থতায় রাসূল ﷺ ইন্তিকাল করেন সে অসুস্থতার সময় তিনি আবূ বাকর (রা)-এর পিছনে বসে সালাত আদায় করেছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ○ وَرُوِيَ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ وَأَبُوبَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَصَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ○ وَرُوِيَ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا ○ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ-গারীব।

আয়েশা (রা) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : ইমাম যখন বসে সালাত আদায় করবেন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। তাঁর বরাতে এ-ও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর অসুস্থতাকালে একদিন সালাতের সময় ঘর থেকে বের হলেন, তখন আবূ বাকর (রা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। রাসূল ﷺ আবূ বাকরের পার্শ্বে সালাত আদায় করলেন। লোকেরা তো ইকতিদা করছিলেন আবূ বাকরের আর আবূ বাকর ইকতিদা করছিলেন রাসূল ﷺ-এর। আয়েশা (রা)-এর বরাতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আবূ বাকর (রা)-এর পিছনে বসে সালাত আদায় করেছেন। আনাস ইবন মালিক (রা)-এর বরাতেও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আবূ বাকর (রা)-এর পিছনে বসে সালাত আদায় করেছেন।

٣٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ قَاعِدًا فِىْ ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ○

৩৬৩. আবদুল্লাহ ইবন আবী যিয়াদ (র)....আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আনাস (রা) বলেন : রাসূল ﷺ তাঁর অসুস্থতার সময় শরীরে একটি কাপড় জড়িয়ে আবূ বাকর (রা)-এর পিছনে বসে সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

قَالَ : وَهٰكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ○ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ ثَابِتٍ ○ وَمَنْ ذَكَرَ فِيْهِ عَنْ ثَابِتٍ فَهُوَ اَصَحُّ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইয়াহ্ইয়া ইবন আয়্যূব (র) ও হুমায়দ....আনাস (রা) সূত্রে এবং একাধিক রাবীও হুমায়দ....আনাস (রা) সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের সনদে হুমায়দ (র) ও আনাস (রা)-এর মাঝে সাবিত (র)-এর উল্লেখ করেননি। তবে যাঁরা উল্লেখ করেছেন, তাঁদের রিওয়ায়াতই অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِمَامِ يَنْهَضُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ : ইমাম দুই রাকআতের পর ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে

٣٦٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اِبْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ : صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِمْ فَلَمَّا صَلّٰى بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ حَدَّثَهُمْ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِىْ فَعَلَ ○

৩৬৪. আহমদ ইবন মানী (র)....শা'বী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার মুগীরা ইবন শু'বা (রা) সালাতে আমাদের ইমামতি করলেন। কিন্তু দুই রাকআতের পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুসল্লীরা তাকে সতর্ক করতে সুবহানাল্লাহ পাঠ করলেন। তিনিও তখন সুবহানাল্লাহ বললেন। সালাতশেষে তিনি বসাবস্থায় সিজদা সাহ্ও করলেন। পরে বললেন যে, তিনি এখন যেমন করলেন রাসূল ﷺ ও এই ক্ষেত্রে তাঁদের নিয়ে এমন করেছিলেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ اِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى مِنْ قِبَلِ حِفْظِهٖ ○ قَالَ اَحْمَدُ : لاَيُحْتَجُّ بِحَدِيْثِ اِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى ○ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيلَ : اِبْنُ اَبِىْ لَيْلٰى هُوَ صَدُوْقٌ، وَلاَ اَرْوِىْ عَنْهُ لِاَنَّهُ لاَيَدْرِىْ صَحِيْحَ حَدِيْثِهٖ مِنْ سَقِيْمِهٖ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هٰذَا فَلاَ اَرْوِىْ عَنْهُ شَيْئًا ○

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ○ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ○ وَجَابِرُ الْجُعْفِىُّ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ، تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ وَغَيْرُهُمَا ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ: اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا قَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مَضٰى فِىْ صَلاَتِهٖ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ : مِنْهُمْ مَنْ رَاٰى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَاٰى بَعْدَ التَّسْلِيْمِ ○ وَمَنْ رَاٰى قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَحَدِيْثُهُ اَصَحُّ، لِمَا رَوَى الزُّهْرِىُّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ○

এই বিষয়ে উক্‌বা ইবন আমির, সা'দ ও আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : মুগীরা ইবন শু'বা বর্ণিত এই হাদীসটি তাঁর থেকে একাধিক সনদে আছে।

আলিমগণ ইবন আবী লায়লার স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন : ইবন আবী লায়লার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) বলেন, ইবন আবী লায়লা সত্যবাদী (সাদূক) বটে কিন্তু আমি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করি না। কারণ তার দুর্বল ও সহীহ্ হাদীসগুলো আলাদা আলাদা বুঝা যায় না। আর যাদের অবস্থা এই, তাদের কোন হাদীস আমি বর্ণনা করি না।

এই হাদীসটি মুগীরা ইবন শু'বা থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। সুফইয়ান....জাবির, মুগীরা ইবন শুবাইল....কায়স, ইবন আবী হাযিম....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) সনদেও এটি বর্ণিত আছে। তবে এই সনদে উল্লেখিত রাবী জাবির আল-জু'ফীকে কতক আলিম যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ, আবদুর রহমান ইবন মাহ্দী প্রমুখ হাদীস বিশারদ তাকে বর্জন করেছেন।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন, দুই রাকআতের পর কেউ যদি (ভুলে) দাঁড়িয়ে যায় তবে সে সালাত চালিয়ে যাবে এবং শেষে সিজদা সাহ্ও করবে। কেউ কেউ বলেন : সালামের পর সিজদা সাহ্ও করবে, আর কেউ কেউ বলেন : সালামের আগেই সিজদা সাহ্ও করবে। যারা বলেন সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্ও করবে, তাদের কথা অধিকতর সঠিক। কেননা যুহরী ও ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র) আবদুর রহমান আল-আ'রাজের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ : صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهٖ مَنْ خَلْفَهُ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ قُوْمُوْا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهٖ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ○

৩৬৫. আব্দুল্লাহ ইবন আব্দির রহমান (র).... যিয়াদ ইবন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলে মুগীরা ইরন শু'বা (রা) একদিন আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। দুই রাকআতের পর তিনি না বসে দাঁড়ি গেলেন। পিছনে যারা ছিলেন তারা (তাকে সতর্ক করার জন্য) সুবহানাল্লাহ পাঠ করলেন। তিনি তাদেরকে দাঁড়া ইশারা করলেন। সালাতশেষে তিনি সালাম ফিরিয়ে সিজদা সাহ্ও করলেন এবং পরে যথারীতি সালাম ফিরি বললেন : রাসূল ﷺও এরূপ করেছিলেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا الْحَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।
এই হাদীসটি মুগীরা ইবন শু'বা (রা)....নবী ﷺ থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مِقْدَارِ الْقُعُوْدِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوْلَيَيْنِ

অনুচ্ছেদ : প্রথম দু'রাকআতের পর বসার পরিমাণ

٣٦٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ (هُوَ الطَّيَالِسِىُّ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَ سَعْدُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ مَسْعُوْدٍ) يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (اِذَا جَلَسَ) فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوْلَيَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ○ قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ حَرَّكَ سَعْدٌ شَفَتَيْهِ بِشَيْئٍ، فَاَقُوْلُ : حَتّٰى يَقُوْمَ ؟ فَيَقُوْلُ : حَتّٰى يَقُوْمَ ○

৩৬৬. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আবূ উবায়দা (র) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ প্রথম দু'রাকআতের পর যখন বসতেন তখন মনে হত তিনি যেন কোন উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন।[১]

শু'বা বলেন, অতঃপর (এই হাদীসের রাবী) সা'দ ঠোঁট নাড়িয়ে কি যেন বললেন। আমি বললাম : حتى يقوم (দাঁড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত) বলছেন ? তিনি বললেন' হ্যাঁ, حتى يقوم

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ اِلَّا اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ : يَخْتَارُوْنَ اَنْ لَّايُطِيْلَ الرَّجُلُ الْقُعُوْدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوْلَيَيْنِ، وَلَايَزِيْدَ عَلَى التَّشَهُّدِ شَيْئًا○ وَقَالُوْا : اِنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ○ هٰكَذَا رُوِىَ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَغَيْرِهِ ○

---

১. অর্থাৎ তাঁর এই বৈঠক দীর্ঘ হতো না।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান। তবে রাবী আবূ উবায়দাহ্ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে সরাসরি কোন হাদীস শোনেন নি।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : প্রথম দুই রাকআতের পর বৈঠক দীর্ঘ করবে না এবং তাশাহ্হুদের অতিরিক্ত কিছু বাড়াবে না। যদি তাশাহ্হুদের অতিরিক্ত কিছু করে, তবে তাকে সিজ্দা সাহ্ও করতে হবে। ইমাম শা'বী প্রমুখ থেকে এই ধরনের বক্তব্য বর্ণিত আছে। [ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এরও এই অভিমত]।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَشَارَةِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে ইশারা করা

٣٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ اِلَىَّ اِشَارَةً وَقَالَ : لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ : اِشَارَةً بِاَصْبَعِهِ ○

৩৬৭. কুতায়বা (র).... সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি একবার রাসূল ﷺ-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমাকে ইশারায় জওয়াব দিলেন।

রাবি লায়স ইবন সা'দ বলেন : রাসূল ﷺ আমি নিশ্চিত যে, অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করেছিলেন বলে সুহায়ব (রা) উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ بِلاَلٍ، وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَنَسٍ، وَعَائِشَةَ ○

এই বিষয়ে বিলাল, আবূ হুরায়রা, আনাস এবং আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٦٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبِلاَلٍ : كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ قَالَ : كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ ○

৩৬৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি বিলালকে বললাম, সালাতরত অবস্থায় সালাম দিলে রাসূল ﷺ কিভাবে এর জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন : তখন হাতে ইশারা করতেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ○ وَحَدِيْثُ صُهَيْبٍ حَسَنٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ بُكَيْرٍ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ : كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ؟ قَالَ : كَانَ يَرُدُّ إِشَارَةً ○

وَكِلَا الْحَدِيْثَيْنِ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ، لِأَنَّ قِصَّةَ حَدِيْثِ صُهَيْبٍ غَيْرُ قِصَّةِ حَدِيْثِ بِلَالٍ ○ وَإِنْ كَانَ اِبْنَ عُمَرَ رَوَى عَنْهُمَا فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُوْنَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيْعًا ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ। সুহায়ব (র) বর্ণিত হাদীসটি (৩৬৫ নং) হাসান। এটি লায়স ইবন বুকায়র (র)-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

যায়দ ইবন আসলাম (রা)-এর সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বনূ আমর ইবন আওফ-এর মসজিদে সালাতরত অবস্থায় রাসূল ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি কিভাবে-এর উত্তর দিয়েছিলেন ? বললেন : ইশারায় জবাব দিতেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন : বিলাল ও সুহায়ব উভয়ের হাদীস ইবন উমর (রা) রিওয়ায়াত করেছেন বটে, তবে আমার নিকট উভয় হাদীসই সহীহ। বিলাল-এর হাদীসটির প্রেক্ষাপট সুহায়ব-এর হাদীসটির প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। সম্ভবত ইবন উমর (রা) উভয়ের নিকট থেকেই হাদীস শুনেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيْحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষদের জন্য সুবহানাল্লাহ্ পাঠ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হয় হাততালি

٣٦٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ ○

৩৬৯. হান্নাদ (রা)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে হল সুবহানাল্লাহ পাঠ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হল হাততালি দেওয়া।[১]

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرٍ، وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ ○

وَقَالَ عَلِيٌّ : كُنْتُ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ سَبَّحَ

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

১. সালাতরত অবস্থায় ইমামকে কোন বিষয়ে সতর্ক করার প্রয়োজন দেখা দিলে পুরুষগণ সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলাগণ বাম হাতের পিঠে ডান হাত মেরে তালি বাজাবে।

এই বিষয়ে আলী, সাহল ইবন সা'দ, জাবির, আবূ সাঈদ এবং ইবন উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

আলী (রা) বলেন, রাসূল ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইতাম, তিনি তখন সালাতরত থাকলে সুবহানাল্লাহ পাঠ করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এতদনুসারেই আমল গ্রহণ করেছেন। (ইমাম আবূ হানীফা), আহমদ ও ইসহাকও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে হাই তোলা মাকরূহ

٣٧٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جُعَيْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلتَّثَاؤُبُ فِى الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ○

৩৭০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতে হাই তোলা শয়তান থেকে হয়। সুতরাং কারো যদি হাই আসে তবে সে যেন যথাশক্তি তা রোধ করে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَجَدِّ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ التَّثَاؤُبَ فِىْ الصَّلاَةِ ○ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ : اِنِّىْ لاَرُدُّ التَّثَاؤُبَ بِالتَّنَحْنُحِ○

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ আল-খুদরী এবং আদী ইব্‌ন সাবিতের পিতামহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণের বিরাট এক সম্প্রদায় সালাতে হাই তোলা মাকরূহ বলেছেন। ইবরাহীম বলেন : আমি গলা খাকারী দিয়ে হাই প্রতিহত করি।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ

অনুচ্ছেদ : বসে সালাত আদায় করার সওয়াব দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের অর্ধেক

٣٧١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ : مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ ○

৩৭১. আলী ইব্ন হুজ্র (র)....ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : কেউ যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তবে তা তার জন্য উত্তম। বসে সালাত আদায় করলে সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার অর্ধেক সওয়াব পাবে।[১] আর শুয়ে সালাত আদায় করলে সে বসে সালাত আদায়ের অর্ধেক সওয়াব পাবে।[২]

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَنَسٍ، وَالسَّائِبِ (وَابْنِ عُمَرَ)○

قَالَ اَبُوْعِيسٰى : حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلاَّ اَنَّهُ يَقُوْلُ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا، فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ○

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন আমর, আনাস ও ইয়াযীদ ইব্ন সায়িব (এবং ইবন উমর) (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই হাদীসটি উক্ত সনদে ইবরাহীম ইব্ন তাহমানের বরাতেও বর্ণিত আছে। তবে তিনি বর্ণনা করেন যে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন : রাসূল ﷺ-কে আমি অসুস্থ ব্যক্তির সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : সেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তা সম্ভব না হলে বসে পড়বে আর তাও সম্ভব না হলে শুয়ে সালাত আদায় করবে।

٣٧٢- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ : بِهٰذَا الْحَدِيْثِ○

৩৭২. হান্নাদ (র)....ইবরাহীম ইব্ন তাহমানের সূত্রে হুসায়ন আল-মুআল্লিম থেকে উল্লিখিত সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

قَالَ اَبُوْعِيسٰى وَلاَنَعْلَمُ اَحَدًا رَوٰى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ اِبْرٰهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ وَقَدْ رَوٰى اَبُوْ اُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ ○

وَمَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ : فِىْ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ○

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اِبْنُ عَدِيٍّ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : اِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلّٰى صَلاَةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا○

---

১. এ কথা নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের শক্তি থাকা অবস্থায় বসে ফরয সালাত আদায় করা জায়েয নয়।

২. হাদীস বিশারদগণের মতে এ বাক্যটি বর্ণনাকারীর ভুলে সংযোজিত হয়েছে। নফল সালাত শুয়ে আদায় করা জায়েয নয়।

وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ صَلَاةِ الْمَرِيْضِ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُّصَلِّى جَالِسًا - فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلِّى عَلٰى جَنْبِهِ الْاَيْمَنِ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّىْ مُسْتَلْقِيًا عَلٰى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ اِلَى الْقِبْلَةِ ۝

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ : مَنْ صَلّٰى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ قَالَ هٰذَا لِلصَّحِيْحِ وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ يَعْنِىْ فِى النَّوَافِلِ فَاَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ اَوْ غَيْرِهِ فَصَلّٰى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ الْقَائِمِ - وَقَدْ رُوِىَ فِىْ بَعْضِ هٰذَا الْحَدِيْثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : হুসায়ন আল-মুআল্লিম (র) থেকে ইবরাহীম ইব্ন তাহমানের অনুরূপ কেউ রিওয়ায়াত করেছে বলে আমরা জানি না। আবূ উসামা এবং আরো একাধিক রাবী ঈসা ইবন ইউনূসের অনুরূপ (৩৬৯ নং) রিওয়ায়াত হুসায়ন আল-মুআল্লিম সূত্রে করেছেন।

কতক আলিম এই হাদীসটির মর্ম সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র)....হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : কেউ ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে নফল সালাত আদায় করতে পারে।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি বসেও সালাত আদায় না করতে পারে তবে সে কিভাবে সালাত আদায় করবে, সে বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন : ঐ ধরনের ব্যক্তি ডান পার্শ্বে শুয়ে সালাত আদায় করবে। আর কেউ কেউ বলেন : কিবলার দিকে পা করে চিত হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে।

"বসে সালাত আদায় করা দাঁড়িয়ে আদায় করার তুলনায় অর্ধেক সওয়াব হবে"....এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম সুফইয়ান সাওরী বলেছেন : যে ব্যক্তি সুস্থ এবং যার কোন উযর নাই, এমন ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই হাদীসটি প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কেউ অসুস্থতা বা কোন ওযরের কারণে বসে সালাত আদায় করে, তবে সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার মতই সওয়াব পাবে। সুফইয়ান সাওরীর এই বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য কিছু হাদীসেও আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি নফল সালাত বসে আদায় করে

٣٧٣ - حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ السَّهْمِىِّ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتّٰى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَاِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِىْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَيَقْرَاُ بِالسُّوْرَةِ وَيُرَتِّلُهَا، حَتّٰى تَكُوْنَ اَطْوَلَ مِنْ اَطْوَلَ مِنْهَا ۝

৩৭৩. আল-আনসারী (র)....উম্মুল মুমিনীন হাফ্সা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত নফল সালাত বসে আদায় করতে আমি তাঁকে দেখিনি। তারপর থেকে তিনি (মাঝে মাঝে) নফল সালাত বসে আদায় করতেন। সূরা পড়তেন স্পষ্ট করে এবং ধীরে ধীরে। আর তাঁর কিরআত হতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।

وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ○

قَالَ أَبُوْعِيسَى : حَدِيْثُ حَفْصَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ صَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ○

وَرُوِىَ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ○

قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ : وَالْعَمَلُ عَلٰى كِلَا الْحَدِيْثَيْنِ كَأَنَّهُمَا رَأَيَا كِلَا الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحًا مَعْمُولاً بِهِمَا ○

এই বিষয়ে উম্মু সালামা এবং আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : হাফ্‌সা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ রাতে নফল সালাত বসে পড়তেন। কিন্তু ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ কিরাআত বাকী থাকতেই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ে রুকূ করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতেও তদ্রূপ করতেন।

আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ অনেক সময় বসে বসে (নফল) সালাত আদায় করতেন। তিনি যদি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করতেন তবে রুকূ-সিজ্‌দা সে অনুসারেই আদায় করতেন। আর বসে কিরাআত করলে সে অনুসারেই রুকূ-সিজ্‌দা করতেন।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেন : উভয় হাদীস অনুসারেই আমল করা যাবে। তাঁরা উভয় হাদীসকেই সহীহ এবং আমলযোগ্য বলে মনে করেন।

٣٧٤- حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِىْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ○

৩৭৪. আল-আনসারী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন বসে সালাত আদায় করতেন তখন কিরাআতও বসে পাঠ করতেন। শেষে ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকী থাকতে তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং ঐ অংশটুকু দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করতেন পরে রুকূ-সিজ্‌দা করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাকআতেও তদ্রূপ করতেন।

قَالَ أَبُوْعِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٣٧٥ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : سَاَلْتُهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : عَنْ تَطَوُّعِهِ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا فَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ○

৩৭৫. আহমদ ইবন মানী (র)....আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর নফল সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন : রাসূল ﷺ দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আবার দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বসে নফল সালাত আদায় করেছেন। যদি দাঁড়িয়ে কিরআত পাঠ করতেন তবে তদনুসারে রুকূ-সিজদা করতেন, আর যদি বসে কিরআত পাঠ করতেন তবে তদনুসারেই রুকূ-সিজদা করতেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنِّى لَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فِى الصَّلاَةِ فَاُخَفِّفُ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ বলেন, আমি সালাতে শিশুর কান্না শুনতে পেলে সালাত সংক্ষিপ্ত করি

٣٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ فَاُخَفِّفُ مَخَافَةَ اَنْ تُفْتَتَنَ اُمُّهُ○

৩৭৬. কুতায়বা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতরত অবস্থায় আমি যখন শিশুর কান্না শুনতে পাই, তখন এই আশংকায় সালাত সংক্ষিপ্ত করে দেই যে, শিশুর মা যেন এতে পেরেশানীতে না পড়ে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ، وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

এই বিষয়ে আবূ কাতাদা, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।
ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ لَاتُقْبَلُ صَلاَةُ الْمَرْأَةِ اِلاَّ بِخِمَارٍ

অনুচ্ছেদ : যে মেয়ের ঋতুবতী হওয়ার বয়স হয়েছে, উড়নী ব্যবহার ছাড়া তার সালাত কবূল হয় না

٣٧٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحٰرِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقْبَلُ صَلاَةُ الْحَائِضِ اِلاَّ بِخِمَارٍ○

৩৭৭. হান্নাদ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেন : যে মেয়ের ঋতুবতী হওয়ার বয়স হয়েছে, উড়নী ব্যবহার করা ছাড়া তার সালাত কবূল হয় না।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ○

وَقَوْلُهُ : الْحَائِضُ يَعْنِىْ الْمَرْأَةَ الْبَالِغَ يَعْنِى إِذَا حَاضَتْ ○

قَالَ اَبُوْعِيسَى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ : اَنَّ الْمَرْاَةَ إِذَا اَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْئٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوْفٌ○ لاَ تَجُوْزُ صَلاَتَهَا○ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لاَتَجُوْزُ صَلاَةُ الْمَرْاَةِ وَشَيْئٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوْفٌ○

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قِيْلَ اِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوْفًا فَصَلاَتُهَا جَائِزَةٌ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : কোন সাবালিকা মহিলা যদি তার চুলের কিছু অংশ অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত হবে না। ইমাম শাফিঈ-এর অভিমতও এ-ই। তিনি বলেন : শরীরের কিছু অংশ অনাবৃত রেখে কোন মহিলার সালাত হবে না।

তিনি আরও বলেন : বলা হয় সালাত আদায়ের সময় যদি কোন মহিলার পায়ের পিঠ খোলা থাকে, তবে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে সাদল[১] অর্থাৎ কাঁধের উপর কাপড় লটকে রাখা মাকরূহ.

٣٧٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّدْلِ فِىْ الصَّلاَةِ ○

৩৭৮. হান্নাদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ সালাতে কাঁধের উপর কাপড় রাখতে নিষেধ করেছেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ ○

قَالَ اَبُوْعِيسَى حَدِيْثُ اَبِى هُرَيْرَةَ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ○

وَقَدْ اِخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى السَّدْلِ فِىْ الصَّلاَةِ فَكَرِهَ بَعْضُهُمُ السَّدْلَ فِى الصَّلاَةِ وَقَالُوْا هٰكَذَا تَصْنَعُ الْيَهُوْدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّمَا كَرِهَ السَّدْلُ فِى الصَّلاَةِ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اِلاَّثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاَمَّا اِذَا سَدَلَ عَلَى الْقَمِيْصِ فَلاَ بَأْسَ وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ وَكَرِهَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ السَّدْلَ فِىْ الصَّلاَةِ○

১. পেঁচ না দিয়ে কাঁধের দু'পাশ দিয়ে চাদর ঝুলিয়ে রাখা।

এই বিষয়ে আবূ জুহায়ফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আতা....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি ইস্‌ল ইব্‌ন সুফইয়ানের বরাত ছাড়া অন্য কোনভাবে মারফূরূপে বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না।

সালাতে সাদ্‌ল সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একে মাকরূহ বলেছেন। তারা বলেন, এইরূপ কাজ ইয়াহূদীরা করে থাকে। কতক আলিম বলেন : শরীরে যদি মাত্র একটি কাপড় থাকে, তবে সাদ্‌ল মাকরূহ। কিন্তু কেউ যদি কামীস পরিহিত অবস্থায় সাদ্‌ল বা কাঁধের উপর চাদর লটকিয়ে দেয়, তবে তাতে অসুবিধা নেই। এ হল ইমাম আহমদ (র)-এর বক্তব্য। ইব্‌ন মুবারক (র) সালাতে সাদ্‌ল মাকরূহ বলেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَى فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে কাঁকর সরান[১] মাকরূহ

٣٧٩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ○

৩৭৯. সাঈদ ইব্‌ন আবদির রাহমান আল-মাখযূমী (র)....আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়াবে, তখন কাঁকর সরাবে না। কারণ তখন তো আল্লাহর রহমত তোমার সামনে।[২]

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَيْقِيبٍ وَعَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ وَحُذَيْفَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِى ذَرٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَرِهَ الْمَسْحَ فِى الصَّلاَةِ وَقَالَ اِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً كَاَنَّهُ رُوِىَ عَنْهُ رُخْصَةٌ فِى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ ○

এই বিষয়ে মুআয়কিব, আলী ইব্‌ন আবী তালিব, হুযায়ফা এবং জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ যর বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতে কিছু মোছা না-পসন্দ করতেন। তিনি বলেছেন : যদি কারো তা করতেই হয় তবে মাত্র একবার করবে। এতে বুঝা যায়, একবার করার অবকাশ থাকার বিষয়টিও তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে। আলিমগণ এই হাদীসের মর্মানুসারে আমল গ্রহণ করেছেন।

---

১. সালাতরত অবস্থায় সিজ্‌দার সময় হাঁটু ও কপাল ইত্যাদি স্থাপনের জায়গাসমূহের কাঁকর ইত্যাদি হাত দিয়ে সরানো কিংবা তা মুছে দূর করা।

২. আর এ কাজ রহমতের প্রতি অমনোযোগিতা বুঝায়।

٣٨٠ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَيْقِبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً ○

৩৮০. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র)....মুআয়কিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে সালাতে কাঁকর মোছা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : তোমাকে যদি এরূপ করতেই হয় তবে কেবল একবারই করো।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ

٣٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا مَيْمُوْنٌ أَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ مَوْلٰى طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ ○

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَكَرِهَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَبِهِ نَأْخُذُ ○

৩৮১. আহমদ ইব্ন মানী (র)....উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আফলাহ নামের আমাদের একটি গোলাম ছিল। একদিন তাকে রাসূল ﷺ সালাতে ফুঁ দিতে দেখে বললেন : হে আফলাহ ! তোমার মুখে মাটি লাগুক।

আহমদ ইব্ন মানী (র) বলেন : আব্বাদ ইবনুল আওয়াম সালাতে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ বলেছেন। তিনি বলেন : কেউ যদি ফুঁ দেয়, তবে এতে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে না। আহমদ ইব্ন মানী বলেন : আমরা এই অভিমতটিই গ্রহণ করেছি।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى وَرَوٰى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَقَالَ مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হাম্যার সূত্রে কোন কোন রাবী এই হাদীসটি বর্ণনা করতে যেয়ে غلاما لنا يقال له افلح -এর স্থলে مولى لنا يقال له رباح (রাবাহ নামক আমাদের এক আযাদ ক্রীতদাস) এই কথা উল্লেখ করেছেন।

٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَيْمُوْنٍ أَبِيْ حَمْزَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ غُلَامٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ ○

২৮২. আহমদ ইব্‌ন আবদা আয্-যাব্বী (র) .. .. .. মায়মূন আবূ হাম্‌যা (র) থেকে উক্ত (৩৭৯ নং) সূত্রের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় "রাবাহ নামক আমাদের এক গোলাম"-এই কথার উল্লেখ করেছেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى وَحَدِيْثُ اُمِّ سَلَمَةَ اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ وَمَيْمُوْنٌ اَبُوْ حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى النَّفْخِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنْ نَفَخَ فِى الصَّلاَةِ اِسْتَقْبَلَ الصَّلاَةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِىْ الصَّلاَةِ وَاِنْ نَفَخَ فِى صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটির সনদ তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ রাবী মায়মূন আবূ হামযাকে যঈফ বলে অভিমত দিয়েছেন।

সালাতরত অবস্থায় ফুঁ দেওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : যদি কেউ সালাতে ফুঁ দেয় তবে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। এ হ'ল ইমাম সুফইয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমত।

অপর কেউ কেউ বলেন : সালাতরত অবস্থায় ফুঁ প্রদান মাকরূহ, কেউ যদি সালাতরত অবস্থায় ফুঁ দেয়, তার সালাত ফাসিদ হবে না। এ হ'লো ইমাম আহমদ ও ইসহাকের অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْاِخْتِصَارِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ

٣٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ○

৩৮৩. আবূ কুরায়ব (র) .. .. .. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ الْاِخْتِصَارَ فِىْ الصَّلاَةِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ اَنْ يَّمْشِىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ○

وَالْاِخْتِصَارُ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلٰى خَاصِرَتِهِ فِى الصَّلاَةِ اَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ جَمِيْعًا عَلٰى خَاصِرَتَيْهِ وَيُرْوٰى اَنَّ اِبْلِيْسَ اِذَا مَشٰى مَشٰى مُخْتَصِرًا ○

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম ইখতিসার অর্থাৎ সালাতে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ বলে অভিমত দিয়েছেন। কতক আলিম কোমরে হাত রেখে চলাফেরা করা মাকরূহ বলেছেন।

বর্ণিত আছে, ইবলীস কোমরে হাত রেখে চলাফেরা করে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে চুল বাঁধা মাকরূহ

٣٨٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ عَقَصَ ضَفِرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا - فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا فَقَالَ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ ۝

৩৮৪. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র)....আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবূ রাফি (রা) হযরত হাসান (রা)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত হাসান (রা) তখন সালাতরত ছিলেন এবং তাঁর মাথার চুল পিঠের দিকে মুড়িয়ে বাঁধা ছিল। আবূ রাফি (রা) তাঁর চুলগুলি খুলে দিলেন। এতে হাসান (রা) রাগতভাবে তার দিকে তাকালেন। তখন আবূ রাফি বললেন : নিজের সালাত চালিয়ে যান। রাগ করবেন না। রাসূল ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এভাবে চুল বাঁধা হ'ল শয়তানের আসন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ۝

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ شَعْرُهُ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى هُوَ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ وَهُوَ أَخُو أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ۝

এই বিষয়ে উম্মু সালামা এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ রাফি বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : (পুরুষের জন্য) চুল বেঁধে সালাত আদায় করা মাকরূহ।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী ইমরান ইব্‌ন মূসা হলেন কুরায়শী এবং মক্কাবাসী। তিনি আয়্যূব ইবন মূসার ভাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে খুশূ-খুযূ অবলম্বন করা

٣٨٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْفَضْلِ

عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ وَتَذَرَّعُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ ○

يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا اِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلاً بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ كَذَا كَذَا ○

৩৮৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র)....ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সালাত হ'ল দু'রাকাআত দু'রাকআত করে। প্রতি দু'রাকআতের পর রয়েছে তাশাহ্হুদ। সালাতে আছে খুশূ-খুযূ, আল্লাহ্‌র দরবারে বিনয় প্রকাশ এবং আহাজারি করা। ধীরস্থিরভাবে তা আদায় করবে।

এতে আরো আছে, দু'আর সময় দুই হাত তোলা। দুই হাতের ভিতরের দিক তোমার চেহারার সামনের দিকে রেখে, তোমার প্রভুর পানে তুলে ধরে বলবে : হে আমার রব্ব, হে আমার রব্ব! যদি এই কাজগুলি কেউ সালাতে না করে, তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ হবে।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَقَالَ غَيْرُ اِبْنِ الْمُبَارَكِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِىَ خِدَاجٌ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ رَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ سَعِيْدٍ فَاَخْطَاَ فِىْ مَوَاضِعَ فَقَالَ عَنْ اَبِىْ اَنَسِ بْنِ اُنَيْسٍ وَهُوَ عِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ وَاِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَاِنَّمَا هُوَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ○

قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ هُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ يَعْنِىْ اَصَحَّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবনুল মুবারক ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ এই হাদীসের রিওয়ায়াতে বলেছেন : যে ব্যক্তি এই সব কাজ না করবে, তার সালাত হবে অপূর্ণাঙ্গ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, শু'বা (রা) এই হাদীসটি আবদ রাব্বিহি ইব্‌ন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এতে একাধিক স্থানে তাঁর ভুল হয়ে গেছে। তিনি তাঁর সনদে উল্লেখ করেছেন আবূ আনাস ইব্‌ন উনায়স অথচ তা হবে ইমরান ইব্‌ন আবী আনাস। তিনি উল্লেখ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনিল হারিস, অথচ ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাফি ইব্‌ন আল্ উমাইয়া....রাবীআ ইবনিল হারিস। শু'বা তাঁর সনদে বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনিল হারিস....মুত্তালিব....রাসূলুল্লাহ ﷺ অথচ এই সনদটি হবে রাবীআ ইবনুল হারিস ইব্‌ন আব্দিল মুত্তালিব....ফয্‌ল ইব্‌ন আব্বাস.... নবী ﷺ।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন : লায়স ইব্‌ন সা'দ-এর রিওয়ায়াতটি শু'বা-এর রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিক সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল প্রবেশ করান মাকরূহ

٣٨٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهِ فَاِنَّهُ فِي صَلاَةٍ ○

৩৮৬. কুতায়বা (র) .... কা'ব ইবন উজ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযূ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়, তখন যেন সে তার হাতের আঙ্গুল কটির ফাঁকে আরেকটি প্রবেশ না করায়। কারণ সে তো সালাতেই আছে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ مِثْلَ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَرَوَى شَرِيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ شَرِيْكٍ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : লায়সের মত ইবন আজলানের সূত্রে একাধিক রাবী কা'ব ইবন উজরা র্ণিত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। শরীক....মুহাম্মদ ইবন আজলান....আজলান....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ দীস বর্ণিত হয়েছে। তবে শরীক বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মাহফূয (সংরক্ষিত) নয়।

بَابُ مَا جَاءَ فِي طُوْلِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে দীর্ঘ কিয়াম করা

٣٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قِيْلَ النَّبِيِّ ﷺ اَيُّ الصَّلاَةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ ○

৩৮৭. ইবন আবী উমর (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ ধরনের সালাত উত্তম? তিনি বললেন : দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবন হুব্‌শী ও আনাস ইবন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।
ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।
জাবির ইবন আব্‌দিল্লাহ (রা) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَفَضْلِهِ

অনুচ্ছেদ : বেশি বেশি রুকূ-সিজদা করা এবং-এর ফযীলত

٣٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ رَجَاءٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ يَنْفَعُنِيَ اللّٰهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّيْ مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً ○

৩৮৮. আবূ আম্মার (র) .... মা'দান ইবন তালহা আল-ইয়ামুরী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর আযাদকৃত দাস সাওবান (রা)-এর সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছিলাম। তখন তাকে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যদ্দারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন এবং আমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। তিনি কতক্ষণ চুপ রইলেন। এরপর আমার দিকে ফিরে বললেন : তুমি সিজ্‌দা করবে।[১] কেননা আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখনই কোন বান্দা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদা করে, তখনই এতে আল্লাহ্ তা'আলা তার দরজা বুলন্দ করে দেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন।

٣٨٩- قَالَ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَاَلْتُهُ عَمَّا سَاَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً ○

৩৮৯. মা'দান ইবন্ তালহা (র) বলেন : পরে আবুদ্-দারদা (রা)-এর সাথেও আমি সাক্ষাত করি এবং সাওবান (রা)-কে যা প্রশ্ন করেছিলাম, তাঁকেও সেই প্রশ্ন করি। তখন তিনি বললেন : তুমি সিজদা করবে। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখনই বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এতে তার দরজা বুলন্দ করে দেন এবং গুনাহ মাফ করে দেন।

قَالَ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ وَيُقَالُ اِبْنُ اَبِيْ طَلْحَةَ ○

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ اُمَامَةَ وَاَبِيْ فَاطِمَةَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ثَوْبَانَ وَاَبِي الدَّرْدَاءِ فِيْ كَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدِ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ هٰذَا الْبَابِ ○

১. অর্থাৎ সালাত আদায় করবে।

قَالَ بَعْضُهُمْ طُوْلُ الْقِيَامِ فِي الصَّلاةِ اَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَثْرَةُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ اَفْضَلُ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا حَدِيْثَانِ وَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ وَقَالَ اِسْحٰقُ اَمَّا فِى النَّهَارِ فَكَثْرَةُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَاَمَّا بِاللَّيْلِ فَطُوْلُ الْقِيَامِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ لَهُ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَاْتِىْ عَلَيْهِ فَكَثْرَةُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِىْ هٰذَا اَحَبُّ اِلَىَّ لِاَنَّهُ يَاْتِىْ عَلٰى جُزْئِهِ وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَاِنَّمَا قَالَ اِسْحٰقُ هٰذَا لِاَنَّهُ كَذَا وُصِفَ صَلاَةُ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَوُصِفَ طُوْلُ الْقِيَامِ وَاَمَّا بِالنَّهَارِ فَلَمْ يُوْصَفْ مِنْ صَلاَتِهِ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ مَاوُصِفَ بِاللَّيْلِ ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবূ উমামা ও আবূ ফাতিমা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, বেশি করে সিজদা করা সম্পর্কিত হযরত সাওবান ও আবূদ্ দারদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন : বেশি রুকূ-সিজদা করা অপেক্ষা সালাতে দীর্ঘ কিয়াম করা অধিকতর উত্তম। কোন কোন আলিম বলেন : দীর্ঘ কিয়াম অপেক্ষা বেশি রুকূ-সিজদা করা উত্তম।

আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেন : এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি (ইমাম আহমদ) এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেননি।

ইমাম ইসহাক বলেন : দিনের সালাতে বেশি করে রুকূ-সিজদা করা আর রাতের সালাতে দীর্ঘ কিয়াম করা উত্তম কিন্তু কেউ যদি তা রাত্রিকালীন নাফলের নির্ধারিত অংশ আদায় করে নেয়, তবে এই অবস্থায় বেশি রুকূ-সিজদা করা আমার নিকট অধিক প্রিয়। কারণ সে একদিকে তার নির্ধারিত অংশও আদায় করে নিল, অপরদিকে বেশি রুকূ-সিজদা করেও লাভবান হতে পারল।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইসহাক (র)-এর ইদৃশ অভিমতের কারণ হল, রাসূল ﷺ-এর রাত্রিকালীন (নাফল) সালাতের বিবরণে এইরূপ দীর্ঘ কিয়ামের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু দিনের সালাতের ক্ষেত্রে রাতের সালাতের মত এত দীর্ঘ কিয়ামের বিবরণ নেই।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে সাপ-বিচ্ছু হত্যা করা

٣٩٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ وَهُوَ اِبْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلاَةِ اَلْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ ○

৩৯০. আলী ইব্ন হুজর (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সালাতরত অবস্থায়ও সাপ-বিচ্ছু হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ رَافِعٍ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ ○

وَكَرِهَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِى الصَّلاَةِ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اِنَّ فِى الصَّلاَةِ لَشُغْلاً ○ وَالْقَوْلُ الْاَوَّلُ اَصَحُّ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস ও আবূ রাফি (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী এবং অপরাপর কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।

কতক আলিম সালাতরত অবস্থায় সাপ-বিচ্ছু হত্যা করা অপসন্দনীয় কাজ বলে অভিমত দিয়েছেন। ইবরাহীম নাখই বলেন : সালাতে তো সালাতের ব্যস্ততাই রয়েছে। তবে প্রথম মতটিই অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ : সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্উ করা

৩৯১ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِىِّ حَلِيْفِ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ فِىْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَانَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ ○

৩৯১. কুতায়বা (র)....বনূ আব্দিল মুত্তালিবের হালীফ (আশ্রিত) আব্দুল্লাহ ইবন বুহায়না আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ একবার যোহরের সালাতে যেখানে বসার কথা সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই ভুল করার জন্য সালাত শেষ করার পর সালামের পূর্বেই তিনি বসা অবস্থায় দুই সিজদা দিলেন। প্রত্যেক সিজদার সময় তাকবীর-ও বললেন। অন্যান্য মুসল্লীরাও তাঁর সঙ্গে দুই সিজদা করল।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ○

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ السَّائِبِ الْقَارِىَ كَانَا يَسْجُدَانِ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اِبْنِ بُحَيْنَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ يَرٰى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ كُلِّهِ قَبْلَ السَّلاَمِ وَيَقُوْلُ هٰذَا النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ وَيَذْكُرُ اَنَّ اٰخِرَ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ عَلٰى هٰذَا ○

وَقَالَ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ عَلٰى حَدِيْثِ اِبْنِ بُحَيْنَةَ ○

وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُحَيْنَةَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ اِبْنُ بُحَيْنَةَ مَالِكٌ اَبُوْهُ وَبُحَيْنَةُ اُمُّهُ ○ هٰكَذَا اَخْبَرَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مَتٰى يَسْجُدُهُمَا الرَّجُلُ قَبْلَ السَّلاَمِ اَوْ بَعْدَهُ فَرَاٰى بَعْضُهُمْ اَنْ يَّسْجُدَهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلاَمِ وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِثْلِ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ وَرَبِيْعَةَ وَغَيْرِهِمَا وَبِهٖ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا كَانَتْ زِيَادَةً فِى الصَّلاَةِ فَبَعْدَ السَّلاَمِ وَاِذَا كَانَ نُقْصَانًا فَقَبْلَ السَّلاَمِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ○

وَقَالَ اَحْمَدُ مَارُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلٰى جِهَتِهِ يَرٰى اِذَا قَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ عَلٰى حَدِيْثِ اِبْنِ بُحَيْنَةَ فَاِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلاَمِ وَاِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَاِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ ○

وَاِذَا سَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَاِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلٰى جِهَتِهِ وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرٌ فَاِنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ ○

وَقَالَ اِسْحٰقُ نَحْوَ قَوْلِ اَحْمَدَ فِىْ هٰذَا كُلِّهِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذِكْرٌ فَاِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِى الصَّلاَةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ وَاِنْ كَانَ نُقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلاَمِ ○

এই বিষয়ে আব্‌দুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)....মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আবূ হুরায়রা এবং সাঈব আল-কারী (রা) সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্‌উ করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন বুহায়না (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ (র)-এরও অভিমত। তিনি সালামের পূর্বে সিজদা সাহউ করতে হবে বলে মনে করেন।

তিনি বলেন : এই হাদীসটি অপরাপর হাদীসগুলোর জন্য নাসিখ বা রহিতকারী বলে বিবেচ্য। এই বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর শেষ আমল ছিল এইরূপই।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) বলেন : যদি দুই রাকআতের ক্ষেত্রে কেউ উঠে যায়, তবে সে ইবন বুহায়নার হাদীস অনুসারে সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্উ করবে।

আব্দুল্লাহ ইবন বুহায়না হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবন মালিক। মালিক তাঁর পিতা আর বুহায়না তাঁর মাতা। আলী ইবন মাদীনী (র) থেকে ইসহাক ইবন মানসূর এই কথা রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সিজদা সাহউ সালামের পূর্বে করা হবে না পরে করা হবে, এই বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, সালামের পর সিজদা সাহ্উ করতে হবে। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

কোন কোন আলিম মনে করেন, সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্উ করতে হবে। এ হ'ল যেমন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ ও রাবীআ (র) অপরাপর মদীনাবাসী অধিকাংশ ফকীহ-এর অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র)-এর বক্তব্যও এ-ই।

কোন কোন আলিম বলেন : যদি সালাতে অতিরিক্ত কিছু করা হয় তবে সালামের পর, আর যদি কিছু কম করা হয় তবে সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্উ করতে হবে। এ হ'ল ইমাম মালিক ইবন আনাস (র)-এর বক্তব্য।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : নবী ﷺ থেকে সিজদা সাহউ-এর ব্যাপারে যে সমস্ত রিওয়ায়াত আছে, প্রত্যেকটির উপরই স্ব-স্ব প্রেক্ষিত অনুসারে আমল করা হবে। দুই রাকআতে যদি কেউ উঠে পড়ে তবে তাকে ইবন বুহায়না বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্উ করতে হবে। যোহরের সালাত যদি কেউ পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে, তবে সে সালামের পর সিজদা সাহ্উ করবে। যোহর বা আসরের দুই রাকআতে যদি কেউ সালাম ফিরায়, তবে সে সালামের পর সিজদা সাহউ করবে। মোট কথা এই বিষয়ের প্রতিটি হাদীসকেই তৎপ্রেক্ষিত অনুসারে আমল করা হবে। আর যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ থেকে কিছুর উল্লেখ নাই, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্উ করা হবে।

ইমাম ইসহাক (র)-ও এই বিষয়ে ইমাম আহমদ (র)-এর অনুরূপ মত পোষণ করেন। তবে তিনি বলেন : যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ থেকে কিছুর উল্লেখ নেই, সে সমস্ত ক্ষেত্রে সালাতের অতিরিক্ত কিছু হলে সালামের পর আর কম হলে সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্উ করতে হবে।[১]

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ

অনুচ্ছেদ : সালাম ও কথাবার্তার পর সিজদা সাহ্উ করা

٣٩٢- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلاَةِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ○

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র) সকল ক্ষেত্রে ডানদিকে একবার সালামের পর সিজদা সাহ্উ করতেন।

৩৯২. ইসহাক ইবন মানসূর (র)....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ যোহরের সালাত পাঁচ রাকআত পড়ে ফেললে তাঁকে বলা হ'ল, সালাতে কি বৃদ্ধি ঘটেছে না আপনি এতে ভুল করেছেন? তখন রাসূল ﷺ সালামের পর সিজদা সাহ্উ করলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٣٩٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلاَمِ ○

৩৯৩. হান্নাদ ও মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ কথাবার্তার পর সিজদা সাহ্উ করেছেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ ○

এই বিষয়ে মুআবিয়া, আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلاَمِ ○

৩৯৪. আহমদ ইবন মানী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ সালামের পর সিজদা সাহ্উ করেছেন।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوْبُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ○

وَحَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَصَلاَتُهُ جَائِزَةٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَإِنْ لَّمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ ○ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَلَمْ يَقْعُدْ فِى الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আয়্যূব (র) এবং অপরাপর রাবীগণ ইবন সীরীন (র)-এর সূত্রে এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসটিও (৩৯০ নং) হাসান-সহীহ।

কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন : কেউ যদি যোহরের সালাত ভুলে পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে আর সে যদি চার রাকআতের পর নাও বসে, তবে তার সালাত হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে সিজদা সাহ্উ করতে হবে। এ হ'ল ইমাম শফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

আলিমগণের কেউ কেউ বলেন : কেউ যদি যোহরের সালাত পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে আর সে যদি চতুর্থ রাকআতের পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ না বসে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এ হ'ল (ইমাম আবূ হানীফা) সুফইয়ান সাওরী ও কতক কূফাবাসী আলিমের বক্তব্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّشَهُّدِ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

অনুচ্ছেদ : সিজদা সাহ্উ-এর পর তাশাহ্হুদ পড়া

٣٩٥-- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَشْعَثُ عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ○

৩৯৫. মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (র)....ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ একবার তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এতে তাঁর সাহ্উ হয়ে গেল। অনন্তর তিনি সিজদা সাহউ করলেন। এরপর তাশাহ্হুদ পাঠ করে সালাম ফিরালেন।

قَالَ اَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ○

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ وَهُوَ عَمُّ اَبِىْ قِلَابَةَ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ ○

وَرَوَى مُحَمَّدٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ وَاَبُوْ الْمُهَلَّبِ اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو وَيُقَالُ اَيْضًا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ○

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ بِطُوْلِهِ وَهُوَ حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَلَّمَ فِىْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ ....○

وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى التَّشَهُّدِ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَتَشَهَّدُ فِيْهِمَا وَيُسَلِّمُ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ وَإِذَا سَجَدَ هُمَا قَبْلَ السَّلاَمِ لَمْ يَتَشَهَّدْ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ قَالاَ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ لَمْ يَتَشَهَّدْ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব-সহীহ।

আবূ কিলাবার চাচা আবুল মুহাল্লাব থেকে ইবন সীরীন অপর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবুল মুহাল্লাবের নাম হ'ল আবদুর রহমান ইবন আম্‌র। কেউ কেউ বলেন : মুআবিয়া ইবন আমর।

আবদুল ওয়াহহাব আস-সাফাকী, হুশায়ম এবং আরো একাধিক রাবী খালিদ আল-হায্‌যা....আবূ কিলাবা সূত্রে ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-এর হাদীসটি আরো দীর্ঘ করে বর্ণনা করেছেন। এতে আছে : রাসূল ﷺ আসরের সালাতে তিন রাকআতের পর সালাম দিয়ে ফেলেছিলেন। তখন খিরবাক নামক এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন . . .।

সিজদা সাহ্উ-এর পর তাশাহ্হুদ পাঠ করার বিষয়ে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিম বলেন : তাশাহ্হুদ পাঠ করে পরে (শেষ) সালাম দিবে।

কোন কোন আলিম বলেন : সিজদা সাহ্উ-এর পর আর তাশাহ্হুদ ও সালাম নেই। সালামের পূর্বে সিজদা সাহ্উ করলে তাশাহ্হুদ পাঠ করতে হবে না। এ হ'ল ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّىْ فَيَشُكُّ فِى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে বেশি হ'ল না কম এই বিষয়ে যদি সন্দেহ হয়

৩৯৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضٍ يَعْنِى ابْنَ هِلاَلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِىْ سَعِيدٍ أَحَدُنَا يُصَلِّى فَلاَ يَدْرِىْ كَيْفَ صَلّٰى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلّٰى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ○

৩৯৬. আহমদ ইবন মানী' (র)....ইয়ায ইবন হিলাল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আবূ সাঈদ (রা)-কে বললাম, আমাদের কারো যদি খেয়াল না থাকে যে, সে কতটুকু সালাত আদায় করল, তবে সে কি করবে? তিনি বললেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো সালাত আদায়কালে যদি কত রাকআত পড়েছে সে খেয়াল না থাকে, তবে সে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় দুই সিজদা (সাহ্উ) দিবে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى حَدِيثُ أَبِىْ سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِىْ سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِى الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَيَسْجُدُ فِىْ ذٰلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَصْحَابِنَا ○

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِذَا شَكَّ فِىْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى فَلْيُعِدْ ○

এই বিষয়ে উসমান, ইবন মাসঊদ, আয়েশা ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ সাঈদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। অন্য সনদেও আবূ সাঈদ (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কারো যদি এক রাকআত না দুই রাকআত এই বিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে এক রাকআত বলে ধরবে আর যদি দুই রাকআত না তিন রাকআত এই বিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে দুই রাকআত বলে ধরবে এবং এই কারণে সালামের পূর্বে দুই সিজদা (সাহু) করবে।

আমাদের ইমামগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করে থাকেন।

আলিমগণের কেউ কেউ বলেন, কারো যদি সালাতে সন্দেহ হয় এবং সে কত রাকআত আদায় করেছে তা বুঝতে না পারে, তবে তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে।

٣٩٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْتِىْ اَحَدَكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتّٰى لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ○

৩৯৭. কুতায়বা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো কারো সালাত আদায়কালে শয়তান আসে এবং সালাতের বিষয়ে সন্দেহে ফেলে দেয়। ফলে সে বুঝতে পারে না কত রাকআত আদায় করল। তোমাদের কারো যদি এই রকম কিছু হয়, তবে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় সে যেন দুই সিজদা (সাহু) করে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٣٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلّٰى اَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلٰى وَاحِدَةٍ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلّٰى اَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ فَاِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلّٰى اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلٰى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ○

৩৯৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারো যদি সালাতে ভুল হয়ে যায়, ফলে সে এক রাকআত পড়ল না দুই রাকআত পড়ল তা যদি বুঝতে না পারে, তবে সে যেন এক রাকআতকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে। এমনিভাবে দুই রাকআত পড়ল না তিন রাকআত তা যদি বুঝতে না পারে, তবে সে যেন দুই রাকআতকে ভিত্তি হিসেবে ধরে। আর যদি তিন রাকআত পড়ল না চার রাকআত তা যদি বুঝতে না পারে, তবে সে যেন তিন রাকআতকে ভিত্তি হিসেবে ধরে। (এই সবক্ষেত্রে) সে যেন সালামের পূর্বে দুই সিজদা (সাহু) করে।

قَالَ اَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ○

رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব-সহীহ।

আব্দুর রহমান ইবন আওফ (রা) থেকে অন্য সনদেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

ইমাম যুহরী....উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবদিল্লাহ ইবন উতবা....ইবন আব্বাস....আবদুর রহমান ইবন আওফ (র সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ : যোহর বা আসরের দুই রাকআতে সালাম করে ফেললে

٣٩٩- حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ اَبِىْ تَمِيْمَةَ وَهُوَ اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَنْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ اَمْ نَسِيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى اثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ اَوْ اَطْوَلَ ○

৩৯৯. আল-আনসারী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ দুই রাকআতেই সালাম ফিরিয়ে ফেললেন। তখন যুল-ইয়াদায়ন (রা) বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! সালাত কি হ্রাস হয়ে গেল, না আপনি ভুল করেছেন ? রাসূল ﷺ বললেন : যুল-ইয়াদায়ন কি সত্য বলছে ? লোকেরা বললেন : জি, হ্যাঁ।

তখন রাসূল ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট দুই রাকআত আদায় করলেন। সালাম ফিরালেন, পরে তাকবীর বলে অনুরূপ বা আরো দীর্ঘ সিজদা করলেন। অতঃপর মাথা তুললেন এবং অনুরূপ বা আরো দীর্ঘ সিজদা করলেন।

قَالَ اَبُوْعِيسٰى وَفِى الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ عُمَرَ وَذِى الْيَدَيْنِ ○

قَالَ اَبُوْ عِيسٰى وَحَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ اِذَا تَكَلَّمَ فِى الصَّلاَةِ نَاسِيًا اَوْ جَاهِلاً اَوْ مَا كَانَ فَاِنَّهُ يُعِيْدُ الصَّلاَةَ وَاعْتَلُّوْا بِاَنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْكَلاَمِ فِى الصَّلاَةِ ○

قَالَ وَاَمَّا الشَّافِعِىُّ فَرَاٰى هٰذَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا فَقَالَ بِهِ ○ وَقَالَ هٰذَا اَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الَّذِىْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الصَّائِمِ اِذَا اَكَلَ نَاسِيًا فَاِنَّهُ لاَيَقْضِىْ وَاِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ ○

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَفَرَّقُوْا هٰؤُلاَءِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ فِىْ اَكْلِ الصَّائِمِ بِحَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ○

وَقَالَ اَحْمَدُ فِى حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنْ تَكَلَّمَ الْاِمَامُ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ قَدْ اَكْمَلَهَا ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْهَا يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَمَنْ تَكَلَّمَ خَلْفَ الْاِمَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنَ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ اَنْ يَسْتَقْبِلَهَا وَاحْتَجَّ بِاَنَّ الْفَرَائِضَ كَانَتْ تُزَادُ وَتُنْقَصُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّمَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ وَهُوَ عَلٰى يَقِيْنٍ مِّنْ صَلاَتِهِ اَنَّهَا تَمَّتْ وَلَيْسَ هٰكَذَا الْيَوْمَ لَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَّتَكَلَّمَ عَلٰى مَعْنٰى مَا تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ لِاَنَّ الْفَرَائِضَ الْيَوْمَ لاَيُزَادُ فِيْهَا وَلاَيُنْقَصُ قَالَ اَحْمَدُ نَحْوًا مِنْ هٰذَا الْكَلاَمِ ○

وَقَالَ اِسْحٰقُ نَحْوَ قَوْلِ اَحْمَدَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ ○

এই বিষয়ে ইমরান ইবন হুসায়ন, ইবন উমর ও যুল-ইয়াদায়ন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই হাদীসটির বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কূফাবাসী কতক আলিম বলেন : কেউ যদি ভুল বা অজ্ঞতাবশত কিংবা অন্য কোন কারণে সালাতে কথা বলে, তবে তাকে পুনরায় এই সালাত পড়তে হবে। তারা বলেন : এই হাদীসটি হচ্ছে সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের।

ইমাম শাফিঈ (র) এই হাদীসটিকে সহীহ বলে মনে করেন এবং এতদনুসারে অভিমত দেন। তিনি বলেন : রোযাদার সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, সে যদি ভুলবশত আহার করে বসে, তবে তাকে রোযা কাযা করতে হবে না। এ হ'ল আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক যা তিনি তাকে প্রদান করেছেন। এই হাদীসটির তুলনায় সালাত সম্পর্কিত বক্ষ্যমান হাদীসটি অধিক সহীহ। অথচ রোযা সম্পর্কিত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটির কারণে আলিমগণ রোযার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করা ও ভুলবশত আহার করার বিধানে পার্থক্য করে থাকেন। (সুতরাং সালাতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত)।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রা) বলেন : সালাত পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে করে ইমাম যদি কথা বলেন আর পরে জানতে পারেন যে, আসলে সালাত পূর্ণ হয় নি, তবে এমতাবস্থায় ইমাম অবশিষ্ট সালাত শেষ করবেন। সালাত আরো রয়ে গেছে এই কথা জেনে যদি কোন মুসল্লী কথা বলে, তবে সে নতুন করে সালাত আদায় করবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর যুগে ফরযসমূহের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হতো। যুল-ইয়াদায়ন এই বিশ্বাসেই বলেছিলেন যে, সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে আর এই অবস্থা নেই। যুল-ইয়াদায়ন যে অর্থে কথা বলেছিলেন, বর্তমানে আর কারো সে অর্থে কথা বলার অবকাশ নাই। কারণ বর্তমানে আর সালাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটার সম্ভাবনা নাই।

এই বিষয় ইমাম ইসহাক (র)-ও ইমাম আহমদ (র)-এর অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلاَةِ فِى النِّعَالِ

অনুচ্ছেদ : পাদুকা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করা

٤٠٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ إِبْرٰهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِى مَسْلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ○

৪০০. আলী ইবন হুজর (র)....সাঈদ ইবন ইয়াযীদ আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পাদুকা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَأَوْسٍ الثَّقَفِىْ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَطَاءٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ شَيْبَةَ ○

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ○

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবন আবী হাবীবা, আবদুল্লাহ ইবন আমর, আমর ইবন হুরায়স, শাদ্দাদ ইবন আওস, আওস আস-সাকাফী, আবূ হুরায়রা (রা) এবং বানূ শায়বা-এর জনৈক আতা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقُنُوْتِ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করা

٤٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ ○

৪০১. কুতায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজর ও মাগরিবের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاَنَسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَخُفَافِ بْنِ اِيْمَاءَ بْنِ رَحْمَةَ الْغِفَارِىِّ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ الْبَرَاءِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْقُنُوْتِ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَرَاٰى بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ الْقُنُوْتَ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ ○ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِىِّ ○

وَقَالَ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ لاَيَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ اِلاَّ عِنْدَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَاِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَلِلْاِمَامِ اَنْ يَدْعُوَا لِجُيُوْشِ الْمُسْلِمِيْنَ ○

এই বিষয়ে আলী, আনাস, আবূ হুরায়রা, ইবন আব্বাস, খুফাফ ইবন আয়মা ইবন রাহমা আল-গিফারী (রা) থেকে রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : বারা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করা সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। রাসূল ﷺ-এর কতক সাহাবী ও অপরাপর কতক আলিমগণ ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমতও এ-ই।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) বলেন : মুসলিমদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে ইমামুল মুসলিমীন ফজরের সালাতে দু'আ কুনূতের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীর জন্য দু'আ করবেন। তাছাড়া ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত নাই [ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতও এ-ই]।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَرْكِ الْقُنُوْتِ

অনুচ্ছেদ : দু'আ কুনূত পাঠ না করা

٤٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ يَا اَبَةِ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ هٰهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ اَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ قَالَ اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ ○

৪০২. আহমদ ইবন মানী (র)....আবূ মালিক আল-আশজাঈ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আমার পিতা (তারিক ইবন আশয়াম আল আশজাঈ)-কে বললাম : হে আমার পিতা ! আপনি তো রাসূল ﷺ, আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। এমনিভাবে এই কূফায়ও আপনি আলী ইবন আবী তালিব (রা)-এর পিছনে প্রায় পাঁচ বছর সালাত আদায় করেছেন। তাঁরা কি দু'আ কুনূত পাঠ করতেন ? তিনি বললেন : প্রিয় বৎস, এতো নব আবিষ্কৃত এক কাজ।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ ○

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ اِنْ قَنَتَ فِى الْفَجْرِ فَحَسَنٌ وَاِنْ لَّمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ وَاخْتَارَ اَنْ لاَّ يَقْنُتَ ○

وَلَمْ يَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْقُنُوْتَ فِى الْفَجْرِ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَاَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىُّ اِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ اَشْيَمَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করে থাকেন।

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী (র) বলেন, ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করাও ভাল, না করাও ভাল। তবে তিনি পাঠ না করার বিষয়টি গ্রহণ করেছেন।

ইবন মুবারক (র) ফজরের সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করতে হবে বলে মনে করেন না।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ মালিক আল-আশজাঈ-এর পূর্ণ নাম হ'ল সা'দ ইবন তারিক ইবন আশয়াম।

٤٠٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ○

৪০৩. সালিহ ইবন আবদিল্লাহ (র)....আবূ মালিক আল-আশজাঈ (র) সূত্রে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে হাঁচি আসলে

٤٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىُّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ أَنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلاَثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا ○

৪০৪. কুতায়বা (র)....রিফাআ ইবন রাফি (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি একবার রাসূল ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করছিলাম। তখন আমার হাঁচি এল। আমি বললাম :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى ○

"সকল তারীফ আল্লাহ্‌র। তাঁরই জন্য অগণিত প্রশংসা। পবিত্রতা তাঁরই। পরম বরকতময় তিনি। আমার রব্ব যতটুকু হামদ পসন্দ করেন, যতটুকুতে তিনি সন্তুষ্ট, তত হামদ তাঁরই।"

রাসূল ﷺ সালাতশেষে ফিরে বললেন : সালাতে কে কথা বলছিল ? কিন্তু কেউ উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বার তিনি বললেন : সালাতে কে কথা বলছিল ? কিন্তু কেউ উত্তর দিলেন না। পরে তৃতীয় বার তিনি বললেন : সালাতে কে কথা বলছিল ? তখন রিফাআ ইবন রাফি ইবন আফরা বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি কথা বলছিলাম। তিনি বললেন : কি বলছিলে ? তিনি বললেন, আমি বলছিলাম : ... اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا

নবী ﷺ বললেন : সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, ত্রিশেরও অধিক ফেরেশতা দৌড়ে এসেছেন কে আগে এর সওয়াব উঠিয়ে নিতে পারেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ○

وَكَانَّ هٰذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ فِى التَّطَوُّعِ ○

لِاَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ قَالُوْا إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ اِنَّمَا يَحْمَدُ اللّٰهَ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُوَسِّعُوْا فِىْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ○

এই বিষয়ে আনাস, ওয়াইল ইবন হুজর ও আমির ইবন রাবীআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রিফাআ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

কতক আলিম বলেন, এই হাদীসটি নফল সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

একাধিক তাবিঈ বলেন . ফরয সালাতে যদি কারো হাঁচি আসে তবে সে মনে মনে হামদ করবে। তারা এর অধিক কিছু করার অবকাশ রাখেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ نَسْخِ الْكَلَامِ فِى الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে কথা বলার বিধান রহিত হয়ে গেছে

٤٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ اِلٰى جَنْبِهٖ حَتّٰى نَزَلَتْ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ ○

৪০৫. আহমদ ইবন মানী (র)....যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূল ﷺ-এর পিছনে সালাতে কথাবার্তা বলতাম। সালাতরত একজন তার পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর সাথে কথা বলত। শেষে আয়াত নাযিল হ'ল : وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ "তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে নিশ্চুপ হয়ে" (২ : ২৩৮)।

অনন্তর আমরা চুপ থাকতে নির্দেশিত হলাম এবং আমাদেরকে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হ'ল।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا اِذَا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ عَامِدًا فِى الصَّلَاةِ اَوْ نَاسِيًا اَعَادَ الصَّلَاةَ ○ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَاِبْنُ الْمُبَارَكِ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا فِى الصَّلَاةِ اَعَادَ الصَّلَاةَ وَاِنْ كَانَ نَاسِيًا اَوْ جَاهِلًا اَجْزَاهُ ○ وَبِهٖ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ ○

এই বিষয়ে ইবন মাসঊদ ও মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : যায়দ ইবন আরকাম (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন : ইচ্ছা করেই হোক বা ভুলবশত কেউ যদি সালাতে কথা বলে, তবে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। (ইমাম আবূ হানীফা), সুফইয়ান সাওরী ও ইবন মুবারক (র)-এর অভিমত এ-ই।

কেউ কেউ বলেন : কেউ যদি ইচ্ছা করে সালাতে কথা বলে, তবে তাকে পুনর্বার সালাত আদায় করতে হবে। আর যদি ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত কথা বলে, তবে এই সালাতই তার জন্য যথেষ্ট হবে। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلاَةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ : তাওবার জন্য সালাত

٤٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْعَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ إِنِّىْ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا نَفَعَنِى اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِىْ بِهِ وَإِذَا حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِىْ صَدَّقْتُهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ : وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৪০৬. কুতায়বা (র)....আসমা ইবন হাকাম আল-ফাযারী-(র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল ﷺ থেকে যখন কোন হাদীস শুনতাম তখন আল্লাহ্ যতটুকু চেয়েছেন আমি এ দ্বারা ততটুকু উপকৃত হয়েছি। তাঁর কোন সাহাবী যখন আমার কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করেন আমি তাকে কসম করে বলতে বলি। তিনি কসম করলে আমি তা সত্য বলে গ্রহণ করে নিই। এখন যে হাদীসটি বলছি, সেটি আমাকে আবূ বকর বর্ণনা করেছেন। আর আবূ বকর অবশ্যই সত্য বলেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন গুনাহ করে বসে, এর পর সে উযূ করে এবং সালাত আদায় করে ও আল্লাহ্র নিকট মাফ চায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তার গুনাহ মাফ করে দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ .....

"আর যারা মন্দকাজ করে ফেলে বা নিজের প্রতি যুল্‌ম করে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চায় (তারাও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত)। আল্লাহ্ ব্যতীত কে গুনাহ মাফ করবে?" (৩ : ১৩৫)

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِي الدَّرْدَاءِ وَاَنَسٍ وَاَبِي اُمَامَةَ وَمُعَاذٍ وَوَاثِلَةَ وَاَبِي الْيَسَرِ وَاِسْمُهُ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ ○

وَرَوٰى عَنْهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فَرَفَعُوْهُ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِيْ عَوَانَةَ ○

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ وَاَوْقَفَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مِسْعَرٍ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَرْفُوْعًا اَيْضًا ○

وَلاَ نَعْرِفُ الاَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ حَدِيْثًا مَرْفُوْعًا اِلاَّ هٰذَا ○

এই বিষয়ে ইবন মাসঊদ, আবুদ-দারদা, আনাস, আবূ উমামা, মু'আয, ওয়াসিলা ও আবুল ইয়াসার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবুল ইয়াসার (রা)-এর নাম হ'ল কা'ব ইবন আমর (রা)।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। উসমান ইবনুল মুগীরা সূত্রেই কেবল এটি বর্ণিত হয়েছে।

শু'বা এবং অন্যান্য রাবীও তার সূত্রে এই হাদীসটিকে আবূ আওয়ানার মত মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সুফইয়ান সাওরী ও মিসআর এটিকে মাওকূফ হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। তারা রাসূল ﷺ পর্যন্ত এটিকে মারফূ করেন নাই।

তবে মিসআর (র) থেকে মারফূ হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

আর এই হাদীসটি ছাড়া আসমা ইবনুল হাকাম অন্য কোন মারফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَا جَاءَ مَتٰى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : শিশুদের কখন সালাতের নির্দেশ দেওয়া হবে

٤٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا اِبْنَ عَشْرٍ ○

৪০৭. আলী ইবন হুজ্র (র)....সাবরা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, সাত বৎসর হলে শিশুদের সালাত শিক্ষা দিবে আর দশ বৎসরের হলে এই বিষয়ে (প্রয়োজনবোধে) প্রহার করবে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ○

قَالَ اَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ وَقَالاَ مَاتَرَكَ الْغُلاَمُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنَ الصَّلاَةِ فَاِنَّهُ يُعِيْدُ ○

قَالَ اَبُوْ عِيسَى وَسَبْرَةُ هُوَ اِبْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ وَيُقَالُ هُوَ اِبْنُ عَوْسَجَةَ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সাবরা ইবন মা'বাদ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম ও এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই। তারা বলেন, দশ বছর বয়স হওয়ার পর কোন শিশু সালাত পরিত্যাগ করলে তাকে তা অবশ্যই কাযা করতে হবে।[১]

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সাবরা হলেন ইবন মা'বাদ আল-জুহানী এবং তাকে ইবন আওসাজাও বলা হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِى التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহ্হুদের পর উযূ নষ্ট হলে

٤٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى الْمُلَقَّبُ مَرْدَوَيْهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ رَافِعٍ وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ اَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ يَعْنِى الرَّجُلَ وَقَدْ جَلَسَ فِىْ اٰخِرِ صَلاَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ ○

৪০৮. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)......আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতের শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে যদি কারো উযূ বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে সালাত হয়ে যাবে।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত হ'ল বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য এইরূপ কঠোর কথা বলা হয়েছে। বালেগ হওয়ার পূর্বে কোন আমলই ফরয হয় না।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِىْ اِسْنَادِهِ ○

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلٰى هٰذَا ○ قَالُوْا اِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَاَحْدَثَ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ○

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِذَا اَحْدَثَ قَبْلَ اَنْ يَّتَشَهَّدَ وَقَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ اَعَادَ الصَّلاَةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىْ ○

وَقَالَ اَحْمَدُ اِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ اَجْزَاهُ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ وَالتَّشَهُّدُ اَهْوَنُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اِثْنَتَيْنِ فَمَضٰى فِىْ صَلاَتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ○

وَقَالَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اِذَا تَشَهَّدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ اَجْزَاهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ حِيْنَ عَلَّمَهُ النَّبِىُّ ﷺ التَّشَهُّدَ فَقَالَ اِذَا فَرَغْتَ مِنْ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِبْنِ اَنْعُمٍ هُوَ الْاِفْرِيْقِىُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ اَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَاَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়, এর সনদে ইয্তিরাব রয়েছে।

আলিমদের কেউ কেউ এই হাদীস অনুসারে অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন : তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় যদি কোন মুসল্লী বসে এবং সালামের পূর্বে তার উযূ বিনষ্ট হয়ে যায়, তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে।

কতক আলিম বলেন : তাশাহ্হুদ পাঠের পূর্বে বা সালামের পূর্বে যদি কারো উযূ বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ-এর অভিমত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : যদি তাশাহ্হুদ না পড়ে থাকে আর সালাম ফিরিয়ে নেয়, তবে এই অবস্থায়ও তার সালাত হয়ে যাবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, সালাত থেকে হালাল হওয়ার উপায় হ'ল সালাম। সালাতের ক্ষেত্রে তাশাহহুদের বিষয়টি তো সালাম থেকেও নরম। রাসূল ﷺ একবার দুই রাকআতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। পরে সালাত শেষ করেন কিন্তু তাশাহ্হুদ আর পড়েননি।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) বলেন : যদি একজন তাশাহ্হুদ পড়ে নেয় আর সালাম না-ও ফেরায়, তবু তার সালাত হয়ে যাবে। তিনি ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। ইবন মাসঊদ (রা)-কে রাসূল ﷺ যখন তাশাহ্হুদ শিখিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন : তুমি এ থেকে যখন ফারেগ হয়ে যাবে, তখন তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ করে ফেললে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, রাবী আবদুর রহমান ইবন যিয়াদ হলেন ইফরিকী। ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান ও আহমদ ইবন হাম্বল সহ কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ তাকে যঈফ বলেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির সময় নিজ নিজ বাসস্থানে সালাত আদায় করা

٤٠٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ ○

৪০৯. আবূ হাফস আমর ইব্‌ন আলী (র)....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। ঐ সময় একদিন আমরা খুব বৃষ্টির সম্মুখীন হই। তখন রাসূল ﷺ ঘোষণা দিয়ে বললেন, যার ইচ্ছা নিজ নিজ স্থানে সালাত আদায় করতে পারে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ وَأَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِيْهِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رَخَّصَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُعُوْدِ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ وَالطِّيْنِ وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلُ رَوٰى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ حَدِيْثًا ○

وَقَالَ أَبُوْ زُرْعَةَ لَمْ نَرَ بِالْبَصْرَةِ أَحْفَظَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ وَابْنِ الشَّاذَكُوْنِيِّ وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ○

وَأَبُو الْمَلِيْحِ اسْمُهُ عَامِرٌ وَيُقَالُ زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ ○

এই বিষয়ে ইবন উমর, সামুরা, আবুল মালীহ্ তার পিতার সূত্রে এবং আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ বৃষ্টি ও কাদার কারণে জুমু'আ ও জামা'আতে শরীক না হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত এ-ই।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আমি আবূ যুরআ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আফফান ইবন মুসলিম (র) আমর ইবন আলী (র) থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরো বলেন : বসরায় এই তিনজনের চেয়ে অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন আর কাউকে আমি দেখিনি : আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু শাযাকুনী, আমর ইবন আলী।

রাবী আবুল মালীহ ইবন উসামার নাম হ'ল আমির। যায়দ ইবন উসামা ইবন উমায়র আল-হুযালী বলেও কথিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّسْبِيْحِ فِىْ اِدْبَارِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত শেষে তাসবীহ

٤١٠- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ الْبَصْرِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْاَغْنِيَاءَ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ اَمْوَالٌ يُعْتِقُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ فَاِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُوْلُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ مَرَّةً وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَاِنَّكُمْ تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلاَ يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

৪১০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব ইবনুশ শাহীদ বাসরী ও আলী ইবন হুজর (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : কতিপয় দরিদ্র সাহাবী রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে আরয করলেন : হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা যেমন সালাত আদায় করি, ধনীরা (মুমিন)-ও তো তেমন সালাত আদায় করে, আমরা যেমন সিয়াম পালন করি, তারাও তো তেমন সিয়াম পালন করে। কিন্তু তাদের তো ধন-সম্পদ রয়েছে যা দিয়ে তারা দাস আযাদ করে, সাদকা-খয়রাত করে (আমরা তো তা পারি না)।

রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা যখন সালাত সম্পাদন করবে তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দশবার পাঠ করবে। এতে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তী কেউ তোমাদের অগ্রে যেতে পারবে না।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَاَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ ذَرٍّ ০

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ০

وَفِى الْبَابِ اَيْضًا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالْمُغِيْرَةِ ০

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ خَصْلَتَانِ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ اللّٰهَ عِنْدَ مَنَامِهِ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَيَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَيُكَبِّرُهُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ ০

এই বিষয়ে কা'ব ইবন 'উজরা, আনাস, আবদুল্লাহ্ ইবন আমর, যায়দ ইবন সাবিত, আবুদ্ দারদা, ইবন উমর ও আবূ যর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : দু'টি অভ্যাস এমন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি এই দু'টির সংরক্ষণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে : প্রত্যেক সালাতের শেষে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ, চৌত্রিশবার আল্লাহ আকবার পাঠ করবে; নিদ্রা গমনের সময় দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহ আকবার পাঠ করবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِى الطِّيْنِ وَالْمَطَرِ

অনুচ্ছেদ : কাদা ও বৃষ্টিতে সওয়ারীর উপর সালাত আদায়

٤١١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِيُّ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ مَسِيْرٍ فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيْقٍ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَأَذَّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُوْمِىْ إِيْمَاءً يَجْعَلُ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ ○

৪১১. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র)....ইয়া'লা ইবন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তারা একবার রাসূল ﷺ এর সঙ্গে সফরে ছিলেন। চলতে চলতে তারা একটা সংকীর্ণ স্থানে গিয়ে উপনীত হলেন। সালাতের সময় হয়ে গেল। এমন সময় বৃষ্টি ঝরতে শুরু করে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের উপরে ঝরছিল বৃষ্টি আর নীচে ছিল কাদা। রাসূল ﷺ সওয়ারীতে আরোহী অবস্থায়ই আযান ও ইকামত দিতে নির্দেশ দিলেন। পরে নিজে আরোহী অবস্থায়ই সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাদের নিয়ে ইশারায় সালাত আদায় করলেন। রুকূ-এর তুলনায় সিজদায় আরো বেশি ঝুঁকে আদায় করেছিলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الرَّمَّاحِ الْبَلْخِيُّ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ ○

وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ○

وَكَذٰلِكَ رُوِىَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ عَلَى دَابَّتِهِ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব। কেবলমাত্র উমর ইবন রিমাহ আল-বালখী (র) এর রিওয়ায়াত করেছেন। আর এই বর্ণনাটি ছাড়া তার আর কোন পরিচিতি নেই।

তবে একাধিক আলিম এই বিষয়ে রিওয়ায়াত করেছেন।

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি কাদা-পানিতে তার বাহনে আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করেছেন।

আলিমগণ এতদনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِجْتِهَادِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাত আদায়ে শ্রম স্বীকার করা

٤١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ اَتَتَكَلَّفُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ○

৪১২. কুতায়বা ও বিশর ইবন মুআয (র)....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ এমন সালাত আদায় করেছেন যে, তাঁর উভয় পা ফুলে গিয়েছিল। তখন তাঁকে বলা হ'ল : আপনি এত কষ্ট করছেন অথচ আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিই তো মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন : তবে কি আমি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ

অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন বান্দার সর্ব প্রথম হিসাব হবে সালাতের

٤١٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيْصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ اِنِّىْ سَاَلْتُ اللّٰهَ اَنْ يَرْزُقَنِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِىْ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ

مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَنْفَعَنِىْ بِهٖ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلَاتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ شَيْئٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ۝

৪১৩. আলী ইবন নাসর ইবন আলী আল-জাহযামী (র)-হুরায়স ইবন কাবীসা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি একবার মদীনায় এলাম। দু'আ করলাম : হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য একজন নেক সঙ্গী লাভ সহজ করে দাও। পরে আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর দরবারে গিয়ে বসলাম। বললাম : একজন নেক সঙ্গী জুটিয়ে দিতে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলাম। মেহেরবানী করে আপনি রাসূল ﷺ থেকে যে হাদীস শুনেছেন তা আমাকে শুনান। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্ব প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের। যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয়, তবে সে হবে কল্যাণপ্রাপ্ত ও সফলকাম। আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয়, তবে সে হবে অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত। ফরযের মধ্যে যদি কোন ত্রুটি দেখা যায়, তবে মহান প্রভু বলবেন : লক্ষ্য কর, আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কি? তা দিয়ে তার ফরযের যতটুকু ত্রুটি আছে তা পূরণ করে দাও। পরে এতদনুসারেই হবে অন্যান্য সব আমলের অবস্থা।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ۝

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ۝

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوٰى بَعْضُ اَصْحَابِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَالْمَشْهُوْرُ هُوَ قَبِيْصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ۝

وَرُوِىَ عَنْ اَنَسِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا۝

এই বিষয়ে তামীম আদ্-দারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই সনদে বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াতটি হাসান-গারীব।

অন্য সনদেও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

হাসান বসরী (র)-এর শাগরিদের কেউ কেউ হাসান .... কাবীসা ইবন হুরায়স সূত্রে অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কাবীসা ইবন হুরায়সই হ'ল প্রসিদ্ধ।

আনাস ইবন হাকীম সনদে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রেও রাসূল ﷺ থেকে এরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ وَمَالَهُ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ : রাত-দিনে বার রাকআত সুন্নাত সালাত আদায়ের ফযীলত

٤١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ○

৪১৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি (রা) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত বার রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দিবেন : যোহরের পূর্বে চার রাকআত, এরপর দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত এশার পর দু'রাকআত, ফজরের পূর্বে দু'রাকআত।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى مُوسٰى وَابْنِ عُمَرَ○

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ○

وَمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ○

এই বিষয়ে উম্মু হাবীবা, আবূ হুরায়রা, আবূ মূসা ও ইবন উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি এই সনদে গারীব।

কতক হাদীস বিশেষজ্ঞ রাবী মুগীরা ইবন যিয়াদের স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

٤١٥- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ هُوَ ابْنُ إِسْمٰعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ○

৪১৫. মুহম্মদ ইবন গায়লান (র) .... উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন; যে ব্যক্তি রাত-দিনের বার রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে : যোহরের পূর্বে চার রাকআত, এরপর দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত, এশার পর দু'রাকআত, ভোরের সালাত ফজরের পূর্বে দু'রাকআত।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَحَدِيْثُ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَنْبَسَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই বিষয়ে আম্বাসা সূত্রে বর্ণিত উম্মু হাবীবা (রা)-এর রিওয়ায়াতটি হাসান-সহীহ।

আম্বাসা থেকে অন্য সনদেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত)-এর ফযীলত

٤١٦- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التِّرْمِذِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا○

৪১৬. সালিহ ইবন আবদুল্লাহ (রা)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ফজরের দু'রাকআত সালাত দুনিয়া এবং এর সবকিছু থেকে উত্তম।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ○

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

وَقَدْ رَوٰى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ التِّرْمِذِىِّ حَدِيْثَ عَائِشَةَ○

এই বিষয়ে আলী ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন; আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রা)-ও সালিহ ইবন আবদিল্লাহ আত্-তিরমিযী (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَخْفِيْفِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَمَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِيْهِمَا

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) সংক্ষিপ্ত করা এবং তাতে নবী ﷺ-এর কিরআত

٤١٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُوْعَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِىَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِهِ قُلْ يٰأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ○

৪১৭. মাহমূদ ইবন গায়লান ও আবূ আম্মার (রা)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি একমাস পর্যন্ত রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করেছি। তিনি ফজরের পূর্বের দু'রাক'আতে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَفْصَةَ وَعَائِشَةَ○

قَالَ أَبُوْعِيسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ○

وَلاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ أَحْمَدَ وَالْمَعْرُوْفُ عِنْدَ النَّاسِ حَدِيْثُ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِيْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ هٰذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا○

وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ثِقَةٌ حَافِظٌ قَالَ سَمِعْتُ بُنْدَارًا يَقُوْلُ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ حِفْظًا مِنْ أَبِيْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ○

وَأَبُوْ أَحْمَدَ اِسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوْفِيُّ الأَسَدِيُّ○

এই বিষয়ে ইবন মাসঊদ, আনাস, আবূ হুরায়রা, ইবন আব্বাস, হাফসা ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। সাওরীর বরাতে আবূ ইসহাকের রিওয়ায়াত আবূ আহমাদের সনদ ব্যতীত আছে কিনা আমরা জানি না।

হাদীসবিদগণের নিকট প্রসিদ্ধ হ'ল ইসরাঈলের সূত্রে আবূ ইসহাকের রিওয়ায়াত।

আহমদ....ইসরাঈল (র) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

আবূ আহমদ যুবায়রী হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ত। রাবী বলেন, আমি বুন্দারকে বলতে শুনেছি, আবূ আহমদ যুবায়রী থেকে অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন আমি আর কাউকে দেখিনি।

আবূ আহমদ আয-যুবায়রী বিশ্বস্ত ও হাফিযুল হাদীস রাবী।

তাঁর নাম হ'ল, মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন আয-যুবায়র, আল-কূফী আল-আসাদী।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْكَلاَمِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের পর কথা বলা

٤١٨ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَىَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِيْ وَإِلاَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ○

৪১৮. ইউসুফ ইবন ঈসা আল-মারওয়াযী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর কোন প্রয়োজন থাকলে রাসূল ﷺ আমার সাথে কথা বলতেন, আর তা না হলে সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন।

قَالَ اَبُوعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمِ الْكَلاَمَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ حَتّٰى يُصَلِّىْ صَلاَةَ الْفَجْرِ اِلاَّ مَاكَانَ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَوْمِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী ও অন্যান্য আলিমগণ সুবহে সাদিকের পর থেকে ফজরের সালাত আদায় না করা পর্যন্ত আল্লাহর যিকর বা প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কথা বলা মাকরূহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : সুবহে সাদিকের পর ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) ব্যতীত অন্য কোন (নফল) সালাত নেই

٤١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِبْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ يَسَارٍ مَوْلٰى ابْنِ عُمَرَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَصَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ اِلاَّ سَجْدَتَيْنِ ○

৪১৯. আহমদ ইবন আবদা আয-যাববী (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সুবহে সাদিকের পর পর দু'সিজদা (দু'রাকআত সুন্নাত) ব্যতীত কোন সালাত নেই।

وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيْثِ اِنَّمَا يَقُوْلُ لاَصَلاَةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلاَّرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ○

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَفْصَةَ ○

قَالَ اَبُوعِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوْسٰى وَرَوٰى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ○

وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْعِلْمِ كَرِهُوْا اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلاَّرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ○

হাদীসটির মর্ম হলো, সুবহে সাদিকের পর দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত (নফল) কোন সালাত নাই।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আম্‌র ও হাফসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। কুদামা ইবন মূসা-এর সূত্র তীত এটির রিওয়ায়াত আছে বলে আমরা জানি না। তবে তার সনদে একাধিক রাবী এটি বর্ণনা করেছেন।

আলিমগণ এই বিষয়ে সকলেই একমত। ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ছাড়া সুবহে সাদিকের পর অন্য সালাত দায় করা মাকরূহ বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাতের) পর শয়ন করা

٤٢٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَا
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ۝

৪২০. বিশ্‌র ইবন মু'আয আল-আক্‌দী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ রেন : তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করে নেয়, তখন সে যেন ডান কাতে (কিছুক্ষণ) য় থাকে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ۝

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِى بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ۝

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَفْعَلَ هٰذَا اِسْتِحْبَابًا ۝

এই বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ; তবে সনদে গারীব।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার ঘরে রাসূল ﷺ যখন ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন ন এরপর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

কতক আলিম এইরূপে শোয়া মুস্তাহাব বলে অভিমত দিয়েছেন।

بَابُ مَاجَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَاصَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

নুচ্ছেদ : যখন সালাতের ইকামত হয়ে যাবে তখন ফরয সালাত ছাড়া সালাত নাই

٤٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِ
قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَاصَلَاةَ
الْمَكْتُوبَةَ ۝

৪২১. আহমদ ইবন মানী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যখন সালাতের ইকামত হয়ে যায় তখন ফরয সালাত ছাড়া অন্য কোন সালাত নাই।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ بُحَيْنَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَسٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَهٰكَذَا رَوٰى اَيُّوْبُ وَوَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ○

وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَلَمْ يَرْفَعَاهُ وَالْحَدِيْثُ الْمَرْفُوْعُ اَصَحُّ عِنْدَنَا ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ اَنْ لَّا يُصَلِّى الرَّجُلُ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ ○ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ ○

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ○

رَوَاهُ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىُّ الْمِصْرِىُّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا ○

এই বিষয়ে ইবন বুহায়না, আব্দুল্লাহ ইবন আম্র, আব্দুল্লাহ ইবন সারজিস, ইবন আব্বাস এবং আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আয়্যূব, ওয়ারকা ইবন উমর, যিয়াদ ইবন সা'দ, ইসমাঈল ইবন মুসলিম এবং মুহাম্মদ ইবন জুহাদা ও আমর ইবন দীনার (র) ....আতা ইবন ইয়াসার....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাম্মাদ ইবন যায়দ ও সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না (র)-ও আম্র ইবন দীনার (র) থেকে একটি রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তারা এটি মারফূ হিসাবে রিওয়ায়াত করেন নি। তবে মারফূ হিসাবে বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই আমাদের মতে অধিক সহীহ।

সাহাবী এবং অন্যান্য আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন যে, যখন সালাতের ইকামত হয়ে যায় তখন কেউ ফরয ব্যতীত কোন সালাত আদায় করবে না। সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত ও এ-ই।[১]

এই হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।

আয়্যাশ ইবন আব্বাস আল-কিতয়ানী আল-মিসরী (র)-ও আবূ সালামা সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন : জামাআত হারানোর আশংকা না হলে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত এই সময়ও পড়া যাবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيمَنْ تَفُوْتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : কারো যদি ফজরের পূর্বের দু'রাকআত (সুন্নাত) ছুটে যায় তবে ফজরের ফরযের পর তা আদায় করবে

٤٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي فَقَالَ مَهْلاً يَاقَيْسُ أَصَلاَتَانِ مَعًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ فَلاَ إِذَنْ۝

৪২২. মুহাম্মদ ইবন আম্র আস্‌-সাওয়াক (র.)....কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। সালাতের ইকামত দেওয়া হলো, আমিও তাঁর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত থেকে ফিরে তিনি আমাকে সালাতরত দেখতে পেলেন। বললেন : হে কায়স! থাম, একই সাথে দুই সালাত পড়ছ! আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমি ফজরের দু'রাকআত সুন্নত পড়তে পারিনি। তিনি বললেন : তা হলে অসুবিধা নেই।

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لاَنَعْرِفُهُ مِثْلَ هٰذَا إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ۝

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَإِنَّمَا يُرْوَى هٰذَا الْحَدِيْثُ مُرْسَلاً۝

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُّصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ۝

قَالَ أَبُوْعِيْسَى وَسَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ أَخُوْيَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ۝

قَالَ وَقَيْسٌ هُوَ جَدُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَيُقَالُ هُوَ قَيْسُ بْنُ عَمْرٍو وَيُقَالُ هُوَ قَيْسُ بْنُ فَهْدٍ

وَإِسْنَادُ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ۝

وَرَوَى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قَيْسًا۝

وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সা'দ ইবন সাঈদের সনদ ব্যতীত মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (র)-এর হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

সুফইয়ান ইবন উয়ায়না বলেন : আতা ইবন আবী রাবাহ এই হাদীসটি সা'দ ইবন সাঈদ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত।

মক্কাবাসী আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে অভিমত দিয়েছেন। তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফরযের পর দু'রাকআত কাবলাল ফজর সুন্নাত আদায় করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সা'দ ইবন সাঈদ হলেন ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর ভাই।

কায়স (রা) হলেন ইয়াহিয়া ইবন সাঈদ-এর পিতামহ। বলা হয় তিনি হলেন কায়স ইবন আম্র; কথিত আছে যে, তিনি হলেন কায়স ইবন ফাহ্দ।

এই হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। রাবী মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম আত্-তায়মী (র) সরাসরি কায়স (রা) থেকে হাদীস শোনেননি।

কেউ কেউ এই হাদীসটি সা'দ ইবন সাঈদ সূত্রে মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বের হয়ে কায়স (রা)-কে দেখলেন....।

আর এ বক্তব্যটি আবদুল আযীয ... সা'দ ইবন সাঈদ সূত্রে বর্ণিত বক্তব্য থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ : ফরযের পূর্বে ফজরের দু'রাকআত (সুন্নাত) আদায় না করা গেলে সূর্যোদয়ের পর এই দু'রাকআত আদায় করা

٤٢٣ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ ○

৪২৩. উকবা ইবন মুকরাম আল-আম্মী আল-বাসরী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি ফরযের পূর্বে ফজরের দু'রাকআত আদায় না করে থাকে, তবে সে যেন সূর্যোদয়ের পর তা আদায় করে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ قَالَ وَلاَنَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هَمَّامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ هٰذَا إِلاَّ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاَبِىُّ ○

وَالْمَعْرُوْفُ مِنْ حَدِيْثِ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সূত্র ছাড়া আমরা হাদীসটি সম্পর্কে কিছু জানি না।

ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই ধরনের আমল করেছেন।

কতক আলিমও এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। সুফইয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ও ইবন মুবারকেরও অভিমত এ-ই। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই সনদে হাম্মাম (র) থেকে আমর ইবন আসিম আল-কিলাবী (র) ছাড়া আর কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।

প্রসিদ্ধ হল কাতাদা....নাযর ইবন আনাস....বশীর ইবন নাহীক....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাকআত যদি কেউ পায়, তবে সে ফজরের সালাত পেল।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ : যোহরের পূর্বে চার রাকআত

٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ○

৪২৪. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং এরপর দু'রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন।

قَالَ وَفِىْ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ حَبِيْبَةَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ عَلِىٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

قَالَ اَبُوْبَكْرٍ الْعَطَّارُ قَالَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلٰى حَدِيْثِ الْحٰرِثِ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَخْتَارُوْنَ اَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَاِسْحَاقَ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ ○

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ ○

এই বিষয়ে আয়েশা ও উম্মু হাবীবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

আবূ বকর আল-'আত্তার (র)....সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : হারিস (আল-আওয়ার) -এর রিওয়ায়াতের তুলনায় রাবী আসিম ইবন যামরার রিওয়ায়াত অধিক মর্যাদাসম্পন্ন তা আমরা জানি।

অধিকাংশ সাহাবী এবং পরবর্তী আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। যোহরের পূর্বে চার রাকআত আদায় করা পসন্দীয় বলে তারা মনে করেন। (ইমাম আবূ হানীফা), সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।

কতক আলিম বলেন : রাতের হোক বা দিনের, (ফরয ছাড়া অন্যান্য) সালাত হলো দু'রাকআত দু'রাকআত করে। তারা প্রতি দু'রাক'আতের মাঝে ব্যবধান হওয়ার অভিমত পোষণ করেন। ইমাম শাফিঈ ও আহমদের অভিমত এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ : যোহরের পর দু'রাকআত

٤٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا○

৪২৫. আহমদ ইবন মানী' (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল -এর সঙ্গে যোহরের পূর্বে দু'রাকআত এবং এর পর দু'রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করেছি।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَعَائِشَةَ○

قَالَ اَبُوْعِيسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ○

এই বিষয়ে আলী ও আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ।

بَابٌ مِنْهُ اٰخَرُ

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْعَتَكِىُّ الْمَرْوَزِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهُ○

৪২৬. আবদুল ওয়ারিস ইবন উবায়দুল্লাহ্ আল-আতাকী আল-মারওয়াযী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ যোহরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) আদায় না করতে পারলে যোহরের পর তা আদায় করতেন।

قَالَ اَبُوْعِيسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ الْمُبَارَكِ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ○

وَقَدْ رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ نَحْوَ هٰذَا وَلاَنَعْلَمُ اَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيْعِ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্রেই আমরা ইবন মুবারক (র)-এর রিওয়ায়াত সম্পর্কে জানতে পারি।

কায়স ইবনুর রাবী (র) শু'বা....খালিদ আল-হাজযা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শু'বা (র) থেকে খালিদ আল-হাজযা ছাড়া আর কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

আব্দুর রহমান ইবন আবী লায়লা (র) সূত্রেও রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الشُّعَيْثِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ○

৪২৭. আলী ইবন হুযর (র)....উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং এর পর চার রাকআত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ○

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

এই সূত্র ছাড়াও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٤٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ التِّنِّيْسِيُّ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ هُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ اُخْتِيْ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ○

৪২৮. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আল-বাগদাদী (র)....আম্বাসা ইবন আবী সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমার বোন রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, রাসূল

ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নিয়মিত যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং এরপর চার রাকআত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

قَالَ أَبُوعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ○

وَالْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُكْنٰى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ شَامِيٌّ وَهُوَ صَاحِبُ أَبِيْ أُمَامَةَ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটি হাসান-সহীহ এবং এই সনদে গারীব।

রাবী কাসিম হলেন ইবন আব্দির রহমান। আবূ আব্দির রাহমান তার উপনাম। তিনি ছিলেন আব্দুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মুআ'বিয়ার মাওলা বা আযাদকৃত দাস। শামে বসবাস করতেন। তিনি সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাবী এবং প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ আবূ উমামার শাগ্রিদ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ : আসরের পূর্বে চার রাকআত

٤٢٩- حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْعَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِىُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ○

৪২৯. বুনদার মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আলী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আসরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) আদায় করতেন। মাঝে (তাশাহহুদ পাঠকালে) আল্লাহ্‌র মুকাররাব ফেরেশতা ও তাঁদের অনুসারী মুসলিম ও মুমিনদের উপর সালাম পেশ করতেন।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو○

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ○

وَاخْتَارَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنْ لَايَفْصِلَ فِى الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاحْتَجَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ إِسْحٰقُ وَمَعْنٰى أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ يَعْنِى التَّشَهُّدَ○

وَرَاَى الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى يَخْتَارَانِ الْفَصْلَ فِى الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ○

এই বিষয়ে ইবন উমর ও আবদুল্লাহ্ ইবন আম্র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আসরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত দু'রাকআত করে) আলাদা আলাদা ন করার বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন। তিনি আলী (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। এই হাদীে উল্লেখিত "সালাম দ্বারা এর মাঝে ব্যবধান করতেন" কথাটির মর্ম হল তিনি দু'রাকআত-এর মাঝে তাশাহ্হু পাঠ করতেন।

ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র)-এর অভিমত হ'ল, রাত ও দিনের (নফল) সালাত হবে দুই-দুই রাকআত করে সুতরাং তারা আসরের পূর্বেও এই ক্ষেত্রে দু'রাকআত করে আলাদা আলাদা আদায় করা পসন্দ করেন।

٤٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ الُوا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ال رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ○

৪৩০. ইয়াহ্ইয়া ইবন মূসা, আহমদ ইবন ইবরাহীম, মাহমূদ ইবন গায়লান প্রমুখ (র)....ইবন উমর (রা থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন যে ব্যক্তি আসরে পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) আদায় করে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের দু'রাকআত (সুন্নাত) এবং এর কিরাআত

٤٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَعْدَانَ ن عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ للّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ للّٰهُ أَحَدٌ○

৪৩১. আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (রা)....আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি কতবার যে রাসূল ﷺ-কে পাঠ করতে শুনেছি তা গুণতে পারব না, তবে আমি অসংখ্যবার শুনেছি তিঁ মাগরিবের পর দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দু'রাকআত সুন্নাতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ প করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمٍ ○

এই বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। আব্দুল মালিক ইবন মা'দান....আসিম (রা) সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّهُ يُصَلِّيْهِمَا فِى الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : এই দু'রাকআত ঘরে আদায় করা

٤٣٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهِ ○

৪৩২. আহমদ ইবন মানী' (রা)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর ঘরে মাগরিবের পর দু'রাকআত (সুন্নাত) আদায় করেছি।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

এই বিষয়ে রাফি ইবন খাদীজ ও কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٤٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِىُّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيْهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الاٰخِرَةِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ ○

৪৩৩. হাসান ইবন আলী আল-হুলওয়ালী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ রাত-দিনে দশ রাকআত (ফরয ব্যতীত) সালাত আদায় করতেন বলে আমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত রেখেছি.... যোহরের পূর্বে দু'রাকআত, এর পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত, এশার পর দু'রাকআত আর উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ফজরের পূর্বে দু'রাকআত আদায় করতেন।

هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٤٣٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ۝

৪৩৪. হাসান ইবন আলী (র)....ইবন উমর (রা) সূত্রেও রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ التَّطَوُّعِ وَسِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের পর ছয় রাকআত (নফল) সালাত আদায়ের ফযীলত

٤٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ يَعْنِى مُحَمَّدَ بْنَ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ اَبِىْ خَثْعَمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً۝

৪৩৫. আবূ কুরায়ব অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনুল আলা আল-হামদানী আল-কূফী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি মাগরিবের পর ছয় রাকআত (নফল) আদায় করে এবং এর মাঝে সে যদি কোন মন্দ কথা না বলে, তবে তাকে বার বছর ইবাদত করার সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হয়।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ۝

قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ خَثْعَمٍ۝

قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : মাগরিবের পর কেউ যদি বিশ রাকআত (নফল) সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। যায়দ ইবনুল হুবাব....উমর ইবন আবী খাসআম সূত্র ছাড়া এটি বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না।

মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি, উমর ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আবী খাসআম মুনকারুল হাদীস (তাঁর হাদীস প্রত্যাখ্যাত)। তিনি তাকে খুবই যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ : এশার পর দু'রাকআত

٤٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنِ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ ○

৪৩৬. আবূ সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন : রসূল ﷺ যো হরের পূর্বে দু'রাকআত, এরপর দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত, এশার পর দু'রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

এই বিষয়ে আলী ও ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) থেকে আব্দুল্লাহ্ ইবন শাকীক (র) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ صَلاَةَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى

অনুচ্ছেদ : সালাতুল লায়ল (রাতের নফল) সালাত হ'ল দু'রাকআত দু'রাকআত করে

٤٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ وَاجْعَلْ اٰخِرَ صَلاَتِكَ وِتْرًا ○

৪৩৭. কুতায়বা (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : রাতের সালাত হ'ল দু'রাকআত করে। তবে ভোর হয়ে যাওয়ার যদি আশংকা হয় তবে এক রাকআত যোগ করে বিতর পড়ে নিবে। বিতরকে তুমি তোমার শেষ সালাত বানাবে।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ صَلاَةَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই বিষয়ে আম্র ইবন আবাসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। রাতের সালাত হ'ল দু'রাকআত করে। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ صَلاَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল লায়লের ফযীলত

٤٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ۝

৪৩৮. কুতায়াবা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : রমযান মাসের আল্লাহ্‌র মাস মুহর্‌রমের রোযা হ'ল সবচেয়ে আফযাল আর ফরযের পর সবচেয়ে ফযীলতের হ'ল রাতের সালাত

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَبِلاَلٍ وَاَبِىْ اُمَامَةَ۝

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۝

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَاَبُوْ بِشْرٍ اِسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ وَحْشِيَّةَ وَاسْمُ اَبِىْ وَحْشِيَّةَ اِيَاسٌ۝

এই বিষয়ে জাবির, বিলাল ও আবূ উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী আবূ বিশ্‌র-এর নাম হ'ল জা'ফর ইবন ইয়াস। ইনিই হলেন জা'ফর ইবন ওয়াহ্‌শিয়্যা।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ وَصْفِ صَلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর সালাতুল লায়লের বিবরণ

٤٣٩- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَفِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا

فَلَاتَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي اَرْبَعًا فَلَاتَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ ○

৪৩৯. ইস্‌হাক ইবন মূসা আল-আনসারী (র)....আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন রমযানে রাসূল ﷺ-এর সালাত ছিল কেমন? উত্তরে তিনি বললেন : রমযান বা অন্যান্য মাসে রাসূল ﷺ এগার রাকআতের বেশি সালাত আদায় করতেন না। (প্রথম) চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। এ যে কত সুন্দর ছিল এবং কত দীর্ঘ হতো সে সম্পর্কে আমায় তোমরা জিজ্ঞেস করো না। এরপর আরো চার রাকআত আদায় করতেন। এ যে কত সুন্দর ছিল এবং কত যে তা দীর্ঘ হতো সে সম্পর্কে তোমরা আমায় জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি তিন রাকআত (বিতর) আদায় করতেন।

আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বিতর আদায় না করে শুয়ে পড়েন? তিনি বললেন : হে আয়েশা! আমার দু'চোখ ঘুমায় আমার হৃদয় ঘুমায় না।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٤٤٠- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ○

৪৪০. ইসহাক ইবন মূসা আল-আনসারী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ রাতে এগার রাকআত সালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে এক রাকআত বিত্‌র হিসাবে করতেন। এই সালাত সম্পাদনের পর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

٤٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ ○

৪৪১, কুতায়বা (র)....ইবন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

٤٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ○

৪৪২. আবূ কুরায়ব (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ রাতে তের রাকআত সালাত আদায় করতেন।

قَالَ اَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۝

وَاَبُوْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ اِسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবূ জামরা আয-যুবাঈ-এর নাম হলো নাসর ইবন ইমরান আয-যুবাঈ।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

٤٤٣- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ۝

৪৪৩. হান্নাদ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ রাতে নয় রাকআত সালাত আদায় করতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ۝

قَالَ اَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ۝

এই বিষয় আবূ হুরায়রা, যায়দ ইবন খালিদ ও ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।
ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি এই সনদে হাসান-সহীহ-গারীব।

٤٤٤- رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَ هٰذَا حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ ۝

৪৪৪. সুফইয়ান সাওরী (র)-ও আমাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ اَبُوْ عِيسَى وَاَكْثَرُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ وَاَقَلُّ مَا وُصِفَ مِنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ تِسْعُ رَكَعَاتٍ ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সালাতুল লায়ল সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত সর্বাধিক হ'ল বিতরসহ তের রাকআত আর সর্ব নিম্ন পরিমাণ হ'ল নয় রাকআত।

بَابٌ اِذَا نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ صَلَّى بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ সালাতুল লায়ল না পড়ে শুয়ে গেলে দিনে আদায় করে নিতেন

٤٤٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذٰلِكَ النَّوْمُ اَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ۝

৪৪৫. কুতায়বা (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ যদি ঘুম বা তন্দ্রার কারণে রাতের সালাত পুরা না করতে পারতেন তবে দিনে বার রাকআত আদায় করতেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَسَعْدُ بْنُ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَامِرٍ هُوَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ○

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَكَانَ يَؤُمُّ فِيْ بَنِيْ قُشَيْرٍ فَقَرَاَ يَوْمًا فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ- فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ خَرَّ مَيِّتًا فَكُنْتُ فِيْمَنْ اِحْتَمَلَهُ اِلٰى دَارِهِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী সা'দ হলেন ইবন হিশাম ইবন আমির আল-আনসারী। হিশাম ইবন আমির (রা) ছিলেন রসূল ﷺ-এর সাহাবী।

আব্বাস ইবন আবদিল আযীম আল-আম্বারী (র)....বাহয ইবন হাকীম (র) থেকে বর্ণিত যে, যুরারা ইবন আওফা (র) ছিলেন বসরার কাযী। তিনি বনূ কুশায়র-এ ইমামতি করতেন। একদিন তিনি ফজরের সালাতে নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং তখনই ইন্তিকাল করেন :

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ - فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ ○

"যে দিন ফুৎকার দেওয়া হবে শিঙ্গায়, সেই দিন হবে এক সংকটময় দিন" (৭৪ : ৮) যারা তাঁর লাশ তাঁর ঘরে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, আমি তাদের একজন ছিলাম।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ نُزُوْلِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন

٤٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ اللّٰهُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِيْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلُ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرُلَهُ فَلَايَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُضِيْءَ الْفَجْرُ ○

৪৪৬, কুতায়াবা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন : আমিই রাজাধিরাজ, যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাককে কবূল করি, যে আমার কাছে যাচ্ঞা করে আমি তাকে দেই, যে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। ফজরের আলো উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَرِفَاعَةَ الْجُهَنِىْ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْ مَسْعُوْدٍ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَعُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ اَوْجُهٍ كَثِيْرَةٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ○

وَرُوِىَ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ يَنْزِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ وَهُوَ اَصَحُّ الرِّوَايَاتِ○

এই বিষয়ে আলী ইবন আবূ তালিব, আবূ সাঈদ, রিফাআ আল-জুহানী, জুবায়র ইবন মুতঈম, ইবন মাসউদ, বূদ্ দারদা এবং উসমান ইবন আবিল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন শিষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নেমে আসেন...... এই রিওয়ায়াতটিই সবচেয়ে সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قِرَاءَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাতের কিরাআত

৪৪৭- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ اِسْحٰقَ هُوَ السَّالَحِيْنِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِاَبِىْ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تَقْرَاُ وَاَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ فَقَالَ اِنِّىْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ ارْفَعْ قَلِيْلًا وَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تَقْرَاُ وَاَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ قَالَ اِنِّىْ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ اخْفِضْ قَلِيْلًا○

৪৪৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) .... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল ﷺ আবূ বাকর -কে বললেন : আমি আপনার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনি তখন তিলাওয়াত করছিলেন। তবে আপনার স্বর নীচু ছিল। তিনি বললেন : আমি যে সত্তার সাথে কথোপকথন করছিলাম (আল্লাহ্) তাঁকেই অবশ্যই চ্ছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন : আপনার আওয়াজকে আরেকটু উঁচু করবেন।

পরে উমর (রা)-কে বললেন : আমি আপনার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনি তখন তিলাওয়াত করছিলেন। আপনার স্বর অত্যন্ত উঁচু ছিল। তিনি বললেন : আমি নিদ্রাতুরদেরকে জাগাচ্ছিলাম আর শয়তানকে বিতাড়িত লাম। রাসূল ﷺ বললেন : আপনি আপনার আওয়াজ আরেকটু নীচু করবেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ هَانِىٍّ وَاَنَسٍ وَاُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ○ وَاِنَّمَا اَسْنَدَهُ يَحْيَى بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَ النَّاسِ اِنَّمَا رَوَاهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ مُرْسَلًا○

এই বিষয়ে আয়েশা, উম্মু হানী, আনাস, উম্মু সালামা ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই বিষয়ে আবূ কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি (৪৪৭ নং) গারীব। এটিকে কেবল ইয়াহইয়া ইবন ইসহাক (র) হাম্মাদ ইবন সালামা (র) থেকে মুসনাদ হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ রাবী এই হাদীসটিকে সাবিত....আব্দুল্লাহ ইবন রাবাহ (র) সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٤٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِىِّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ بِاٰيَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ لَيْلَةً ○

৪৪৮. আবূ বাক্‌র মুহাম্মদ ইবন নাফি আল্-বাসরী (র) ....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূল ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআনের একটি আয়াতেই রাত কাটিয়ে দিলেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটি এই সূত্রে হাসান-গারীব।

٤٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَجْهَرُ فَقَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً ○

৪৪৯. কুতায়বা (র)....আবদুল্লাহ্ ইবন আবী কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূল ﷺ-এর রাতের কিরআত কিরূপ হ'ত?

তিনি বললেন : কোন সময় তিনি কিরাআত আস্তে করতেন আবার কোন সময় জোরেও করতেন, এই সব ধরনের নমুনাই তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়। বললাম : আল্লাহ্‌রই সব প্রশংসা, তিনি তাঁর দীনের বিষয়ে বান্দাদের জন্য রেখেছেন বেশ অবকাশ।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি সহীহ-গারীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِى الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ : নফল সালাত ঘরে আদায় করার ফযীলত

٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ ○

৪৫০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)....যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ ইরশাদ করেন রয সালাত ছাড়া বাকী সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করাই সর্বোত্তম।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ رِوَايَةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ - فَرَوٰى مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى النَّضْ نْ اَبِى النَّضْرِ مَرْفُوْعًا ○

وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَاَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَالْحَدِيْثُ الْمَرْفُوْعُ اَصَحُّ ○

এই বিষয়ে উমর ইবনুল খাত্তাব, জাবির ইবন আবদিল্লাহ, আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, ইবন উমর, আয়েশা বদুল্লাহ ইবন সা'দ ও যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : যায়দ ইবন সাবিত (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

এই হাদীসটির বর্ণনায় মতবিরোধ রয়েছে। মূসা ইবন উকবা ও ইবরাহীম ইবন আবিন-নায্‌র এটি মারফূ সেবে আবার কেউ কেউ এটিকে মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মালিক ইবন আবিন্‌-নাযরও এটিকে রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু মারফূ হিসেবে তিনিও বর্ণনা করেননি। মারফূ সেবে এটির রিওয়ায়াতই অধিক সহীহ।

٤٥١- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ○

৪৫১. ইসহাক ইবন মানসূর (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা মাদের ঘরে (ফরয ব্যতীত অন্যান্য) সালাত আদায় কর। ঘরকে কবর বানিয়ে রেখো না।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

اَبْوَابُ الْوِتْرِ

বিতর অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ فِیْ فَضْلِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরের ফযীলত

٤٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِیْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِیْ مُرَّةَ الزَّوْفِیْ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِیَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ○

৪৫২. কুতায়বা (র)....খারিজা ইবন হুযাফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার রাসূল ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এসে ইরশাদ করলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি সালাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রক্ত বর্ণের বহু উট থেকেও তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এই সালাতটি হ'ল বিত্‌র। এশার সালাত ও সুবহে সাদিক উভয়ের মধ্যবর্তী সময়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য তোমাদের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

قَالَ وَفِی الْبَابِ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَبُرَيْدَةَ وَاَبِیْ بَصْرَةَ الْغِفَارِیِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ بْنِ اَبِیْ حَبِيْبٍ○

وَقَدْ وَهِمَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِيْنَ فِیْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ الزُّرَقِیِّ وَهُوَ وَهَمٌ فِیْ هٰذَا○

وَاَبُوْ بَصْرَةَ الْغِفَارِیُّ اِسْمُهُ حُمَيْلُ بْنُ بَصْرَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ جَمِيْلُ بْنُ بَصْرَةَ وَلَايَصِحُّ○

وَاَبُوْ بَصْرَةَ الْغِفَارِیُّ رَجُلٌ اٰخَرُ يَرْوِیْ عَنْ اَبِیْ ذَرٍّ وَهُوَ اِبْنُ اَخِیْ اَبِیْ ذَرٍّ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবন আম্র, বুরায়দা, আবূ বাসরা গিফারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : খারিজা ইবন হুযাফা বর্ণিত হাদীসটি গারীব। ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীবের সূত্র ছাড়া এটা সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

এই হাদীসটির বেলায় কোন কোন হাদীসবেত্তা বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছেন। রাবী আবদুল্লাহ্ ইবন রাশিদ যাওফীকে আয্-যুরাকীরূপে উল্লেখ করেছেন। অথচ তা ঠিক নয়।

আবূ বাসরা আল-গিফারী হলেন জুমায়ল ইবন বাসরা; কেউ কেউ তাঁকে জামীল ইবন বাসরা বলেন, যা সঠিক নয়।

আর আবূ বাসরা আল-গিফারী হলেন আবূ যর গিফারী (রা) থেকে সর্বশেষ বর্ণনাকারী। ইনি আবূ যর গিফারী (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ

অনুচ্ছেদ : বিতর ফরয নয়

৪৫৩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةَ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَاَهْلَ الْقُرْاٰنِ۝

৪৫৩. আবূ কুরায়ব (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : ফরয সালাতের মত বিত্র জরুরী নয়। রাসূল ﷺ এর পদ্ধতি প্রচলিত রেখে গেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ হচ্ছেন বিতর বা বেজোড়, তিনি বেজোড় হওয়াকে পসন্দ করেছেন। সুতরাং হে কুরআনপন্থীগণ! তোমরা বিত্র আদায় কর।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ۝

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ۝

এই বিষয়ে ইবন উমর, ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আলী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

৪৫৪- وَرَوٰى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَغَيْرُهُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ۝

৪৫৪. সুফইয়ান সাওরী প্রমুখ (র)....আসিম ইবন যাম্রা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেছেন : ফরয সালাতের অনুরূপ বিতরের সালাত অবশ্য করণীয় নয়। এ হ'ল রাসূল ﷺ প্রচলিত এক সুন্নাত।

৪৫৫- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ○

৪৫৫. বুন্দার (র) .... সুফইয়ান সাওরী (র) থেকে আমাদের কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ○

وَقَدْ رَوَاهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ نَحْوَ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ○

এই রিওয়ায়াতটি আবূ বাকর ইবন আয়্যাশ (র)-এর রিওয়ায়ত (৪৫২ নং) থেকে অধিক সহীহ।

মানসূর ইবনুল মু'তামির (র)-ও আবূ ইসহাক (র)-এর সূত্রে আবূ বাকর ইবন আয়্যাশ (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া পসন্দনীয় নয়

৪৫৬- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عِيْسَى بْنِ اَبِيْ عَزَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِيْ ثَوْرٍ الْاَزْدِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ ○

৪৫৬. আবূ কুরায়ব (র)....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাকে নিদ্রাগমনের পূর্বে বিত্র আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

قَالَ عِيْسَى بْنُ اَبِيْ عَزَّةَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ ○

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ○

وَاَبُوْ ثَوْرٍ الْاَزْدِيُّ اسْمُهُ حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ ○

وَقَدْ اِخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اَنْ لَا يَنَامَ الرَّجُلُ حَتّٰى يُوْتِرَ

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ اَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اَوَّلِهِ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ اَنْ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَهِيَ اَفْضَلُ ○

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

ঈসা ইবন আবী আয্‌যা বলেছেন : ইমাম শা'বী রাতের প্রথমভাগেই বিত্‌র আদায় করতেন। প শুতে যেতেন।

এই বিষয়ে আবূ যর আল-গিফারী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি এই সনদে হাসান-গারীব।

রা'বী আবূ সাওর আল-আয্‌দী-এর নাম হ'ল হাবীব ইবন আবী মুলায়কা।

কতক সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিম বিত্‌র আদায় না করে নিদ্রা গমন করা পসন্দ করতেন না।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন : কারো যদি আশংকা হয় যে, সে শেষরাতে জাগ্র হতে পারবে না, তবে সে যেন রাতের প্রথমদিকেই বিত্‌র আদায় করে নেয়। আর শেষরাতে সালাতে দাঁড়ানোর যা কারো বাসনা থাকে, তবে তা তখন আদায় করাই আফযাল। কারণ শেষরাতের কুরআন তিলাওয়াতে রহমতে ফেরেশতারা হাযির হন।

হান্নাদ (র)....জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوِتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَاٰخِرِهٖ

অনুচ্ছেদ : রাতের প্রারম্ভে ও শেষভাগে বিত্‌র আদায় করা

٤٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ اَوَّلَهُ وَاَوْسَطَهُ وَاٰخِرَهُ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ حِيْنَ مَاتَ اِلَى السَّحَرِ ○

৪৫৭. আহমদ ইবন মানী' (র)....মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন : রাতের শুরু, মাঝে, শেষে সব ভাগেই তিনি বিত্‌র আদায় করেছেন। শেষে মৃত্যুর আগে আগে তিনি সেহরীর সময় বিত্‌র আদায় করতেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى اَبُوْ حَصِيْنٍ اِسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَسَدِيُّ ○

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ وَاَبِىْ قَتَادَةَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَهُوَ الَّذِى اخْتَارَهُ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ الْوِتْرُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী আবূ হাসীনের নাম হ'ল উসমান ইবন আসিম আল-আসদী।

এই বিষয়ে আলী, জাবির, আবূ মাসঊদ আল-আনসারী ও আবী কাতাদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন : বিত্‌র হ'ল শেষ রাতে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ الْوِتْرِ بِسَبْعٍ

অনুচ্ছেদ : বিত্‌র সাত রাকআত

٤٥٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ○

৪৫৮, হান্নাদ (র)....উম্মু সালামা (রা) বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ তের রাকআত বিত্‌র করতেন কিন্তু যখন তাঁর বয়স বেশি হয়েছিল এবং তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন সাত রাকআত বিতর করতেন।[১]

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ الْوِتْرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ وَإِحْدٰى عَشْرَةَ وَتِسْعٍ وَسَبْعٍ وَخَمْسٍ وَثَلاَثٍ وَوَاحِدَةٍ ○

قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ مَعْنٰى مَا رُوِىَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ قَالَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ فَنُسِبَتْ صَلاَةُ اللَّيْلِ إِلَى الْوِتْرِ ○

وَرَوٰى فِىْ ذٰلِكَ حَدِيْثًا عَنْ عَائِشَةَ ○

وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْاٰنِ قَالَ إِنَّمَا عَنٰى بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ إِنَّمَا قِيَامُ اللَّيْلِ عَلٰى أَصْحَابِ الْقُرْاٰنِ ○

এই বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উম্মু সালমা বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন ও এক রাকআত বিত্‌র আদায় করেছেন।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম বলেন : "রাসূল ﷺ তের রাকআত বিত্‌র আদায় করতেন"....এই কথাটির মর্ম হ'ল তিনি সালাতুল লায়ল তাহাজ্জুদসহ তের রাকআত বিত্‌র আদায় করতেন। এখানে সালাতুল লায়লকে বিতরের সাথে সম্পর্কিত করে ফেলা হয়েছে।

এই বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত পাওয়া যায়।

---

১. তিনি তাহাজ্জুদের সঙ্গে বিত্‌র আদায় করতেন। এই হিসাবে বিভিন্ন তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যার উল্লেখ হয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর বাণী : "হে কুরআনের অধিকারীগণ! তোমরা বিত্‌র আদায় কর"....দ্বারা ইমাম ইসহাক দলীল পেশ করেন, এখানে 'বিত্‌র' শব্দে কিয়ামুল লায়ল বা রাতের সালাত তাহাজ্জুদকে বুঝান হয়েছে। তিনি আরো বলেন : কুরআনের অধিকারীদের জন্য কিয়ামুল লায়ল জরুরী।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوِتْرِ بِخَمْسٍ

অনুচ্ছেদ : বিত্‌র পাঁচ রাকআত

٤٥٩- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْكَوْسَجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذَالِكَ بِخَمْسٍ لَايَجْلِسُ فِى شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِى اٰخِرِهِنَّ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ۝

৪৫৯. ইসহাক ইবন মানসূর (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-এর রাতের সালাত ছিল তের রাকআত। এর মধ্যে পাঁচ রাকআত বিতর আদায় করতেন। এই পাঁচ রাকআতের শেষ রাকআত ছাড়া আর কোথাও বসতেন না। পরে মুআয্‌যিন (ফজরের) আযান দিলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত সালাত (সুন্নাত) আদায় করতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى أَيُّوْبَ۝

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۝

وَقَدْ رَاٰى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمُ الْوِتْرَ بِخَمْسٍ وَقَالُوْا لَا يَجْلِسُ فِى شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ۝

এই বিষয়ে আবূ আইয়ূব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক সাহাবী ও আলিম বিতর সালাত পাঁচ রাকআত বলে মনে করেন। তারা বলেন : এই পাঁচ রাকআতের শেষ রাকআত ভিন্ন আর কোথাও বসবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ

অনুচ্ছেদ : বিত্‌র তিন রাকআত

٤٦٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ اٰخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ۝

৪৬০. হান্নাদ (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ তিন রাকআত বিত্‌র করতেন। এতে তিনি 'মুফাস্‌সাল'-এর নয়টি সূরা তিলাওয়াত করতেন। প্রতি রাকআতে পড়তেন তিনটি করে। শেষ সূরাটি হতো قُلْ... هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (সূরা ইখলাস)।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ اَيُّوْبَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَيُرْوٰى اَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ هٰكَذَا رَوٰى بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ عَنْ اُبَىٍّ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اُبَىٍّ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ اِلٰى هٰذَا وَرَاَوْا اَنْ يُوْتِرَ الرَّجُلُ بِثَلاَثٍ○

قَالَ سُفْيَانُ اِنْ شِئْتَ اَوْتَرْتَ بِخَمْسٍ وَاِنْ شِئْتَ اَوْتَرْتَ بِثَلاَثٍ وَاِنْ شِئْتَ اَوْتَرْتَ بِرَكْعَةٍ قَالَ سُفْيَانُ وَالَّذِىْ اَسْتَحِبُّ اَنْ اُوْتِرَ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ○

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانُوْا يُوْتِرُوْنَ بِخَمْسٍ وَبِثَلاَثٍ وَبِرَكْعَةٍ وَيَرَوْنَ كُلَّ ذٰلِكَ حَسَنًا○

এই বিষয়ে ইমরান ইবন হুসায়ন, আয়েশা, ইবন আব্বাস, আবূ আইয়্যুব, উবাই ইবন কা'ব, আবদুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবন আব্‌যা (রা) সূত্রে সরাসরি রাসূল ﷺ থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী এই ধরনের রিওয়ায়াত করেছেন। তারা মাঝে উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর উল্লেখ করেননি। আর কোন কোন রাবী উবাই (রা)-এর নাম মাঝে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সাহাবী ও পরবর্তী যুগের বহু আলিম এই হাদীস অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন : বিত্‌র হ'ল তিন রাকআত। [ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এরও এই মত]।

সুফইয়ান (র) বলেন : ইচ্ছা করলে পাঁচ রাকআত, ইচ্ছা করলে তিন রাকআত বা এক রাকআতও বিত্‌র হিসাবে পড়া যায়। তবে আমার নিকট পসন্দনীয় হ'ল তিন রাকআত পড়া। এ হ'ল ইবন মুবারক ও কূফাবাসী ফকীহগণেরও অভিমত।

সাঈদ ইবন ইয়াকূব আত্‌-তালেকানী (র)....মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : তারা (সাহাবী ও তাবি'ঈগণ) পাঁচ বা তিন বা এক রাকআত বিত্‌র আদায় করা যায় বলে মনে করতেন এবং এর সব কটিকেই ভাল বলে জানতেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ : বিত্‌র এক রাকআত

٤٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ اُطِيْلُ فِىْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَكَانَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ وَالْاَذَانُ فِيْ اُذُنِهِ يَعْنِى يُخَفِّفُ○

৪৬১. কুতায়বা (র)....আনাস ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) কি দীর্ঘ করব? তিনি বললেন : রসূল ﷺ-এর রাতের সালাত হতো দুই রাকআত করে। তিনি বিত্‌র করতেন এক রাকআত। আর (ফজরের) দুই রাকআত (সুন্নাত) এমনভাবে আদায় করতেন যে, আযানের আওয়াজ তখনো তাঁর কানে বাজত।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ اَيُّوبَ وَابْنِ عَبَّاسٍ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ○ رَاَوْا اَنْ يَفْصِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ○

এই বিষয়ে আয়েশা, জাবির, ফযল ইবন আব্বাস, আবূ আইয়ূব ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক সাহাবী ও তাবিঈ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন : দ্বিতীয় রাকআত ও তৃতীয় রাকআতের মাঝে ব্যবধান করবে এবং এক রাকআত বিত্‌র আদায় করবে। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এরও অভিমত এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَا يُقْرَأُ بِهِ فِى الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিত্‌রে কি তিলাওয়াত করা হবে

٤٦٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فِىْ رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ○

৪৬২. আলী ইবন হুজর (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বিতর সালাতের এক-এক রাকআতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى . قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পাঠ করতেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَيُرْوٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ○

وَالَّذِيْ اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذٰلِكَ بِسُوْرَةٍ○

এই বিষয়ে আলী, আয়েশা ও উবাই ইবন কা'ব (রা) সূত্রে আব্দুর রহমান ইবন আবযা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে : তিনি বিতরের তৃতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ও মুআওয়াযাতায়ন (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) পাঠ করতেন।

অধিকাংশ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিম سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى ও قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ সূরাগুলির একেকটি বিতরের একেক রাকআতে পাঠ করার বিষয়টি পসন্দ করেছেন।

٤٦٣- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ○

৪৬৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব ইবন শহীদ আল-বাসরী (র)....আব্দুল আযীয ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাসূল ﷺ কি পাঠ করে বিতর আদায় করতেন? তিনি বললেন : রাসূল ﷺ প্রথম রাকআতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى দ্বিতীয় রাকআতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ এবং তৃতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ও মুআওয়াযাতায়ন পাঠ করতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ○

قَالَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ هٰذَا هُوَ وَالِدُ ابْنِ جُرَيْجٍ صَاحِبِ عَطَاءٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ اِسْمُهٗ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ○

وَقَدْ رَوٰى يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

রাবী আব্দুল আযীয হলেন 'আতা'-এর শাগরিদ ইবন জুরায়জের পিতা। ইবন জুরায়জ (র)-এর পুরা নাম হ'ল আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল আযীয ইবন জুরায়জ।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-ও এই হাদীসটি আমরাহ....আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقُنُوْتِ فِى الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরে দু'আ কুনূত পাঠ করা

٤٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ : اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَاقَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ○

৪৬৪. কুতায়বা (র)....হাসান ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : বিতরে পাঠের জন্য রাসূল ﷺ আমাকে কিছু কালেমা শিখিয়েছেন :

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَنْ اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ○

"হে আল্লাহ্! যাদের আপনি হিদায়াত করে তাদের সাথে আমাকেও হিদায়াত করুন, যাদের আপনি অকল্যাণ থেকে দূরে রেখেছেন তাদের সাথে আমাকেও অকল্যাণ থেকে দূরে রাখুন, যাদের আপনি আপনার অভিভাবকত্বে রেখেছেন তাদের সাথে আমাকেও আপনার অভিভাবকত্বে রাখুন। আপনি যা দিয়েছেন তাতে আপনি বরকত দিন আপনি আমার তাকদীরে যা রেখেছেন এর অসুবিধা থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আপনিই তো ফয়সালা দেন, আপনার বিপরীত তো ফয়সালা দিতে পারে না কেউ। আপনি যার বন্ধু তাকে তো লাঞ্ছিত করতে পারবে না কেউ। হে আমার রব্ব! আপনি তো বরকতময় এবং সুমহান।"

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ وَاِسْمُهُ رَبِيْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ○

وَلاَنَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْقُنُوْتِ فِى الْوِتْرِ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا○

وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْقُنُوْتِ فِى الْوِتْرِ○

فَرَاَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْقُنُوْتَ فِىْ الْوِتْرِ فِىْ السَّنَةِ كُلِّهَا وَاخْتَارَ الْقُنُوْتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ○

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَاِسْحٰقُ وَاَهْلُ الْكُوْفَةِ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْنُتُ اِلاَّ فِى النِّصْفِ الاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ○

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلٰى هٰذَا وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ○

এই বিষয়ে আলী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান। আবুল হাওরা আস্-সাদী (র)-এর সূত্র ছাড়া আর কোনভাবে আমরা এই হাদীসটি সম্পর্কে জানি না। আবু হাওরা আস-সাদী এর নাম হল রাবীআ ইবন শায়বান।

দু'আ কুনূতের বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে এর চেয়ে উত্তম কিছু বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

বিতরে কুনূত পাঠ সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে. ইবন মাসউদ (রা) সারা বছরেই কুনূত পাঠের কথা বলেন। তিনি রুকূ-এর পূর্বে কুনূত পাঠের অভিমত পসন্দ করেছেন। কতক আলিমের অভিমতও এই। সুফইয়ান সাওরী (ইমাম আবূ হানীফা), ইবন মুবারক, ইসহাক ও কূফাবাসী আলিমগণও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রমযান মাসের শেষ অর্ধাংশ ব্যতীত দু'আ কুনূত পাঠ করতেন না, আর তিনি রুকূ-এর পর তা পাঠ করতেন।

কতক আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র)-এরও এই অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْوِتْرِ اَوْيَنْسَاهُ

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি বিত্র আদায় না করে শুয়ে যায় বা তা আদায় করতে ভুলে যায়

٤٦٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ

৪৬৫. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি বিতর আদায় না করে শুয়ে পড়ে বা তা আদায় করতে ভুলে যায়, তবে যখনই স্মরণ হবে বা সে নিদ্রা থেকে উঠবে, তখনই তা আদায় করে নিবে।

وِتْرِهٖ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ ○

৪৬৬. কুতায়বা (র)....যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণনা যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি বিতর আদায় না করে শুয়ে পড়ে, তবে সে যেন সকালে তা পড়ে নেয়।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَهٰذَا اَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ السِّجْزِىَّ يَعْنِىْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْاَشْعَثِ يَقُوْلُ سَاَلْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ○

فَقَالَ اَخُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ لاَبَاْسَ بِهٖ○

قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَذْكُرُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ ضَعَّفَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ثِقَةٌ○

قَالَ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ بِالْكُوْفَةِ اِلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ - فَقَالُوْا يُوْتِرُ الرَّجُلُ اِذَا ذَكَرَ وَاِنْ كَانَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ○

এই হাদীসটি প্রথমটির (৪৬৫) তুলনায় অধিক সহীহ।

আবূ দাঊদ আস-সাজযী অর্থাৎ সুলায়মান ইবনুল আশ'আসকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-কে আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন : তার ভাই আব্দুল্লাহ্-এর ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

মুহাম্মদ আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আলী ইবন আবদিল্লাহ্ (র) আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলামকে যঈফ বলেছেন। তবে বুখারী নিজে বলেছেন : আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ ইবন আসলাম সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত।

কতক কূফাবাসী আলিম এই হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন : যখন মনে পড়বে সূর্যোদয়ের পর হলেও সে বিত্র আদায় করে নিবে। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী (র)-এরও অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ : সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই বিতর আদায় করা

٤٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ○

৪৬৭. আহমদ ইবন মানী' (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : সুবহে সাদিকের আগে আগেই তোমরা বিত্‌র পড়ে নিবে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٤٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا○

৪৬৮. হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : ভোর হওয়ার পূর্বেই তোমরা বিত্‌র আদায় করে নিবে।

٤٦٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ فَاَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ○

৪৬৯. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সুবহে সাদিকের সাথে সাথে রাতের সালাত ও বিতরের ওয়াক্ত চলে যায়। সুতরাং তোমরা সুবহে সাদিকের পূর্বেই বিত্‌র আদায় করে নিবে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ○

وَرُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ وِتْرَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ○

وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ لاَ يَرَوْنَ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটিকে এই শব্দে কেবল সুলায়মান ইবন মূসা (র)-ই রিওয়ায়াত করেছেন।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইরশাদ করেন : ফজরের পর আর বিত্‌র নেই।

এ হ'ল একাধিক আলিমের অভিমত। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র) এই মত ব্যক্ত করেছেন। ফজরের পর বিত্‌র আছে বলে তারা মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ لاَوِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ : এক রাতে দুইবার বিত্‌র নেই

٤٧٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَوِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ ○

৪৭০. হান্নাদ (র) .... তালক ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺকে বলতে শুনেছি যে, এক রাতে দুইবার বিত্‌র নেই।

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ○

وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى الَّذِىْ يُوْتِرُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُوْمُ مِنْ اٰخِرِهِ ○

فَرَاٰى بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ نَقْضَ الْوِتْرِ وَقَالُوْا يُضِيْفُ اِلَيْهَا رَكْعَةً وَيُصَلِّىْ مَابَدَالَهُ ثُمَّ يُوْتِرُ فِىْ اٰخِرِ صَلاَتِهِ لِاَنَّهُ لاَ وِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ ○ وَهُوَ الَّذِيْ ذَهَبَ اِلَيْهِ اِسْحٰقُ

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ اِذَا اَوْتَرَ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ يُصَلِّىْ مَابَدَا لَهُ وَلاَيَنْقُضُ وِتْرَهُ وَيَدَعُ وِتْرَهُ عَلٰى مَاكَانَ ○ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَمَالِكِ بْنِ اَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ وَاَحْمَدَ ○

وَهٰذَا اَصَحُّ لِاَنَّهُ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ صَلّٰى بَعْدَ الْوِتْرِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

প্রথম রাতে বিত্‌র আদায়ের পর শেষরাতে তাহাজ্জুদ আদায় করলে পুনরায় বিত্‌র আদায় করতে হবে কিনা এই বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিম মনে করেন এতে প্রথম রাতের বিত্‌র বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা বলেন : প্রথম রাতের আদায়কৃত বিত্‌রের সঙ্গে আরো এক রাকআত সংযোগ করবে, পরে যত পরিমাণ ইচ্ছা সালাতুত্‌ তাহাজ্জুদ পড়বে। শেষে বিত্‌র আদায় করে নিবে। কারণ এক রাতে দুইবার বিত্‌র নেই। এ হ'ল ইমাম ইসহাক (র)-এর অভিমত।

কতক ফকীহ সাহাবী ও অন্যান্য আলিম বলেন : কেউ যদি প্রথম রাতে বিত্‌র আদায় করে নেয় এবং ঘুমিয়ে যায়, এর পর শেষরাতে উঠে, তবে তার যত পরিমাণ ইচ্ছা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে পারে। এতে তার প্রথম রাতে আদায়কৃত বিত্‌র বিনষ্ট হবে না। সে তার বিত্‌রকে পূর্বাবস্থায় রেখে দেবে। এ হ'ল (ইমাম আযম আবূ হানীফা) সুফইয়ান সাওরী, মালিক ইবন আনাস, আহমদ ও ইবন মুবারক (র)-এর অভিমত।

এই অভিমতটিই অধিকতর সহীহ। কেননা বিভিন্ন সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিত্‌র আদায়ের পরও অনেক সময় সালাত আদায় করেছেন।

٤٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مُوسَى الْمَرَئِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ۝

৪৭১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বিতরের পর দু'রাকআত (নফল) সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ أَبُوعِيسَى وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هٰذَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আবূ উমামা, আয়েশা (রা) এবং আরো অনেকের সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ : যানবাহনের উপর বিত্র আদায় করা

٤٧٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ أَوْتَرْتُ فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ۝

৪৭২. কুতায়বা (র)....সাঈদ ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি একবার ইবন উমর (রা)-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। একবার আমি তাঁর পিছনে পড়ে গেলাম। পরে তিনি আমাকে বললেন, কোথায় ছিলে? আমি বললাম : সালাতুল বিত্র আদায় করে নিলাম। তিনি বললেন : রাসূল ﷺ-এর মাঝে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত নেই? আমি রাসূল ﷺ-কে বাহনের উপর সালাতুল বিত্র আদায় করতে দেখেছি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ۝

قَالَ أَبُوعِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۝

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هٰذَا وَرَأَوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ - وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ۝

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايُوتِرُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ۝

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক ফকীহ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীস অনুসারে মত প্রকাশ করেছেন। তারা বাহনের উপর বিত্‌র আদায় করা যায় বলে মনে করেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এরও এই অভিমত।

কোন কোন আলিম বলেন, বাহনের উপর কেউ বিত্‌র আদায় করবে না। বিত্‌র আদায় করতে চাইলে বাহন থেকে নেমে আসবে এবং ভূমিতে তা আদায় করবে। এ হ'ল কতক কূফাবাসী ফকীহ (ইমাম আবূ হানীফা) -এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صَلاَةِ الضُّحٰى

অনুচ্ছেদ : দ্বিপ্রহরের সালাত

٤٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُوْسٰى بْنُ فُلاَنِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِى الْجَنَّةِ○

৪৭৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা (র)....আনাস ঈবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি বার রাকআত সালাতুয্-যুহা (চাশতের নামায) আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি সোনার প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

قَالَ وَفِىْ الْبَابِ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَنُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ وَاَبِىْ ذَرٍّ وَعَائِشَةَ وَاَبِىْ اُمَامَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِىِّ وَابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ وَابْنِ عَبَّاسٍ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ○

এই বিষয়ে উম্মু হানী, আবূ হুরায়রা, নুআয়ম ইবন হাম্মার, আবূ যর, আয়েশা, আবূ উমামা, উত্‌বা ইবন আব্‌দ আস-সুলামী, ইবন আবী আওফা, আবূ সাঈদ, যায়দ ইবন আরকাম ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ইসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

٤٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْمُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنِىْ اَحَدٌ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى اِلاَّ اُمُّ هَانِئٍ

فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلّٰى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ○

৪৭৪. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, উম্মু হানী (রা) ব্যতীত আমার নিকট আর কেউ একথা বর্ণনা করেন নি যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে এই সালাত (আয-যুহা) আদায় কাতে দেখেছেন। উম্মু হানী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ফতহে মক্কার দিন তাঁর ঘরে এলেন এবং গোসল করলেন। এরপর আট রাকআত সালাত আদায় করলেন। এর চেয়ে হ্রস্ব সালাত আদায় করতে আমি তাঁকে আর কখনও দেখিনি। তবে তাঁর এই সালাতে তিনি রুকূ ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করেছিলেন।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَكَأَنَّ أَحْمَدَ رَأَى أَصَحَّ شَيْءٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثَ أُمِّ هَانِئٍ ○

وَاخْتَلَفُوْا فِيْ نُعَيْمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نُعَيْمُ بْنُ خَمَّارٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ابْنُ هَمَّارٍ وَيُقَالُ ابْنُ هَبَّارٍ وَيُقَالُ ابْنُ هَمَّامٍ وَالصَّحِيْحُ ابْنُ هَمَّارٍ ○

وَأَبُوْ نُعَيْمٍ وَهِمَ فِيْهِ فَقَالَ ابْنُ حِمَازٍ وَأَخْطَأَ فِيْهِ ثُمَّ تَرَكَ فَقَالَ نُعَيْمٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ○

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى وَأَخْبَرَنِيْ بِذٰلِكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيْ نُعَيْمٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম আহমদ এই বিষয়ে উম্মু হানী (রা)-এর রিওয়ায়াতটিকেই সর্বাধিক সহীহ বলে মনে করেন।

এই বিষয়ে একটি হাদীসের রাবী অপর এক সাহাবী নুআয়ম (রা) (এর পিতার নাম) সম্পর্কে ঐতিহাসিকভাবে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন নুআয়ম ইবন খাম্মার, কারো কারো মত হ'ল, ইবন আম্মার, কেউ কেউ বলেন, ইবন হাব্বার, কারো কারো মতে ইবন হাম্মাম। তবে শুদ্ধ হ'ল ইবন হাম্মার।

রাবী আবূ নু'আয়ম (রা) এই বিষয়ে সন্দেহের শিকার হয়েছেন। তিনি তাকে ভুল করে ইবন খাম্মার বলে উল্লেখ করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি এর উল্লেখ ছেড়ে দেন এবং (পিতার নাম উল্লেখ করা ছাড়াই) নু'আয়ম....নবী ﷺ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন : আবদ ইবন হুমায়দ (র) আবূ নু'আয়ম (রা) থেকে আমাকে এই সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِيْ ذَرٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِيْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ ○

৪৭৫. আবূ জাফর আস্-সাম্নানী (র)....আবূ দারদা ও আবূ যর (রা) এর বরাতে রাসূল ﷺ সূত্রে আল্লাহ্ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : হে আদম সন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকআত (নফল) আদায় করে নাও, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

٤٧٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ شَدَّادٍ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ○

৪৭৬. মুহাম্মাদ ইবন আবদিল আ'লা আল-বাসরী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি চাশতের জোড় সালাত নিত্য সংরক্ষণ করবে, সমুদ্রের ফেনার মতও যদি তার গুনাহ হয়, তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَقَدْ رَوٰى وَكِيْعٌ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ وَلَانَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِهِ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, ওয়াকী, নাযর ইবন শুমায়ল (র) প্রমুখ হাদীসশাস্ত্রের ইমাম নাহ্হাস ইবন কাহম (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসটি ছাড়া তার অন্য কোন হাদীস সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

٤٧٧- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لَايَدَعُ وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُصَلِّيْ○

৪৭৭. যিয়াদ ইবন আয়্যুব আল-বাগদাদী (র)....আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ এমনভাবে সালাতুয-যুহা আদায় করতেন যে, আমরা বলতাম : তিনি হয়ত আর পরিত্যাগ করবেন না। আবার যখন তা আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন তখন আমরা বলতাম যে, হয়ত তিনি আর তা আদায় করবেন না।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ الزَّوَالِ

অনুচ্ছেদ : সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার সময় সালাত আদায় করা

٤٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ اَبِي الْوَضَّاحِ هُوَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ السَّائِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاُحِبُّ اَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ○

৪৭৮. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....আবদুল্লাহ ইবনুস্ সাইব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ পশ্চিমে সূর্য হেলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। বলতেন : এটা এমন সময় যখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, এই সময়ে আমার একটি নেক আমল উত্থিত হোক তা আমি ভালবাসি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاَبِي اَيُّوْبَ○

قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ لَايُسَلِّمُ اِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ○

এই বিষয়ে আলী ও আবূ আয়্যূব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইবনুস্ সাইব বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যাওয়াল বা সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর-চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। এতে শেষ রাকআত ছাড়া আর কোথাও তিনি সালাম ফিরাতেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صَلَاةِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল হাজাত

٤٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى بْنِ يَزِيْدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِنْ بَنِيْ آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ : لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ

اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَاتَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَاهَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَاحَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ○

৪৭৯. আলী ইবন ঈসা ইবন ইয়াযীদ আল-বাগদাদী (র)....ফায়েদ ইবন আবদির রহমান ইবন আবদিল্লাহ ইবন আবী আওফা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে বা কোন আদম-সন্তানের কাছে যদি কারো কোন প্রয়োজন হয় তবে সে যেন উযূ করে এবং খুব সুন্দরভাবে যেন তা করে। পরে যেন দু'রাকআত সালাত আদায় করে, এরপর যেন আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা করে ও রাসূল ﷺ-এর উপর দরূদ-সালামের পর এই দু'আটি পড়ে :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَاتَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَاهَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি সহিষ্ণু ও দয়ালু, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র তিনি, মহান আরশের প্রভু। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনি সারা জাহানের রব্ব। আপনার কাছেই আমরা যাচ্ঞা করি, আপনার রহমত আকর্ষণকারী সকল পূণ্যকর্মের ওয়াসীলায়, আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাত আকর্ষণকারী সকল ক্রিয়াকাণ্ডের বরকতে, সকল নেক কাজ সাফল্য লাভের এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে নিরাপত্তা লাভের। আমার কোন গুনাহ যেন মাফ ছাড়া না থাকে। কোন সমস্যা যেন সমাধান ছাড়া না যায় আর আমার এমন প্রয়োজন যাতে রয়েছে আপনার সন্তুষ্টি তা যেন অপূরণ না থাকে, হে আর রাহমানুর রাহিমীন; হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِىْ اِسْنَادِهٖ مَقَالٌ○

فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيْثِ وَفَائِدٌ هُوَ اَبُو الْوَرْقَاءِ

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব; এর সনদ প্রশ্নাতীত নয়।
রাবী ফায়েদ ইবন আবদির রহমান হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল। এই ফায়েদ হলেন আবুল ওয়ারকা।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صَلَاةِ الْاِسْتِخَارَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল ইস্তিখারা[১]

٤٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الْمَوَالِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ

১. ভবিষ্যত কোন বিষয়ে কল্যাণকর কাজটি গ্রহণের তওফীক প্রদানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা। এ কেবল মুবাহ কাজের ক্ষেত্রেই হয়।

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ○

৪৮০. কুতায়বা (র)....জাবির ইবন আব্দিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদেরকে যেমন কুরআন করীমের সূরা শিখাতেন, তেমনিভাবে সকল বিষয়ে ইস্তিখারা করতেও শিখাতেন। তিনি বলতেন : তোমরা যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা কর তখন ফরয ছাড়া অন্য ধরনের (নফল) দুই রাকআত সালাত আদায় করবে। পরে এই দু'আটি পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ○

"হে আল্লাহ্! আপনার মহাজ্ঞানের ওয়াসীলায় আমি আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করি। আপনার মহাশক্তিতে শক্তি চাই, আর আপনার মহান অনুগ্রহ থেকে আপনার কাছেই কিছু যাঞ্চা করি। কারণ আপনি তো ক্ষমতা রাখেন, আমি তো কোন ক্ষমতা রাখি না, আপনিই জ্ঞানবান, আমি তো কোন জ্ঞান রাখি না; আপনি তো অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ্! যদি আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি (এই স্থানে বিষয়টি নাম বলবে বা মনে মনে ভাববে) আমার জন্য, আমার দীন, জীবিকা ও পরিণাম হিসাবে ভাল, তবে এটি আমার জন্য সহজ করে দিন, এরপর এতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি জানেন যে, এই বিষয়টি আমার জন্য, আমার দীন, জীবিকা ও পরিণাম হিসাবে মন্দ, তবে এটিকে আমার থেকে দূরীভূত করে দিন এবং আমাদেরও এটি থেকে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানে আমার জন্য মঙ্গল নিহিত তা আমার আয়ত্বাধীন করে দিন, অতঃপর তা দিয়ে আমাদেরকে আপনি সন্তুষ্ট করে দিন।"

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ○

قَالَ اَبُوْعِيسَى حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ الْمَوَالِىِّ○

وَهُوَ شَيْخٌ مَدِيْنِىٌّ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ حَدِيْثًا وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الاَئِمَّةِ ○

وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ الْمَوَالِىِّ○

রাসূল ﷺ বলেন : এই বিষয়টি-এর স্থলে স্ব স্ব প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ ও আবূ আইয়ুব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির (র) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ্-গারীব। আবদুর রহমান ইবন আবিল মাওয়ালীর সূত্র ব্যতীত এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই।

ইনি একজন নির্ভযোগ্য মাদানী শায়খ, ইমাম সুফইয়ান (র) তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই আবদুর রহমানের বরাতে হাদীসশাস্ত্রের একাধিক ইমামও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صَلاَةِ التَّسْبِيْحِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুত্ তাসবীহ্

৪৮১- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ عَلِّمْنِىْ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِىْ صَلاَتِىْ فَقَالَ كَبِّرِى اللّٰهَ عَشْرًا وَسَبِّحِى اللّٰهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِىْ مَاشِئْتِ يَقُوْلُ نَعَمْ نَعَمْ○

৪৮১. আহ্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মূসা (র)...আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মু সুলায়ম (রা) একবার রাসূল ﷺ থেকে ওয়াদা নিলেন। বললেন : আমাকে এমন কতগুলি কালেমা শিখিয়ে দিন যা আমি আমার সালাতে পাঠ করব। রাসূল ﷺ বললেন : দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করবে; পরে তোমার মন যা চায় তা আল্লাহ্র নিকট চাইবে। তিনি বললেন : হাঁ, হাঁ।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ رَافِعٍ○

قَالَ اَبُوْعِيسَى حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرُ حَدِيْثٍ فِىْ صَلاَةِ التَّسْبِيْحِ وَلاَيَصِحُّ مِنْهُ كَبِيْرُ شَىْءٍ○

وَقَدْ رَاَى ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ صَلاَةَ التَّسْبِيْحِ وَذَكَرُوا الْفَضْلَ فِيْهِ○

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ وَهْبٍ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ الصَّلاَةِ الَّتِىْ يُسَبَّحُ فِيْهَا فَقَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَفَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً ثُمَّ يَقُوْلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُوْلُهَا عَشْرًا يُصَلِّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلٰى هٰذَا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ تَسْبِيْحَةً فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ يَبْدَاُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسَ عَشْرَةَ تَسْبِيْحَةً ثُمَّ يَقْرَاُ ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا فَاِنْ صَلّٰى لَيْلاً فَاَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يُسَلِّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَاِنْ صَلّٰى نَهَارًا فَاِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَاِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ ○

قَالَ اَبُوْ وَهْبٍ وَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ يَبْدَاُ فِى الرُّكُوْعِ بِسُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِى السُّجُوْدِ بِسُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيْحَاتِ ○

قَالَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ اِنْ سَهَا فِيْهَا يُسَبِّحُ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ عَشْرًا عَشْرًا قَالَ لاَ اِنَّمَا هِيَ ثَلاَثُمِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইবন আমর, ফযল ইবন আব্বাস ও আবূ রাফি' (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

সালাতুত্ তাসবীহ সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে কিন্তু এর অধিকাংশই সহীহ নয়।

ইবন মুবারকসহ একাধিক আলিম সালাতুত্ তাসবীহ সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন এবং এই বিষয়ে ফযীলতের উল্লেখ করেছেন।

আহমদ ইবন আবদা আয্-যাব্বী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াহব বলেন, আমি ইবন মুবারক (র)-কে যে সালাতে (অতিরিক্ত) তাসবীহ পাঠ করা হয়, সে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : তাকবীর বলার পর বলবে :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

পরে পনরবার পাঠ করবে :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ۝

পরে আউযু বিল্লাহ্ – বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, পরে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে দশবার পাঠ করবে :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ۝

পরে রুকূতে যেয়ে দশবার, রুকূ থেকে মাথা তুলে দশবার, সিজদায় গিয়ে দশবার, সিজদা থেকে মাথা তুলে দশবার। দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে দশবার পাঠ করবে। এইভাবে চার রাকআত আদায় করবে। এতে প্রতি রাকআতে মোট পঁচাত্তরবার তাসবীহ পাঠ করা হবে। পনরবার তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে শুরু হবে প্রতি রাকআত। পরে কির'আত হবে, এরপর হবে দশবার তাসবীহ পাঠ। রাতে এই সালাত আদায় করা হলে প্রতি দু'রাকআত পর সালাম ফিরান আমার নিকট অধিক প্রিয় বলে গণ্য। আর দিনে আদায় করা হলে ইচ্ছা করলে দু'রাকআত পর সালাম ফিরাতেও পার, ইচ্ছা হলে না-ও ফিরাতে পার।

আবূ ওয়াহব (র) বলেন, আবদুল আযীয ইবন আবী রিযমা (র) আমাকে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : রুকূতে প্রথমে সুবহানা রাব্বিআল আযীম এবং সিজদায় প্রথমে সুবহানা রাব্বিআল আলা তিনবার পাঠ করে নিবে এরপর উক্ত তাসবীহসমূহ পাঠ করবে।

আহমদ ইবন আবদা (র)....আবদুল আযীয ইবন আবী রিয্‌মা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র)-কে বললাম, যদি এই সালাতে কারো সাহ্উ হয়ে যায়, তবে সিজদা সাহ্উ-এও কি দশবার করে উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন : না, কারণ এই সালাতে মোট তাসবীহের সংখ্যা হ'ল তিনশত।

٤٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَمِّ أَلَا أَصِلُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَنْفَعُكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ يَا عَمِّ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلِ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدِ الثَّانِيَةَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللّٰهُ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَقُلْهَا فِي جُمُعَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي جُمُعَةٍ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّى قَالَ فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ۝

৪৮২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আ'লা (র)....আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ একদিন আব্বাস (রা)-কে বললেন : হে আমার পিতৃব্য! আপনাকে কি আত্মীয়তার হক আদায় হিসাবে একটি জিনিস দিব, আপনাকে কি একটি বস্তু দান করব, আপনাকে কি উপকৃত করব?

আব্বাস (রা) বললেন : অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

রাসূল ﷺ বললেন : হে পিতৃব্য! এমন ভাবে চার রাকআত সালাত আদায় করবেন যে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে রুকূর পূর্বে পনরবার পাঠ করবেন :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ○

এরপর রুকূ করে তাতে পাঠ করবেন দশবার, পরে রুকূ থেকে মাথা তুলে পাঠ করবেন দশবার, পরে সিজদা করে পাঠ করবেন দশবার, পরে সিজদা থেকে মাথা তুলে পাঠ করবেন দশবার, পরে আবার সিজদা করে পাঠ করবেন দশবার, সিজদা থেকে মাথা তুলে কিয়ামের পূর্বে পাঠ করবেন দশবার। এইভাবে প্রতি রাকা'আত হবে পঁচাত্তরবার, আর চার রাকআতে হবে মোট তিনশতবার।

আপনার পাপরাশি স্তূপ দিয়ে সাজান বালুকারাশির টিলার মত যদি হয়, তবুও এতে আল্লাহ্ তা'আলা তা মাফ করে দিবেন। আব্বাস (রা) বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন কে আছে যে প্রতিদিন তা পাঠ করতে সক্ষম হবে?

রাসূল ﷺ বললেন : যদি প্রতিদিন আপনি তা না পারেন তবে প্রতি সপ্তাহে একবার করবেন। প্রতি সপ্তাহে একবার করে না পারলে প্রতি মাসে একবার। রাসূল ﷺ এইভাবে বলতে বলতে শেষে বললেন : অন্তত বছরে একবার তা পাঠ করবেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ رَافِعٍ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি আবূ রাফি' থেকে বর্ণিত গারীব হাদীস।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صِفَةِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ-এর উপর সালাত (দরূদ) পাঠের নিয়ম

٤٨٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ وَالاَجْلَحِ وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ○

قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ وَزَادَنِىْ زَائِدَةُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ وَنَحْنُ نَقُوْلُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ○

৪৮৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা একদিন রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার উপর এই যে সালাম পাঠ করা, তা তো আমরা জানি কিন্তু আপনার উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করব কি উপায়ে?

তিনি বললেন : তোমরা বলবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

মাহমূদ (র) বলেন : আবূ উসামা (রা) বলেছেন যে, আমাশ....হাকাম-আব্দুর রহমান ইবন আবী লায়লা (রা) সূত্রে আরো একটু অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। তা হ'ল, আবদুর রহমান, ইবন আবী লায়লা বলেন : وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ -এর পর আমরা বলতাম : وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاَبِىْ حُمَيْدٍ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ وطَلْحَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَبُرَيْدَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ وَيُقَالُ اِبْنُ جَارِيَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى كُنْيَتُهُ اَبُوْعِيْسٰى وَاَبُوْلَيْلٰى اِسْمُهُ يَسَارٌ○

এই বিষয়ে আলী, আবূ হুমায়দ, আবূ মাসঊদ, তালহা, আবূ সাঈদ, বুরায়দা, যায়দ ইবন খারিজা-কথিত আছে ইনি হলেন : ইবন জারিয়া এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : কা'ব ইবন উজরা বর্ণিত হাদীস হাসান-সহীহ।

আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা (র)-এর উপনাম হ'ল আবূ ঈসা, আর আবূ লায়লা (র)-এর নাম হ'ল ইয়াসার।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উপর সালাত (দরূদ) পাঠের ফযীলত

٤٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِىُّ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَيْسَانَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَدَّادٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً○

৪৮৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক সালাত পাঠ করে, কিয়ামতের দিন সে-ই আমার অধিকর নিকটবর্তী থাকবে।

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ۝

وَرُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত (দরূদ) পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত করবেন এবং তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে।

٤٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمٰعِيْلُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا۝

৪৮৫. আলী ইবন হুজর (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত করবেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعَمَّارٍ وَأَبِىْ طَلْحَةَ وَأَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ۝

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ۝

وَرُوِىَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا صَلَاةُ الرَّبِّ الرَّحْمَةُ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الْاِسْتِغْفَارُ۝

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইবন আওফ, আমির ইবন রাবীআ, আম্মার, আবূ তালহা, আনাস ও উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সুফইয়ান সাওরী (র) এবং আরো একাধিক আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ কর্তৃক সালাত পাঠ করা অর্থ হল রহমত নাযিল করা আর ফেরেশতাগণ কর্তৃক সালাত পাঠ করা অর্থ হ'ল মাগফিরাত কামনা করা।

٤٨٦- حَدَّثَنَا أَبُوْدَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ أَبِىْ قُرَّةَ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ ﷺ۝

৪৮৬. আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবন মুসলিম আল-মুসাহিফী আল-বালখী (র)....উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর উপর সালাত (দরূদ) পাঠ না করা পর্যন্ত দু'আ আসমান ও যমীনের মাঝে মওকূফ অবস্থায় থাকে এবং এর কিছুই আল্লাহ্‌র দরবারে উত্থিত হয় না।

٤٨٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَايَبِعْ فِىْ سُوْقِنَا اِلاَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِى الدِّيْنِ○

৪৮৭. আব্বাস ইবন আবদিল আযীম আল-আম্বারী (র) .... ইয়াকূব (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন : দীন সম্পর্কে যার সম্যক জ্ঞান আছে সে ব্যতীত আর কেউ যেন আমাদের বাজারে লেনদেন না করে।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ○

عَبَّاسٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ بْنُ يَعْقُوْبَ وَهُوَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ وَالْعَلَاءُ هُوَ مِنَ التَّابِعِيْنَ سَمِعَ مِنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهٖ○

وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَعْقُوْبَ وَالِدُ الْعَلَاءِ هُوَ اَيْضًا مِنَ التَّابِعِيْنَ سَمِعَ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَيَعْقُوْبُ جَدُّ الْعَلَاءِ هُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ اَيْضًا قَدْ اَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَوٰى عَنْهُ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

আব্বাস হলেন ইবন আবদুল আযীম।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী আ'লা ইবন আবদির রহমান হলেন ইবন ইয়াকূব। তিনি ছিলেন হুরাকার আযাদকৃত দাস। তিনি তাবিঈ। আনাস ইবন মালিক (রা) এবং অপর কতিপয় সাহাবী (রা) থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন। তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইবন ইয়াকূব (র)-ও তাবিঈ। তিনি আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন। ইয়াকূব (র)-ও ছিলেন জ্যেষ্ঠ তাবিঈনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি উমর (রা)-কে পেয়েছেন এবং তাঁর বরাতে হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَبْوَابُ الْجُمُعَةِ

জুমু‘আ অধ্যায়

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল জুমু‘আর ফযীলত

٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ○

৪৮৮. কুতায়বা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সূর্য উদিত হয় এমন সকল দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হ'ল জুমু'আর দিন। এই দিনেই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান হয়। এই দিনেই তাঁকে তা থেকে বের করা হয়। আর এই জুমু'আর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ وَسَلْمَانَ وَاَبِىْ ذَرٍّ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَاَوْسِ بْنِ اَوْسٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

এই বিষয়ে আবূ লুবাবা, সালমান, আবূ যর, সা'দ ইবন উবাদা এবং আওস ইবন আওস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّاعَةِ الَّتِىْ تُرْجٰى فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : ইয়াওমুল জুমু'আর যে মুহূর্তটিতে দু'আ কবূলের আশা করা যায়

٤٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِىُّ الْبَصْرِىُّ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْتَمِسُوْا السَّاعَةَ الَّتِىْ تُرْجٰى فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ○

৪৮৯. আবদুল্লাহ ইবনুস সাব্বাহ আল-হাশিমী আল-বসরী আল-আত্তার (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : জুমু'আবারের যে মুহূর্তটিতে দু'আ কবূলের আশা করা যায়, তোমরা সে মুহূর্তটিকে বাদ আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টিতে তালাশ কর।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ○

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ○

وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ حُمَيْدٍ يُضَعَّفُ ضَعَّفَهُ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَيُقَالُ لَهُ حَمَّادُ بْنُ اَبِىْ حُمَيْدٍ وَيُقَالُ هُوَ اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَنْصَارِىُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ○

وَرَاٰى بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ اَنَّ السَّاعَةَ الَّتِىْ تُرْجٰى فِيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبِهِ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحَاقُ○

وَقَالَ اَحْمَدُ اَكْثَرُ الْاَحَادِيْثِ فِى السَّاعَةِ الَّتِىْ تُرْجٰى فِيْهَا اِجَابَةُ الدَّعْوَةِ اَنَّهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَتُرْجٰى بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সনদে হাদীসটি গারীব।

আনাস (রা) থেকে এই হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে।

রাবী মুহাম্মাদ ইবন আবী হুমায়দ হচ্ছেন যঈফ্। তার স্মরণশক্তির বিষয়ে হাদীস বিশেষজ্ঞ কতক আলিম তাকে যঈফ বলে মত দিয়েছেন। তাকে হাম্মাদ ইবন আবী হুমায়দও বলা হয়। কথিত আছে, তিনি হলেন আবূ ইবরাহীম আল-আনসারী। ইনি হাদীসের ক্ষেত্রে মুনকার।

সাহাবী এবং পরবর্তী যুগের কতিপয় আলিমের অভিমত হ'ল, এই দু'আ করার মুহূর্তটি বাদ আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় আশা করা যায়। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত এ-ই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : দু'আ করার মুহূর্তটি সম্পর্কে অধিকাংশ হাদীসই বাদ আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তবে যাওয়াল বা সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়ার পর থেকেও তা আশা করা যায়।

٤٩٠- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْعَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الاِنْصِرَافِ مِنْهَا○

৪৯০. যিয়াদ ইবন আয়্যুব আল-বাগদাদী (র)....আমর ইবন আওফ আল-মুযানী থেকে বর্ণিত আছে যে. রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন বান্দা যদি সেই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কিছু দু'আ করে, তবে অবশ্যই তিনি তার দু'আ বাস্তবায়িত করেন।

সাহাবীগণ আরয করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! কোনটি এই মুহূর্ত?

তিনি বললেন : জুমু'আর ইকামতে সালাত থেকে নিয়ে তা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى وَأَبِيْ ذَرٍ وَسَلْمَانَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ وَأَبِيْ لُبَابَةَ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَأَبِيْ أُمَامَةَ○

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ○

এই বিষয়ে আবূ মূসা, আবূ যর, সালমান, আবদুল্লাহ ইবন সালাম, আবূ লুবাবা, সা'দ ইবন উবাদা ও আবূ উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আমর ইবন আওফ বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

٤٩١- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُهْبِطَ مِنْهَا وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَيُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي فَيَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَذَكَرْتُ لَهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلاَتَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ قَالَ هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ كَيْفَ تَكُوْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَيُصَلّٰى فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِيْ صَلاَةٍ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهُوَ ذَاكَ○

৪৯১. ইসহাক ইবন মূসা আল-আনসারী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সূর্য উদিত হয় এমন সব দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হ'ল ইয়াওমুল জুমু'আ। এই দিনেই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয়, এই দিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। এই দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত বিদ্যমান কোন মুসলিম বান্দা যখন সালাতরত অবস্থায় এই মুহূর্তটি পায়, আর সে আল্লাহর কিছু যাচ্ঞা করে, তখন অবশ্যই আল্লাহ তার এই যাচ্ঞা পূরণ করেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর সাথে আমার মুলাকাত হলে তাঁকে আমি এই হাদীসটি বর্ণনা করি। তখন তিনি বললেন : আমি এই মুহূর্তটি সম্পর্কে সমধিক অবহিত।

আমি বললাম, আমাকে এই সম্পর্কে অবহিত করুন। এই বিষয়ে আমার সঙ্গে কার্পণ্য করবেন না।

তিনি বললেন : এটি হ'ল বাদ আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়।

আমি বললাম : বাদ আসর কেমন করে হবে? রাসূল ﷺ তো বলেছেন, সালাতরত অবস্থায় যদি কোন মুসলিম বান্দা এই মুহূর্তটি পায়...। অথচ বাদ আসর তো (নফল) সালাত হয় না।

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন : রাসূল ﷺ কি এই কথা বলেননি যে, সালাতের অপেক্ষায় যে ব্যক্তি বসা থাকবে, তাকে সালাতরত বলে গণ্য করা হবে? বললাম : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : এ-ও তা-ই।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

قَالَ وَمَعْنَى قَوْلَهُ اَخْبِرْنِى بِهَا وَلاَ تَضْنَنْ بِهَا عَلَىَّ لاَتَبْخَلْ بِهَا عَلَىَّ وَالضَّنُّ الْبُخْلُ وَالظَّنِيْنُ الْمُتَّهَمُ ○

হাদীসটিতে লম্বা কাহিনী রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

وَلاَتَضْنَنْ بِهَا عَلَىَّ অর্থ হ'ল আমার সাথে এই বিষয়ে কার্পণ্য করবেন না। الظن অর্থ—কৃপণ। الظنين অর্থ—সন্দেহযুক্ত—সহন্দেহপ্রবণ।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاِغْتِسَالِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে গোসল করা

٤٩٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ○

৪৯২. আহমাদ ইবন মানী (র)....সালিম (র) তার পিতা (ইবন উমর) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আয় উপস্থিত হবে সে যেন গোসল করে নেয়।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَالْبَرَاءِ وَعَائِشَةَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, উমর, জাবির, বারা, আয়েশা ও আবুদ-দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৪৯৩- وَرُوِىَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مِثْلَهُ○

৪৯৩. যুহরী...আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমর...আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

কুতায়বা (র)....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيْثُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ كِلاَ الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ○

وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اٰلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَيْضًا هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন : যুহরী....সালিম....তার পিতা আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণিত এবং আবদুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ....তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত উভয় হাদীসই সহীহ।

ইমাম যুহরীর কোন ছাত্র তার সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর....উমর (রা) থেকে নবী ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি জুমু'আর গোসল সম্পর্কে বলেছেন। হাদীসটি হাসান-সহীহ।

৪৯৪- وَرَوَاهُ يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهٖ فَقَالَ مَاهُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ وَمَازِدْتُ عَلٰى اَنْ تَوَضَّاْتُ قَالَ وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِالْغُسْلِ حَدَّثَنَا بِذَالِكَ اَبُوْبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ○

৪৯৪. ইমাম যুহরী (র)-এর জনৈক শাগরেদ যুহরী....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এই সময় জনৈক সাহাবী এসে (মসজিদে) প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তাকে বললেন : এখন কয়টা?

তিনি বললেন : এই তো কেবল আযানের আওয়ায শুনতে পেলাম। উযূ ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছু করিনি।

উমর (রা) বললেন : কেবল উযূ; অথচ আপনি জানেন যে, রাসূল ﷺ তো গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন আবান (র)....যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٥- قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا اَبُوْصَالِحٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ○

وَرَوٰى مَالِكٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَسَاَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا فَقَالَ الصَّحِيْحُ حَدِيْثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ○

قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مَالِكٍ اَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ○

৪৯৫. আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান (র)-ও ....যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মালিক (র)-ও যুহরী থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : উমর (রা) জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন........।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আমি মুহাম্মদ আল-বুখারী (র)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন : যুহরী....সালিম তাঁর পিতা ইবন উমর (রা) সনদটি সর্বাপেক্ষা সহীহ্।

মুহাম্মাদ (র) বলেন : ইমাম মালিক (র) ও যুহরী....সালিম....তার পিতা ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে গোসলের ফযীলত

٤٩٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاَبُوْجَنَابٍ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ حَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا○

৪৯৬. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আওস ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে জুমু'আর দিনে সকাল সকাল গোসল করল এবং গোসল করাল, তারপর ইমামের কাছে গিয়ে বসে চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনল তার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে এক বছরের সিয়াম ও কিয়ামের (সালাতের) সওয়াব।

قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ وَكِيعٌ اِغْتَسَلَ هُوَ وَغَسَّلَ امْرَأَتَهُ ○

قَالَ وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ اَنَّهُ قَالَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَعْنِى غَسَلَ رَأْسَهُ وَاغْتَسَلَ ○

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى بَكْرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَلْمَانَ وَاَبِى ذَرٍّ وَاَبِى سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَاَبِى اَيُّوْبَ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَاَبُو الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىُّ اِسْمُهُ شَرَاحِيْلُ بْنُ اٰدَةَ ○

وَاَبُوْ جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْقَصَّابُ الْكُوْفِىُّ ○

মাহমূদ (র) এ হাদীসে বলেন, ইমাম ওয়াকী' বলেছেন : যে নিজে গোসল করল এবং তার স্ত্রীকে গোসল করাল।

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) সূত্রে এই হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যে নিজে গোসল করল এবং (কাউকে) করাল অর্থাৎ সে তার মাথা ধৌত করল এবং সে গোসল করাল।

আবূ বকর, ইমরান ইবন হুসায়ন, সালমান, আবূ যর, আবূ সাঈদ, ইবন উমর ও আবূ আয়্যুব (রা) থেকেও এই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আওস ইবন আওস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

আবুল আশ'আস আস-সান'আনী (র)-এর নাম শুরাহিল ইবন আদা।

আবূ জানাব হলেন ইয়াহ্ইয়া ইবন হাবীব আল্-কুস্সাব আল্-কূফী।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে উযূ করা

٤٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْمُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ ○

৪৯৭. আবূ মূসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র)....সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : জুমু'আর দিন যে ব্যক্তি উযূ করল, সে কতইনা ভাল ও সুন্দর কাজ করল। আর যদি সে গোসল করে, তবে তা তার জন্য আফযল ও অতি উত্তম।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَاَنَسٍ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ○

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ اَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ○

وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلٌ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اَخْتَارُوا الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَاَوْا اَنْ يُجْزِئَ الْوُضُوْءَ مِنَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ○

قَالَ الشَّافِعِىُّ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ اَمْرَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنَّهُ عَلَى الْاِخْتِيَارِ لَاعَلَى الْوُجُوْبِ حَدِيْثُ عُمَرَ حَيْثُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَوْعَلِمَا اَنَّ اَمْرَهُ عَلَى الْوُجُوْبِ لَاعَلَى الْاِخْتِيَارِ لَمْ يَتْرُكْ عُمَرُ عُثْمَانَ حَتّٰى يَرُدَّهُ وَيَقُوْلَ لَهُ اِرْجِعْ فَاغْتَسِلْ وَلَمَا خَفِىَ عَلٰى عُثْمَانَ ذٰلِكَ مَعَ عِلْمِهِ وَلٰكِنْ دَلَّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ فَضْلٌ مِنْ غَيْرِ وُجُوْبٍ يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِىْ ذٰلِكَ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আয়েশা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সামুরা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান।

কাতাদা (র)-এর কতক শাগরিদ এই হাদীসটি কাতাদা....হাসান সূত্রে সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তারা জুমু'আর দিন গোসল করা পসন্দনীয় বলে বিধান দিয়েছেন। তবে তারা জুমু'আর দিন গোসলের স্থলে উযূ যথেষ্ট বলে মনে করেন।

ইমাম শাফিঈ বলেন : জুমু'আর দিন গোসল করা সম্পর্কিত রাসূল ﷺ-এর নির্দেশটি ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় নয়, বরং তা পসন্দনীয় আমল বলে গণ্য। এর প্রমাণ হ'ল হযরত উমর (রা)-এর এই হাদীসটি। তিনি উসমান (রা)-কে বলেছিলেন : কেবল উযূ করে এসেছেন? অথচ আপনি জানেন, রাসূল ﷺ জুমু'আর দিন গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশটি কেবল পসন্দনীয় হিসাবেই নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয়, এই কথা যদি তারা জানতেন তবে অবশ্যাই হযরত উমর (রা) হযরত উসমান (রা)-কে এইভাবে ছেড়ে দিতেন না, বরং তাঁকে ফিরিয়ে দিতেন এবং বলতেন : ফিরে যান এবং গোসল করে আসুন। হযরত উসমান (রা)-এর কাছেও বিষয়টি গোপন থাকত না, বরং এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয়, তবে তা ফযীলতের বিষয়।

٤٩٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا○

৪৯৮. হান্নাদ (রা)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি উযূ করে এবং খুব ভালভাবে তা করে জুমু'আয় হাযির হয় এবং ইমামের কাছে গিয়ে বসে চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে, তবে তার পূর্ববর্তী জুমু'আসহ আরো অতিরিক্ত তিন (মোট দশ) দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি তখন কংকর সরাল সে-ও অনর্থক কাজ করল।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّبْكِيْرِ اِلَى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : সকাল সকাল জুমু'আর সালাতে হাযির হওয়া

٤٩٩- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ○

৪৯৯. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি জুমু'আর দিন জানাবাতের (ফরয) গোসল করে প্রত্যুষে মসজিদে রওয়ানা হয়ে যায়, তবে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় মুহূর্তে গেল, সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় মুহূর্তে গেল, সে যেন শিংওয়ালা একটি মেষ কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ মুহূর্তে গেল, সে যেন একটি মুরগি কুরবানী (সাদকা) করল। যে ব্যক্তি পঞ্চম মুহূর্তে গেল, সে যেন একটি ডিম কুরবানী (সাদকা) করল। পরে ইমাম যখন (সালাতের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে পড়েন, তখন ফেরেশতারা সালাতে উপস্থিত হয়ে খুতবা শুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمُرَةَ○

قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন আমর ও সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ : বিনা ওযরে জুমু'আর সালাত পরিত্যাগ করা

٥٠٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الْجَعْدِ يَعْنِي الضَّمْرِيَّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فِيْمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِهِ ○

৫০০. আলী ইবন খাশ্‌রাম (র)....আবুল জা'দ আয্‌-যামরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিন জুমু'আ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তার হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَمُرَةَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ اَبِي الْجَعْدِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

قَالَ وَسَاَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ اِسْمِ اَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ فَلَمْ يَعْرِفْ اِسْمَهُ ○

وَقَالَ لاَ اَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ اَبُوْعِيْسَى وَلاَنَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ○

এই বিষয়ে ইবন উমর, ইবন আব্বাস এবং সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবুল জা'দ বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

তিনি আরো বলেন : আমি ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে আবুল জা'দ আয্‌-যামরী (রা)-এর নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু তিনি তার নাম সম্পর্কে কিছু জানেন বলে বলতে পারলেন না।

এটি ছাড়া রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত তার আর কোন রিওয়ায়াত আছে বলে আমার জানা নেই। আর এই হাদীসটিও রাবী মুহাম্মাদ ইবন আম্‌র-এর সূত্রে ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ مِنْ كَمْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

অনুচ্ছেদ : কতটুকু দূর থেকে জুমু'আর জন্য আসা জরুরী

٥٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ ثُوَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ قُبَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءٍ ○

৫০১. আব্‌দ ইবন হুমায়দ ও মুহাম্মদ ইবন মাদ্দুওয়ায়হ (র)....কুবাবাসী জনৈক ব্যক্তি তাঁর পিতা জনৈক সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদেরকে কুবা থেকে এসেও জুমু'আয় হাযির হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا وَلاَ يَصِحُّ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَلاَ يَصِحُّ فِىْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ شَيْئٌ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى اَهْلِهِ○

وَهٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ اِنَّمَا يُرْوٰى مِنْ حَدِيْثِ مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ وَضَعَّفَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ فِى الْحَدِيْثِ○

قَالَ وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ عَلٰى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ○

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى مَنْزِلِهِ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ اِلاَّ عَلٰى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ○

অবশ্য এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-নবী ﷺ সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। তবে তা সহীহ নয়।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সূত্রে ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে সহীহ কিছু বর্ণিত নেই।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন , যে ব্যক্তি (জুমু'আর সালাত আদায় করে) তার পরিবারে এসে রাত্রি যাপন করতে পারবে, তার জুমু'আ জরুরী।

এই হাদীসটির সনদ যঈফ। এটি মু'আরিক ইবন আব্বাদ....আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-মাকবুরী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত হাদীসবিদ ইমাম ইয়াহইয়া সাঈদ আল-কাত্তান (র) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-মাকবুরী (র)-কে যঈফ বলে অভিহিত করেছেন।

জুমু'আর সালাত কার উপর ওয়াজিব এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : যে ব্যক্তি (জুমু'আর সালাত শেষে) তার পরিবারে এসে রাত্রি যাপন করতে পারে, তার জন্য সালাতুল জুমু'আ ওয়াজিব।

আর কেউ কেউ বলেন , যারা আযান শুনতে পায়, কেবল তাদের উপরই জুমু'আ ওয়াজিব। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

৫০২ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَذَكَرُوْا عَلٰى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ فَلَمْ يَذْكُرْ اَحْمَدُ فِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا قَالَ اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقُلْتُ لِاَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيْهِ عَنْ اَبِىْ

رَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحْمَدُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْ
نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا مُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَا
اَلْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ إِلٰى أَهْلِهِ قَالَ فَغَضِبَ عَلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ لِي اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ
اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ○

৫০২. আহমদ ইবনুল হাসান (র)-কে বলতে শুনেছি : আমরা একদিন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর রবারে ছিলাম। উপস্থিত লোকজন জুমু'আ কার উপর ওয়াজিব এই সম্পর্কে আলোচনা তোলেন। কিন্তু ইমাম াহমদ এই বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর বরাতে কিছু উল্লেখ করলেন না। আমি তখন বললাম : এই বিষয়ে তো আবূ রায়রা (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ বলেন, রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত াছে? আমি বললাম : হ্যাঁ।

(আহমদ ইবনুল হুসায়ন বলেন :) হাজ্জাজ ইবন নুসায়র (র)....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ রশাদ করেন, যে ব্যক্তি (জুমু'আর সালাত শেষে) তার পরিবারে এসে রাত্রি যাপন করতে পারবে, তার উপর মু'আ জরুরী।

এই রিওয়ায়াত শুনে ইমাম আহমদ (র) আমার উপর রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। বললেন : ইস্তিগফার কর, স্তিগফার কর।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى إِنَّمَا فَعَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هٰذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ شَيْئًا وَضَعَّفَهُ
لِحَالِ إِسْنَادِهِ○

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর এইরূপ করার কারণ হল, তিনি এই রিওয়ায়াতটিকে ধর্তব্য বলে গণ্য রেন না এবং এটিকে সনদ হিসাবে যঈফ বলে মনে করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর ওয়াক্ত

٥٠٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْ
الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ

৫০৩. আহমদ ইবন মানী' (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন সূর্য পশ্চিমদিকে হলে পড়ত, তখন রাসূল ﷺ জুমু'আর সালাত আদায় করতেন।

٥٠٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْ
بْنِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ○

৫০৪. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র)....আনাস (রা) সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۝

وَهُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كَوَقْتِ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ۝

وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا۝

وَقَالَ أَحْمَدُ وَمَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً۝

এই বিষয়ে সালমা ইবনুল আকওয়া, জাবির এবং যুবায়র ইবন আওওয়াম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে অধিকাংশ আলিম একমত যে যোহরের ওয়াক্তের মত সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর হ'ল জুমু'আর ওয়াক্ত। এ হ'ল (ইমাম আবূ হানীফা), ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

কোন কোন আলিম মনে করেন, যাওয়াল বা পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়ার আগেও যদি জুমু'আর সালাত পড়া হয় তবে তা আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : যাওয়াল বা পশ্চিমে সূর্য হেলে পড়ার আগেও যদি কেউ জুমু'আর সালাত আদায় করে নেয়, তবে তাকে আর তা পুনরায় আদায় করতে হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ : মিম্বরে উঠে খুতবা প্রদান

৫০৫- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ حَنَّ الْجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ فَالْتَزَمَهُ فَسَكَنَ۝

৫০৫. আবূ হাফ্স আম্র ইবন আলী আল-ফাল্লাস (র).... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ এক খর্জুর বৃক্ষ কাণ্ডে ঠেস দিয়ে খুত্বা প্রদান করতেন। পরে মিম্বারে খুতবা দিতে আরম্ভ করলে এই কাণ্ডটি রোদন করতে থাকে। তখন রাসূল ﷺ এসে একে জড়িয়ে ধরেন। এতে সেটি থেমে যায়।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ۝

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ۝

وَمُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ هُوَ بَصْرِيٌّ وَهُوَ اَخُوْ اَبِىْ عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ○

এই বিষয়ে আনাস, জাবির, সাহল ইবন সা'দ, উবাই ইবন কা'ব, ইবন আব্বাস এবং উম্মু সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব-সহীহ।

রাবী মু'আয ইবন 'আলা হলেন বসরী, আবূ আমর ইবনু'র আলা-এর ভাই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجُلُوْسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ " দুই খুতবার মাঝে বসা

٥٠٦- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَالَ مِثْلَ مَاتَفْعَلُوْنَ الْيَوْمَ○

৫০৬. হুমায়দ ইবন মাস'আদা আল-বাসরী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জুমু'আর সময় খুতবা দিতেন, পরে বসতেন, আবার দাঁড়াতেন এবং খুত্‌বা দিতেন যেমন আজকাল তোমরা যা করে থাক।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

وَهُوَ الَّذِىْ رَاٰهُ اَهْلُ الْعِلْمِ اَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوْسٍ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, জাবির ইবন আবদিল্লাহ ও জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

মাঝে বসে দুই খুতবায় এইরূপ ব্যবধান করা সম্পর্কে আলিমগণ মত দিয়েছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ قَصْدِ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ : খুতবা সংক্ষিপ্ত করা

٥٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا○

৫০৭. কুতায়বা ও হান্নাদ (র)....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি, তাঁর সালাত ছিল সংক্ষিপ্ত এবং খুত্‌বাও ছিল সংক্ষিপ্ত।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَابْنِ اَبِى اَوْفَى ○

قَالَ اَبُوْعِيسى حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

এই বিষয়ে আম্মার ইবন ইয়াসির ও ইবন আবী আওফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির ইবন সামুরা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ : মিম্বরে উঠে কুরআন তিলাওয়াত

৫০৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَامَالِكُ ○

৫০৮. কুতায়বা (র)....ইয়া'লা ইবন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে শুনেছি وَنَادَوْا يَامَالِكُ

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ○

قَالَ اَبُوْعِيسى حَدِيْثُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَهُوَ حَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ ○

وَقَدْ اِخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ يَقْرَأَ الْاِمَامُ فِى الْخُطْبَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ ○

قَالَ الشَّافِعِىُّ وَاِذَا خَطَبَ الْاِمَامُ فَلَمْ يَقْرَأْ فِىْ خُطْبَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ اَعَادَ الْخُطْبَةَ ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইয়া'লা ইবন উমায়্যা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব। আর এটি হল উআয়না (র) বর্ণিত রিওয়ায়াত।

ইমাম খুতবায় অন্তত একটি আয়াত পাঠ করবেন বলে আলিমগণ মত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফিঈ বলেন : ইমাম যদি তার খুত্‌বায় একটি আয়াতও পাঠ না করে খুত্‌বা দিয়ে দেন, তবে তাকে পুনরায় খুতবা দিতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اِسْتِقْبَالِ الْاِمَامِ اِذَا خَطَبَ

অনুচ্ছেদ : খুতবার সময় ইমামের সম্মুখে থাকা

৫০৯- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا ○

৫০৯. আব্বাদ ইবন ইয়া'কূব আল-কূফী (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ যখন মিম্বরে সোজা হয়ে বসতেন তখন আমাদের চেহারা তাঁর সামনে থাকত।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ○

وَحَدِيْثُ مَنْصُوْرٍ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ ضَعِيْفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ عِنْدَ اَصْحَابِنَا○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ يَسْتَحِبُّوْنَ اِسْتِقْبَالَ الْاِمَامِ اِذَا خَطَبَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَلاَيَصِحُّ فِىْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ شَىْءٌ○

এই বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

মানসূর (র) সূত্রে বর্ণিত এই রিওয়ায়াতটি (৫০৭ নং) মুহাম্মদ ইবনুল ফায্ল ইবন আতিয়্যা-এর বরাত ছাড়া অন্য কোন সনদে বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না। মুহাম্মদ ইবনুল ফায্ল ইবন আতিয়্যা আমাদের হাদীস বিশারদ ইমামগণের মতে দুর্বল এবং তার স্মরণশক্তি কম।

সাহাবী ও অন্যান্য ফকীহ আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। খুতবার সময় ইমামের মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসা মুস্তাহাব বলে তারা অভিমত দিয়েছেন। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী (ইমাম আবূ হানীফা), শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এরও অভিমত।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে সহীহ কিছু বর্ণিত নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ اِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ : ইমাম খুতবা দিচ্ছেন এই অবস্থায় যদি কেউ মসজিদে আসে তবে ঐ ব্যক্তির জন্য দু'রাকআত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) সালাত আদায় করা

٥١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ○

৫১০. কুতায়বা (র)....জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : একবার জুমু'আর দিন রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে এসে উপস্থিত হ'ল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন : তুমি কি (তাহিয়্যাতুল মাসজিদের দু'রাকআত) সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। রাসূল ﷺ বললেন : উঠ এবং সালাত আদায় কর।

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ اَصَحُّ شَيْءٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।
এই বিষয়ে উপরোক্ত হাদীসটি অপেক্ষাকৃত সহীহ।

٥١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوْهُ فَاَبٰى حَتّٰى صَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ اَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا رَحِمَكَ اللّٰهُ اِنْ كَادُوْا لَيَقَعُوْا بِكَ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِاَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَاَيْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَمَرَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ ○

৫১১. মুহাম্মাদ ইবন আবী উমর (র)....ইয়ায ইবন আবদিল্লাহ ইবন আবী সারহ (র) থেকে বর্ণিত যে, একবার জুমু'আর দিন মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় আবূ সাঈদ আল-খুদরী (র) মসজিদে এলেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন পাহারাদাররা ছুটে এসে তাঁকে বসাতে চেষ্টা করল। তিনি সালাত শেষ না করে বসতে অস্বীকার করলেন। যা হোক, সালাত শেষে আমরা তাঁর কাছে এলাম। বললাম : আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। এরা তো আপনাকে প্রায় হামলাই করে বসেছিল।

তিনি বললেন : এই বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর আচরণ দেখার পর আমি তো কখনও তা ছাড়তে পারি না।

এরপর তিনি ঘটনা উল্লেখ করে বললেন : একবার জনৈক ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মসজিদে এসে প্রবেশ করল। এই সময় রাসূল ﷺ জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে তখন দু'রাকআত (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) আদায় করতে আদেশ দিলেন। সে দু'রাকআত আদায় করল আর তখন রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন।

قَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ اِذَا جَاءَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ وَكَانَ يَاْمُرُ بِهِ وَكَانَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ يَرَاهُ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى وَسَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ ثِقَةً مَاْمُوْنًا فِي الْحَدِيْثِ ○

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ يَجْلِسُ وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ○

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ ○

إِنَّمَا فَعَلَ الْحَسَنُ اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ وَهُوَ رَوَى عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ ○

ইবন আবী উমর (র) বলেন : ইবন উআয়না (র) যখনই আসতেন ইমামের খুতবারত অবস্থায়ও এই দু'রাকআত সালাত আদায় করতেন। আবূ আবদির রহমান আল-মুকরী তাকে এরূপ করতে দেখেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আবী উমরকে বলতে শুনেছি যে, ইবন উআয়না বলেছেন : রাবী মুহাম্মাদ ইবন আজলান নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং হাদীসের বিষয়ে তিনি আস্থাভাজন।

এই বিষয়ে জাবির, আবূ হুরায়রা এবং সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম এতদনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। ইমাম শফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।

কতক আলিম বলেন : ইমামের খুতবা প্রদান অবস্থায় কেউ যদি মসজিদে এসে প্রবেশ করে, তবে সে বসে থাকবে, এমতাবস্থায় সালাত আদায় করবে না। এ হল সুফইয়ান সাওরী এবং কূফাবাসী ফকীহদের [ইমাম আবূ হানীফা (র)-সহ] অভিমত। প্রথম মতটি অধিকতর সহীহ।

কুতায়বা বর্ণনা করেন, আলা ইবন খালিদ আল-কুরাশী (র) বলেন : আমি হাসান বসরী (র)-কে দেখেছি যে, তিনি জুমু'আর দিন মসজিদে এলেন তখন ইমাম খুতবা দিচ্ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন তার পর বসলেন।

হাসান বসরী (র) এই কাজ হাদীসের অনুসরণেই করেছেন। তিনি জাবির (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ : ইমামের খুতবা প্রদানের সময় কথা বলা জায়েয নয়

٥١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا ○

৫১২. কুতায়বা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : ইমামের খুতবা প্রদানের সময় কেউ যদি (কাউকে) বলে : চুপ করুন, তবে সেও অনর্থক কাজ করল।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ اَبِى اَوْفٰى وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوْا لِلرَّجُلِ اَنْ يَتَكَلَّمَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ وَقَالُوْا اِنْ تَكَلَّمَ غَيْرُهُ فَلَا يُنْكِرْ عَلَيْهِ اِلاَّ بِالْاِشَارَةِ ○

وَاخْتَلَفُوْا فِىْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ ○

فَرَخَّصَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ رَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ○

وَكَرِهَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ ذٰلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ ○

এই বিষয়ে ইবন আবী আওফা এবং জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।'

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমামের খুতবা প্রদানের সময় কথা বলা নিন্দনীয় বলে তারা মনে করেন। যদি অন্য কেউ কথা বলে, তবে তাকেও কথায় নয়, ইশারায় নিষেধ করতে হবে।

এই অবস্থায় সালামের জবাব দান ও হাঁচি প্রদানের উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিম ইমামের খুতবা প্রদানের সময় এইরূপ কাজের অনুমতি দিয়েছেন। এ হ'ল ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

তাবিঈ ও অপরাপর কতক আলিম এমতাবস্থায় এইরূপ কাজ পসন্দনীয় নয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ হ'ল (ইমাম আবূ হানীফা) ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ التَّخَطِّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন মুসল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া পসন্দনীয় নয়

٥١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِتَّخَذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ○

৫১৩. আবূ কুরায়ব (র)....মু'আয ইবন আনাস আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে গেল, সে যেন জাহান্নামে যাওয়ার পুল বানাল।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ رِشْدِيْنَ بْنِ سَعْدٍ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوْا اَنْ يَتَخَطَّى الرَّجُلُ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَشَدَّدُوْا فِىْ ذٰلِكَ ○

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ رِشْدِيْنَ بْنِ سَعْدٍ وَضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ○

এই বিষয়ে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : মু'আয ইবন আনাস আল-জুহানী (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি গারীব। রিশদীন ইবন সা'দ (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের জানা নাই।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তারা জুমু'আর দিন মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া নিন্দনীয় বলে অভিমত দিয়েছেন। এই বিষয়ে তারা অত্যন্ত কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

হাদীস বিশেষজ্ঞগণের কেউ কেউ রিশদীন ইবন সা'দ-এর সমালোচনা করেছেন এবং স্মরণশক্তির দিক দিয়ে তিনি দুর্বল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْاِحْتِبَاءِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ : ইমামের খুতবা প্রদানের সময় ইহতিবা (দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর বসে হাত দিয়ে বা কোন কাপড় দিয়ে হাঁটুদ্বয় বেষ্টন করে বসা) পসন্দনীয় নয়

৫১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْمَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ ○

৫১৪. মুহাম্মাদ ইবন হুমায়দ আর-রাযী ও আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আদ-দাওরী (র)....মু'আয (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমামের খুতবা প্রদানের সময় (মুসল্লীদের) ইহতিবা অবস্থায় বসতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَاَبُوْ مَرْحُوْمٍ اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مَيْمُوْنٍ ○

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ الْحُبْوَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ وَرَخَّصَ فِىْ ذٰلِكَ بَعْضُهُمْ ○ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ

وَبِهٖ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ لَا يَرَيَانِ بِالْحُبْوَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ بَاْسًا ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

রাবী আবূ মারহূমের নাম হ'ল আবদুর রহীম ইবন মায়মূন।

আলিমগণের এক জামা'আত জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা প্রদানের সময় ইহ্‌তিবা আকারে বসা পসন্দনীয় নয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তবে কেউ কেউ যেমন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) প্রমুখ এই বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত এ-ই। তারা ইমামের খুতবার সময় ইহ্‌তিবা আকারে বসায় অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْاَيْدِىْ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ : মিম্বরের উপর দু'আর সময় হাত তোলা পসন্দনীয় নয়

٥١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِىَّ وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ الْقُصَيِّرَتَيْنِ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ ○

৫১৫. আহমদ ইবন মানী' (র)....হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উমারা ইবন রুআয়বা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একদিন বিশ্‌র ইবন মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি দু'আ করতে গিয়ে হাত উঠান। এই দেখে উমারা বললেন : আল্লাহ তা'আলা এই নিকৃষ্ট দু'টি ছোট্ট হাতের অমঙ্গল করুন। আমি রাসূল ﷺ-কে (এই ক্ষেত্রে শাহাদাত আঙ্গুলী দিয়ে) ইশারা করার অতিরিক্ত কিছু করতে দেখিনি।

রাবী হুশায়ম اَنْ يَقُوْلَ هٰذَا বলার সময় শাহাদাত অঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করে দেখিয়েছেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اَذَانِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর আযান

٥١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ وَاِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ○

৫১৬. আহমদ ইবন মানী' (র)....সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ, আবূ বকর ও উমর (রা)-এর যুগে ইমাম যখন (হুজরা থেকে) বের হতেন তখন আযান হতো। এরপর (খুতবা হয়ে) সালাতের ইকামত হতো। কিন্তু উসমান (রা) এসে তৃতীয় একটি আযান (খুতবার আযান ও ইকামতের অতিরিক্ত) বাড়িয়ে দিলেন যা (মদীনার বাজার) যাওরায় প্রদান করা হতো।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْكَلاَمِ بَعْدَ نُزُوْلِ الْاِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ : মিম্বর থেকে ইমাম নেমে আসার পর কথা বলা

٥١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ اِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ ○

৫১৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ মিম্বর থেকে নেমে আসার পর প্রয়োজন হলে কথাবার্তা বলতেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ ○

قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ وَهِمَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَالصَّحِيْحُ مَارُوِىَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَاَخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ النَّبِىِّ ﷺ فَمَا زَالَ يُكَلِّمُهُ حَتّٰى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْحَدِيْثُ هُوَ هٰذَا ○

وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ رُبَّمَا يَهِمُ فِى الشَّىْءِ وَهُوَ صَدُوْقٌ ○

قَالَ مُحَمَّدٌ وَهِمَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ فِىْ حَدِيْثِ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَتَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُرْوٰى عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ فَحَدَّثَ حَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَتَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ فَوَهِمَ جَرِيْرٌ فَظَنَّ اَنَّ ثَابِتًا حَدَّثَهُمْ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : জারীর ইবন হাযিম-এর বরাত ছাড়া এই হাদীসটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, জারীর ইবন হাযিম হাদীসটির বিষয়ে ওয়াহম ও সন্দেহের শিকার হয়েছেন। সহীহ হ'ল সাবিত....আনাস (রা) সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তা হ'ল, আনাস (রা) বলেন : একদিন সালাতের ইকামতের পর এক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ-এর হাত ধরে কথা বলতে লাগল। এমনকি মুসল্লীদের কেউ কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন : আসলে হাদীসটি হ'ল এ-ই। অনেক সময় জারীর ইবন হাযিম সন্দেহের শিকার হয়ে যান বটে, তবে তিনি সত্যবাদী।

মুহাম্মাদ বলেন : এমনিভাবে জারীর ইবন হাযিম (র) সাবিত....আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আরেকটি হাদীসের ক্ষেত্রেও ওয়াহমের শিকার হয়েছেন। সেটি হ'ল, আনাস (রা) বলেন : সালাতে ইকামত হয়ে গেলেঃ আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা (সালাতে) দাঁড়াবে না।

মুহাম্মাদ বলেন : আসলে রিওয়ায়াতটি হ'ল হাম্মাদ ইবন যায়দ (র) বলেন : আমরা সাবিত আল বুনানী (র)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি হাজ্জাজ আস্-সাওওয়াফ....ইয়াহইয়া ইবন আবী কাসীর....আবদুল্লাহ ইবন আবী কাতাদা....তার পিতা আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতের ইকামত হয়ে গেলে পর আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। এখানে জারীর ওয়াহমের শিকার হয়ে গেছেন। ধারণা করেছেন সাবিত বুঝি আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৫١٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَاتُقَامُ الصَّلاَةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُوْمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَمَا يَزَالُ يُكَلِّمُهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَنَا يَنْعَسُ مِنْ طُوْلِ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ ○

৫১৮. হাসান ইবন আলী আল-খাল্লাল (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-কে দেখেছি ইকামত হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি কিবলা ও তাঁর মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। এত দীর্ঘক্ষণ সে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলছিল যে, মুসল্লীদের কতককে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেও দেখলাম।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর কিরাআত

৫١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَاهُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى بِنَا

بُوْهُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَفِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَدْرَكْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَأُبِهِمَا بِالْكُوْفَةِ قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُبِهِمَا ○

৫১৯. কুতায়বা (র)....রাসূল ﷺ-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস আবূ রাফি (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে নিজে মক্কা যাত্রা করে। অনন্তর আবূ হুরায়রা (রা) একদিন আমাদের জুমু'আর সালাত পড়ালেন। এতে তিনি (প্রথম রাকআতে) সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাকআতে إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ তিলাওয়াত করেন।

উবায়দুল্লাহ বলেন : পরে আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম : আপনি এমন দু'টি সূরা (এই সালাতে) তিলাওয়াত করলেন যে দু'টি সূরা কূফায় আলী (রা) (এই সালাতে) তিলাওয়াত করতেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : আমি রাসূল ﷺ-কে এই দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَأَبِيْ عِنَبَةَ الْخَوْلاَنِيِّ ○

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ○

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ رَافِعٍ كَاتِبُ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, নু'মান ইবন বাশীর এবং আবূ উত্‌বা আল-খাওলানী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমু'আর সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ও هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন।

উবায়দুল্লাহ ইবন আবূ রাফি' আলী ইবন আবী তালিব (রা)-এর কাতিব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَايَقْرَأُبِهِ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কি তিলাওয়াত করা হবে

٥٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ○

৫২০. আলী ইবন হুজর (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে الم تنزيل السجدة এবং هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ তিলাওয়াত করতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُخَوَّلٍ ○

এই বিষয়ে সা'দ, ইবন মাসউদ এবং আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সুফইয়ান সাওরী (র) বর্ণনা করেন, আরো একাধিক রাবী মুখাওওয়াল (র) সূত্রে এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর পূর্বের ও পরের সালাত

٥٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ○

৫২১. ইবন আবী উমর (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ জুমু'আর পর দু'রাকআত (সুন্নত) সালাত আদায় করতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَيْضًا ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ ○

এই বিষয়ে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

নাফি'....ইবন উমর (রা) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত আছে।

কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমলের মত ব্যক্ত করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ ও আহমদ এরও অভিমত।

٥٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ ○

৫২২. কুতায়বা (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমু'আর সালাত শেষে তাঁর ঘরে ফিরে এসে দু'রাকাআত (সুন্নত) সালাত আদায় করতেন। পরে বলেন : রাসূল ﷺ-ও তা করতেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٥٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا ○

৫২৩. ইবন আবী উমর (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু'আর পর (সুন্নত) সালাত আদায় করতে চায় সে যেন তা চার রাকআত আদায় করে।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ سُهَيْلَ بْنَ اَبِىْ صَالِحٍ ثَبْتًا فِي الْحَدِيْثِ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَمَرَ اَنْ يُصَلِّىَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَرْبَعًا ○

وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ اِلٰى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَقَالَ اِسْحٰقُ اِنْ صَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَاِنْ صَلّٰى فِىْ بَيْتِهِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ○

وَاحْتَجَّ بِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ وَحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الَّذِىْ رَوٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ وَابْنُ عُمَرَ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ صَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلّٰى بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ اَرْبَعًا ○

حَدَّثَنَا بِذَالِكَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا ○

حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ لِلْحَدِيْثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا الدَّنَانِيْرُ وَالدَّرَاهِمُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْهُ إِنْ كَانَتِ الدَّنَانِيْرُ وَالدَّرَاهِمُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَعْرِ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَسَنَّ مِنَ الزُّهْرِيِّ ○

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটি হাসান-সহীহ।

হাসান ইবন আলী (র)....সুফইয়ান ইবন উআয়না (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমরা রাবী সুহায়ল ইবন আবী সালিহ্কে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আস্থাযোগ্য বলে গণ্য করতাম।

কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত দিয়েছেন। প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমু'আর পূর্বে চার রাকআত এবং জুমু'আর পর চার রাকআত (সুন্নত) আদায় করতেন।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমু'আর পর দু'রাকআত আদায় করে আরো চার রাকআত আদায় করতে নির্দেশ দিতেন।

সুফইয়ান সাওরী এবং ইবন মুবারক (র)-ও ইবন মাসঊদ (রা)-এর অভিমত গ্রহণ করেছেন।

ইসহাক (র) বলেন : যদি জুমু'আর দিন মসজিদে (সুন্নত) সালাত আদায় করে তবে চার রাকআত আদায় করবে, আর যদি ঘরে (সুন্নত) সালাত আদায় করে তবে দু'রাকআত আদায় করবে। তিনি দলীল হিসাবে এই হাদীস দু'টি পেশ করেন যে, রাসূল ﷺ জুমু'আর পর তাঁর ঘরে এসে দু'রাকআত আদায় করতেন। আরেকটি হাদীস হ'ল রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর পর (সুন্নত) সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন চার রাকআত আদায় করে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) রাসূল ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি জুমু'আর পর তাঁর ঘরে দু'রাকআত (সুন্নত) সালাত আদায় করতেন। অথচ ইবন উমর (রা) রাসূল ﷺ-এর ইনতিকালের পর জুমু'আর পর মসজিদেই দু'রাকআত সালাত আদায় করেছেন এবং এরপর আরো চার রাকআত আদায় করেছেন।

ইবন আবী উমর (র)....ইবন জুরায়জ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন, আমি দেখেছি ইবন উমর (রা) জুমু'আর পর (প্রথমে) দু'রাকআত এবং এরপর চার রাকআত (সুন্নত) সালাত আদায় করেছেন।

সাঈদ ইবন আবদির রহমান আল-মাখযূমী (র) সুফইয়ান ইবন উআয়না (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমর ইবন দীনার (র) বলেছেন : ইমাম যুহরীর মত উত্তম ও বিশুদ্ধরূপ হাদীস বর্ণনা করতে আর কাউকে আমি দেখিনি এবং তাঁর মত টাকা-পয়সাকে এত মূল্যহীন মনে করতেও আর কাউকে পাইনি। তাঁর কাছে দিনার ও দিরহাম ছিল উটের বিষ্ঠার মতই মূল্যহীন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আবূ উমরের কাছে শুনেছি যে, সুফইয়ান ইবন উআয়না (র) বলেছেন : আমর ইবন দীনার (র) যুহরী (র)-এর তুলনায় অধিক বয়স্ক ছিলেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি জুমু'আর এক রাকআত পায়

٥٢٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ○

৫২৪. নাসর ইবন আলী, সাঈদ ইবন আবদির রহমান এবং আরো অনেকে (র)—আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কেউ যদি সালাতের এক রাকআত পায় তবে সে যেন সালাত পেল।

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ○

قَالُوْا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوْسًا صَلَّى أَرْبَعًا ○

وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ সাহাবী এবং পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমলের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন : কেউ যদি জুমু'আর এক রাকআত পায় তবে সে আরেক রাকআত আদায় করে তা পূরা করবে। আর যদি সালাতের শেষ বৈঠকে মুসল্লীদের পায়, তবে সে চার রাকআত পুরা করবে।

ইমাম সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমতও এ-ই।[১]

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন দুপুরের বিশ্রাম

٥٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنَّا نَتَغَدَّى فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ○

৫২৫. আলী ইবন হুজর (র)....সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূল ﷺ-এর যুগে জুমু'আর পরেই কেবল আহার গ্রহণ করতাম এবং দুপুরের বিশ্রাম করতাম।

১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন : সালামের পূর্বক্ষণ পর্যন্তও যদি কেউ জামা'আতে শরীক হতে পারে, তবে সে জুমু'আর দু'রাকআত আদায় করবে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ○

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

এই বিষয়ে আনাস ইবন মালিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সাহ্ল ইবন সা'দ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর সময় তন্দ্রা এলে জায়গা পরিবর্তন করে নিবে

٥٢٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ ○

৫২৬. আবূ সাঈদ আল্-আশাজ্জ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : জুমু'আর সময় যদি কারো তন্দ্রা আসে তবে সে যেন এই স্থান পরিবর্তন করে নেয়।

قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনে সফর করা

٥٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَغَدَا أَصْحَابُهُ فَقَالَ أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَآهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ قَالَ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ ○

৫২৭. আহমদ ইবন মানী' (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একবার আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করেন। সে দিন ছিল জুমু'আর দিন। তাঁর সঙ্গীরা সকলে ভোরেই রওয়ানা হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) বলেন : আমি পিছনে রয়ে গেলাম। (মনে করলাম) রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করে পরে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হব।

যা হোক, তিনি যখন রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন তখন তিনি তাকে দেখতে পেলেন। বললেন : তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে ভোরে রওয়ানা হতে তোমাকে কে বাধা দিল ?

তিনি বললেন : ইচ্ছা করেছিলাম আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করে পরে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হব।

রাসূল ﷺ বললেন : পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব যদি তুমি বিলিয়ে দাও তবুও তুমি তাদের এই একটি সকালের ফযীলত ধরতে পারবে না।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ○

قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ قَالَ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَقَالَ شُعْبَةُ لَمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ اِلاَّ خَمْسَةَ اَحَادِيْثَ وَعَدَّهَا شُعْبَةُ وَلَيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثُ فِيْمَا عَدَّ شُعْبَةُ ○ فَكَاَنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ ○

وَقَدِ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ○ فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ بَاْسًا بِاَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى السَّفَرِ مَالَمْ تَحْضُرِ الصَّلاَةُ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا اَصْبَحَ فَلاَيَخْرُجْ حَتّٰى يُصَلِّىَ الْجُمُعَةَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই সনদ ছাড়া হাদীসটি সম্পর্কে আমরা জানি না।

আলী ইবন মাদীনী (র) বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, শুবা (র) বলেন : মিকসাম (র) থেকে হাকাম (র) মাত্র পাঁচটি হাদীস শুনেছেন। এরপর শু'বা (র) উক্ত পাঁচটির বিবরণ দেন, কিন্তু এই হাদীসটির উল্লেখ সেখানে নেই। এতে বুঝা যায়, মিকসাম (র) থেকে হাকাম (র) এই হাদীসটি শুনেননি।

জুমু'আর দিন (সকালে) সফর করা সম্পর্কে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। কতক আলিম [ইমাম আবূ হানীফা (র) সহ] সালাতের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত সফরে রওয়ানা হওয়ায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

অপর কতক আলিম বলেন : রওয়ানা হতে হতে সকাল হয়ে গেলে জুমু'আর সালাত আদায় না করে বের হবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السِّوَاكِ وَالطِّيْبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন মিসওয়াক করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা

٥٢٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيٰى اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يَغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَمَسَّ اَحَدُهُمْ مِنْ طِيْبِ اَهْلِهِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيْبٌ ○

৫২৮. আলী ইবন হাসান আল-কূফী (র)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : মুসলিমদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিধান হ'ল তারা যেন জুমু'আর দিন গোসল করে এবং তার পরিবারের সুগন্ধি ব্যবহার করে। যদি সে সুগন্ধি না পায় তবে পানিই হ'ল তার জন্য সুগন্ধি।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَشَيْخٍ مِنَ الاَنْصَارِ ○

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ এবং জনৈক আনসারী শায়খ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ ○

৫২৯. আহমদ ইবন মানী'....ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদ (র) সূত্রে অনুরূপ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে।

قَالَ اَبُوْعِيسٰى حَدِيْثُ الْبَرَاءِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَرِوَايَةُ هُشَيْمٍ اَحْسَنُ مِنْ رِوَايَةِ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : বারা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান।

ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আত্-তায়মী (র)-এর রিওয়ায়াতের তুলনায় হুশায়ম (র)-এর রিওয়ায়াতটি অধিকতর উত্তম। ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আত্-তায়মী হাদীস বর্ণনায় যঈফ বলে গণ্য।

اَبْوَابُ الْعِيْدَيْنِ

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

ঈদ অধ্যায়

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَشْىِ يَوْمَ الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ইদগাহে হেঁটে যাওয়া

٥٣٠- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَخْرُجَ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَاَنْ تَاْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ ○

৫৩০. ইসমাঈল ইবন মূসা আল-ফাযারী (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুন্নত হ'ল ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ঈদুল ফিতরে বের হওয়ার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَاَنْ يَاْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَيُسْتَحَبُّ اَنْ لَا يَرْكَبَ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া এবং উযর ছাড়া কোন বাহনে আরোহণ না করা পসন্দনীয় বলে তারা মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ : খুতবার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করা

٥٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ فِى الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُوْنَ ○

৫৩১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ, আবূ বকর ও উমর (রা) খুত্‌বার পূর্বে ঈদের সালাত আদায় করতেন, পরে খুত্‌বা দিতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ○

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ صَلاَةَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

وَيُقَالُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ○

এই বিষয়ে জাবির ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীসের মর্মানুসারে আমল করেছেন। তারা বলেন : খুত্‌বার পূর্বেই ঈদের সালাত আদায় করতে হবে।

বলা হয় মারওয়ান ইবনুল হাকামই সর্বপ্রথম (ঈদের) সালাতের পূর্বে খুত্‌বা দেয়।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلاَةَ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَالْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতে আযান ও ইকামত নেই

٥٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ○

৫৩২. কুতায়বা (র)....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : এক-দুইবার নয়, বহুবার আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে আযান ও ইকামত ছাড়া দুই ঈদের সালাত আদায় করেছি।

وَقَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ ○

قَالَ أَبُوْعِيْسَى وَحَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لاَيُؤَذَّنُ لِصَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ وَلاَلِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ ○

এই বিষয়ে জাবির ইবন আবদিল্লাহ ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : জাবির ইবন সামুরা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী ও অপরাপর ফকীহ আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত দিয়েছেন। তারা বলেন : দুই ঈদের সালাত এবং কোন নফল সালাতের জন্য আযানের বিধান নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْقِرَأَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল ঈদের কিরআত

٥٣٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا ○

৫৩৩. কুতায়বা (র)....নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ঈদ ও জুমু'আর সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى এবং هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ তিলাওয়াত করতেন। অনেক সময় ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে ঘটত, তখনও তিনি ঐ দুই সূরাই তিলাওয়াত করতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَهٰكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَمِسْعَرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِىْ عَوَانَةَ ○

وَاَمَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَيُخْتَلَفُ عَلَيْهِ فِى الرِّوَايَةِ ○

يُرْوَى عَنْهُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ○

وَلاَنَعْرِفُ لِحَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ رِوَايَةً عَنْ اَبِيْهِ ○

وَحَبِيْبُ بْنُ سَالِمٍ هُوَ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَرَوَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَحَادِيْثَ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ نَحْوَ رِوَايَةِ هٰؤُلاَءِ ○

وَرُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ بِقَافْ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ ○

এই বিষয়ে আবূ ওয়াকিদ, সামুরা ইবন জুন্দুব ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।
ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : নু'মান ইবন বাশীর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সুফইয়ান সাওরী এবং মিসআর (র) ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল মুন্তাশির (র) থেকেও আবূ আওয়ানা (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতের (৫৩ নং) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবন উআয়না (র) থেকে রিওয়ায়াতের ব্যাপারে বিভিন্নতা রয়েছে। তার এই রিওয়ায়াত ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুন্তাশির....তৎপিতা মুহাম্মাদ ইবন মুন্তাশির....হাবীব ইবন সালিম....তৎপিতা সালিম....নু'মান ইবন বাশীর (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু হাবীব ইবন সালিম এর কোন রিওয়ায়াত তৎপিতা সালিম থেকে পরিচিত নয়।

এই হাবীব ইবন সালিম হলেন নু'মান ইবন বাশীর (রা)-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস এবং তিনি নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

এমনিভাবে ইবন উআয়না (রা)-এর রিওয়ায়াত ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুন্তাশির (র) থেকে তাদের (অর্থাৎ আবূ আওয়ানা, সুফইয়ান সাওরী ও মিসআর-এর) অনুরূপ বর্ণিত আছে। [এই সনদে হাবীব ইবন সালিম-এরপর তৎপিতা (সালিম) থেকে এই কথার উল্লেখ নেই।]

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতুল ঈদে সূরা ق এবং وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ তিলাওয়াত করতেন। ইমাম শাফিঈও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

٥٣٤- حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَاكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى قَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِقاف وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

৫৩৪. ইসহাক ইবন মূসা আল-আনসারী (র)....উবায়দুল্লাহ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন ইবন উতবা (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকীদ আল-লায়সী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহায় রাসূল ﷺ কি তিলাওয়াত করতেন? তিনি বললেন? রাসূল ﷺ ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيدِ এবং وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ তিলাওয়াত করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٥٣٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ○

৫৩৫. হান্নাদ (র)....যাম্‌রা ইবন সাঈদ (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ إِسْمُهُ الْحٰرِثُ بْنُ عَوْفٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ ওয়াকিদ আল-লায়সী (রা)-এর নাম হ'ল হারিস ইবন আওফ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দুই ঈদের তাকবীর

٥٣٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُوْ عَمْرٍو الْحَذَّاءِ الْمَدِيْنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ فِى الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَأَةِ وَفِى الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَأَةِ ○

৫৩৬. মুসলিম ইবন আম্র ও আবূ আম্র আল-হায্যা আল-মাদীনী (র)....আম্র ইবন আওফ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতুল ঈদে তাকবীর পাঠ করতেন প্রথম রাকআত কিরআতের পূর্বে সাত তাকবীর; দ্বিতীয় রাকআতে কিরআতের পূর্বে পাঁচ পাঁচ তাকবীর।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ○

قَالَ أَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ○

وَهٰكَذَا رُوِىَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ نَحْوَ هٰذِهِ الصَّلَاةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ قَالَ فِى التَّكْبِيْرِفِى الْعِيْدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِىْ رَكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوُ هٰذَا وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ ○

এই বিষয়ে আয়েশা, ইবন উমর ও আব্দুল্লাহ ইবন আম্র (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : রাবী কাসীরের পিতামহ [আম্র ইবন আওফ (রা)] বর্ণিত হাদীসটি হাসান। এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এই রিওয়ায়াতটিই অধিকতর উত্তম।

কাসীরের পিতামহের নাম হ'ল আম্র ইবন আওফ আল-মুযানী (রা)।

কতক সাহাবী ও পরবর্তীযুগের আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণের ফতওয়া দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি মদীনায় এই ধরনের সালাত আদায় করেছেন।

এ হ'ল মদীনাবাসী আলিমগণের অভিমত। ইমাম মালিক ইবন আনাস, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর বক্তব্যও এ-ই।

ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : সালাতুল ঈদে তাকবীরের সংখ্যা হ'ল নয় : প্রথম রাকআতে কিরআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর, দ্বিতীয় রাকআতে প্রথমে কিরআত পরে রুকূ-এর তাকবীরসহ চার তাকবীর।

একাধিক সাহাবী থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত বিদ্যমান। এ হ'ল কূফাবাসী আলিম ও ফকীহ-এর অভিমত। (ইমাম আবূ হানীফা) ও সুফইয়ান সাওরী (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ لَاصَلَاةَ قَبْلَ الْعِيْدِ وَلَا بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ : ঈদের পূর্বে বা পরে কোন সালাত নেই

٥٣٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَا ○

৫৩৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ একবার ঈদুল ফিত্‌রের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং দু' রাকআত সালাতুল ঈদ আদায় করলেন। এর আগে বা পরে কোন সালাত আদায় করলেন না।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَبِىْ سَعِيْدٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ ○

وَقَدْ رَاٰى طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ وَقَبْلَهَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ○ وَالْقَوْلُ الْاَوَّلُ اَصَحُّ ○

এই বিষয়ে আব্‌দুল্লাহ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন আম্‌র ও আবূ সাঈদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন : ইবন্ আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীস অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই মত ব্যক্ত করেন।

অপর একদল সাহাবী ও ফকীহ আলিম সালাতুল ঈদের পূর্বে ও পরে (নফল) সালাত আদায় করা যায় বলে মতপোষণ করেন। তবে প্রথমোক্ত অভিমতই অধিক সহীহ।

٥٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْعَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ خَرَجَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَذَكَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَهُ ٥

৫৩৮. আবূ আম্মার আল-হুসায়ন ইবন হুরায়স (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার ঈদের দিনে সালাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু (সেদিন) তিনি সালাতুল ঈদের পূর্বে বা পরে কোন সালাত আদায় করলেন না। রাসূল ﷺ-ও এরূপ করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ٥

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল ঈদায়নে শরীক হওয়ার জন্য মহিলাদের বহির্গমন

٥٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْاَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضَ فِى الْعِيْدَيْنِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُعِرْهَا اُخْتُهَا مِنْ جَلاَبِيْبِهَا ٥

৫৩৯. আহমদ ইবন মানী' (র)....উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বালিকা, তরুণী, গৃহিণী, যুবতী সকল মহিলাকেই সালাতুল ঈদে বের হওয়ার জন্য বলতেন। তবে রজঃবতী মহিলারা সালাত-স্থল থেকে দূরে থাকতেন। তারা কেবল মুসলিমদের সঙ্গে দু'আয় শরীক হতেন।

জনৈক মহিলা একবার রাসূল ﷺ-কে বললেন, যদি কারো চাদর না থাকে (তবে সে কিভাবে বের হবে?), তিনি বললেন : তার কোন ভগ্নি তাকে একটি চাদর ধার দিয়ে দিবে।

٥٤٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ ○

৫৪০. আহমদ ইবন মানী' (র)....উম্মু আতিয়্যা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيسَى حَدِيْثُ اُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْعِيْدَيْنِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ ○

وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ اَنَّهُ قَالَ اَكْرَهُ الْيَوْمَ الْخُرُوْجَ لِلنِّسَاءِ فِى الْعِيْدَيْنِ فَاِنْ اَبَتِ الْمَرْأَةُ اِلاَّ اَنْ تَخْرُجَ فَلْيَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا اَنْ تَخْرُجَ فِىْ اَطْمَارِهَا الْخُلْقَانِ وَلاَ تَتَزَيَّنْ فَاِنْ اَبَتْ اَنْ تَخْرُجَ كَذَالِكَ فَلِلزَّوْجِ اَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الْخُرُوْجِ ○

وَيُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءِ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ○

وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ اَنَّهُ كَرِهَ الْيَوْمَ الْخُرُوْجَ لِلنِّسَاءِ اِلَى الْعِيْدِ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উম্মু আতিয়্যা বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। তারা দুই ঈদের সালাতে মহিলাদের গমনের অনুমতি দিয়েছেন। আর কতক আলিম তা অপসন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ইবন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই যুগে সালাতুল ঈদায়নের উদ্দেশ্যে মহিলাদের গমন করা আমি অপসন্দনীয় বলে মনে করি। মহিলারা যদি এই বিষয়ে বায়না ধরেন তবে তার স্বামী তাকে সাজ-সজ্জা না করে সাধারণ কাপড়ে বের হওয়ার অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু তারা যদি এইভাবে সাদাসিধে ধরনে বের হতে অস্বীকার করে তবে স্বামী তাদেরকে বের হতে নিষেধ করতে পারেন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : বর্তমানে মেয়েরা কি করছে তা যদি রাসূল ﷺ দেখতেন তবে অবশ্যই তিনি মসজিদে যেতে তাদের নিষেধ করতেন যেভাবে বনী ইসরাঈল মহিলাদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল।

সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতুল ঈদের উদ্দেশ্যে মহিলাদের গমন অপসন্দনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ خُرُوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ وَرُجُوْعِهِ مِنْ طَرِيْقٍ اُخَرَ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ ঈদের সালাতে এক পথে যেতেন অন্য পথে আসতেন

٥٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى الْكُوْفِىُّ وَاَبُوْ زُرْعَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ رَجَعَ فِىْ غَيْرِهِ ○

৫৪১. আব্দুল আ'লা ইবন ওয়াসিল ইবন আব্দিল আ'লা আল-কূফী ও আবূ যুরআ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ঈদের দিন রাসূল ﷺ এক পথে যেতেন অন্য পথে আসতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ رَافِعٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَحَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ○

وَرَوٰى اَبُوْ تُمَيْلَةَ وَيُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ○

قَالَ وَقَدْ اِسْتَحَبَّ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ لِلْاِمَامِ اِذَا خَرَجَ فِىْ طَرِيْقٍ اَنْ يَرْجِعَ فِىْ غَيْرِهِ اِتِّبَاعًا لِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىْ ○

وَحَدِيْثُ جَابِرٍ كَاَنَّهُ اَصَحُّ ○

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন উমর এবং আবূ রাফিঈ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব।

আবূ তুমায়লা ও ইউনুস ইবন মুহাম্মাদ (র)-ও এই হাদীসটি ফুলায়হ ইবন সুলায়মান....সাঈদ ইবন আল-হারিস....জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীসের অনুসরণে ইমামের জন্য এক পথে যাওয়া এবং অন্য পথে আসা মুস্তাহাব বলে কতক আলিম মত প্রকাশ করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

এই বিষয়ে জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ

অনুচ্ছেদ : ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে আহার করা

٥٤٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَايَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلَايَطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّىَ ○

৫৪২. হাসান ইবন সাব্বাহ আল-বায্যার আল-বাগদাদী (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ঘর থেকে বের হতেন না আর ঈদুল আয্হার দিন সালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু আহার করতেন না।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَاَنَسٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْاَسْلَمِىِّ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ○

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَااَعْرِفُ لِثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ ○

وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ لَايَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ شَيْئًا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ اَنْ يُفْطِرَ عَلٰى تَمْرٍ وَلَايَطْعَمَ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يَرْجِعَ ○

এই বিষয়ে আলী ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : বুরায়দা ইবন খুসায়ব আল-আসলামী বর্ণিত এই হাদীসটি গারীব।

ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র) বলেন : এই হাদীসটি ছাড়া সাওয়াব ইবন উতবার অন্য কোন হাদীস সম্পর্কে আমরা জানি না।

আলিমগণের একদল ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু আহার না করা পর্যন্ত ঘর থেকে বের না হওয়া মুস্তাহাব বলে মনে করেন। তার জন্য খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব। এমনিভাবে সালাত শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত ঈদুল আযহার দিনে কিছু আহার করবে না।

٥٤٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُفْطِرُ عَلٰى تَمَرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الْمُصَلّٰى ○

৫৪৩. কুতায়বা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদগাহে গমনের পূর্বে কিছু খেজুর খেয়ে নিতেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব-সহীহ।

اَبْوَابُ السَّفَرِ

সফর অধ্যায়

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّقْصِيْرِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ : সফরকালে কসর করা

٥٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لاَيُصَلُّوْنَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْكُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا اَوْبَعْدَهَا لاَ تْمَمْتُهَا ○

৫৪৪. আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবন আবদিল হাকাম আল-ওয়াররাক আল-বাগদাদী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ, আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সঙ্গে সফর করেছি। তাঁরা যোহর ও আসরের সালাত দু'রাকআত করে আদায় করতেন। এর পূর্বে বা পরে কোন সালাত আদায় করতেন না।

আব্দুল্লাহ্ (ইবন উমর) বলেন : যদি এর পূর্বে বা পরে কোন সালাতই আদায় করতাম তবে তো এই সালাতই পূরা আদায় করতাম।

وَقَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَسٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ ○

وَقَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ مِثْلَ هٰذَا ○

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ سُرَاقَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَبَعْدَهَا ○

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِى السَّفَرِ وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلاَةَ فِى السَّفَرِ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَصْحَابِهِ ○

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ اِلاَّ اَنَّ الشَّافِعِىَّ يَقُوْلُ التَّقْصِيْرُ رُخْصَةٌ لَهُ فِى السَّفَرِ فَاِنْ اَتَمَّ الصَّلاَةَ اَجْزَاَ عَنْهُ ○

এই বিষয়ে উমর, আলী, ইবন আব্বাস, আনাস, ইমরান ইবন হুসায়ন ও আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-গারীব। ইয়াহইয়া ইবন সুলায়ম ছাড়া অন্য কোন সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে বলে আমরা জানি না।

মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র) বলেন : এই হাদীসটি উবায়দুল্লাহ ইবন উমর....আল-সুরাকার জনৈক ব্যক্তি....ইবন উমর (রা) সূত্রেও বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আতিয়্যা আল-আওফী....ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সফর অবস্থায়ও সালাতের পূর্বে ও পরে নফল আদায় করতেন। সহীহ্ সনদে প্রমাণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সফরে কসর করতেন।[১] আবূ বকর, উমর এবং উসমান (রা)-ও তাঁদের খিলাফতের শুরুতে কসর আদায় করেছেন।

অধিকাংশ সাহাবী ও অপরাপর আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত দিয়েছেন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সফর অবস্থায় ও পূর্ণ সালাত আদায় করতেন।

রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ থেকে যা বর্ণিত আছে সে অনুসারেই তো আমল করা হবে।

এ হ'ল ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত। তবে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : সফরে কসর আদায় করা হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ কিন্তু পুরো সালাত আদায় করলেও জায়েয হবে।[২]

٥٤٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَحَجَجْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِيْنَ مِنْ خِلاَفَتِهِ اَوْ ثَمَانِىَ سِنِيْنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ○

৫৪৫. আহমদ ইবন মানী' (র)....আবূ নাযরা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার ইমরান ইবন হুসায়ন (রা)-কে মুসাফিরের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি তখন বললেন : আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করেছি, তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করেছেন। আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি, তিনিও দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন। উমর (রা)-এর সঙ্গেও হজ্জ করেছি তিনিও দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন। উসমান (রা)-এর সঙ্গে ও তাঁর খিলাফতের ছয় বছর (বর্ণান্তরে আট বছর) হজ্জ করেছি, তিনিও দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন।

---

১. قصر অর্থ হ্রস্ব করা। চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতসমূহ দু'রাকআত করে আদায় করা।

২. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত হ'ল সফরে কসর করা ওয়াজিব। উমর ও আলী (রা) সহ বহু সাহাবীরও এই মত।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٥٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ○

৫৪৬. কুতায়বা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমরা মদীনায় রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যোহরের সালাত চার রাকআত আদায় করেছি আর যুলহুলায়ফায় আসরের সালাত দু'রাকআত আদায় করেছি।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি সহীহ।

٥٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ لَايَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ○

৫৪৭. কুতায়বা (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। সেই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতিরেকে আর কারো ভীতি তাঁর ছিল না, এতদসত্ত্বেও তিনি দু'রাকআত কসর সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ

অনুচ্ছেদ : কত দিন কসর সালাত আদায় করা হবে

٥٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِىُّ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ كَمْ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا ○

৫৪৮. আহমদ ইবন মানী' (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হই। তখন তিনি দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন।
আনাস (রা)-কে বললাম : রাসূল ﷺ কতদিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন ? তিনি বললেন : দশ দিন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ○

قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَقَامَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ○

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ زِدْنَا عَلَى ذٰلِكَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ ○

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ ○

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا ○

وَرَوَى عَنْهُ ذٰلِكَ قَتَادَةُ وَعَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ ○

وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ خِلَافَ هٰذَا ○

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدُ فِيْ ذَالِكَ ○

فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوْفَةِ فَذَهَبُوْا إِلٰى تَوْقِيْتِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالُوْا إِذَا أَجْمَعَ عَلٰى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذَا أَجْمَعَ عَلٰى إِقَامَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِذَا أَجْمَعَ عَلٰى إِقَامَةِ أَرْبَعَةٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

وَأَمَّا إِسْحٰقُ فَرَأَى أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فِيْهِ حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ○

قَالَ لِأَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَأَوَّلَهُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَجْمَعَ عَلٰى إِقَامَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ○

ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلٰى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُوْنَ ○

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর কোন এক সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং দু'রাকআত হিসেবে সালাত আদায় করেন।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আমরা যদি কোথাও উনিশ দিনের ভেতর অবস্থান করি তবে দু'রাকআত করে সালাত আদায় করি। আর এর বেশি অবস্থান করলে পুরো সালাত আদায় করি।

আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : কেউ যদি দশ দিন অবস্থান করে, তবে তাকে পুরা সালাত আদায় করতে হবে।

ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : কেউ যদি কোন স্থানে পনর দিন অবস্থান করে, তবে তাকে পুরা সালাত আদায় করতে হবে। তার বরাতে বার দিনের কথাও বর্ণিত আছে।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : যদি কেউ কোন স্থানে চার দিন অবস্থান করে তবে তাকে চার রাকআত আদায় করতে হবে।

কাতাদা এবং আতা আল-খুরাসানী (র) তার বরাতে উক্ত কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দাউদ ইবন আবী হিন্দ (র) তার বরাতে ভিন্নরূপে বক্তব্যও বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে ফকীহ আলিমগণেরও মতবিরোধ রয়েছে। সুফইয়ান সাওরী এবং কূফাবাসী আলিমগণ (ইমাম আযম আবূ হানীফা সহ) পনর দিন সময়ে অবস্থানের অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন : কেউ যদি কোন স্থানে পনর দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে তাকে পুরা সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম আওযাঈ (র) বলেন : যদি কেউ কোন স্থানে বার দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত করে, তবে তাকে পুরা সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমদ (র) বলেন : চার দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলে পুরা সালাত আদায় করতে হবে।

ইমাম ইসহাক (র) এই বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসটিকে সবচেয়ে শক্তিশালী অভিমত বলে মনে করেন। কারণ, একে তো তিনি এতদ্বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে একটি রিওয়ায়াতও উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয়ত রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকালের পর এতদনুসারে তিনি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বলেছেন : উনিশ দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত করলে সালাত পুরা আদায় করতে হবে।

আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে, যতদিন পর্যন্ত ইকামতের সিদ্ধান্ত না নিবে, ততদিন একজন মুসাফির কসর আদায় করবে। যদিও এভাবে বহু বছর কেটে যায়।

٥٤٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَفَرًا فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ نُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ○

৫৪৯. হান্নাদ (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ এক সফরে বের হলেন এবং উনিশ দিন পর্যন্ত দু'রাকআত করে সালাত আদায় করেছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমরাও উনিশদিন পর্যন্ত দু'রাকআত করে আদায় করতাম। এর বেশি যদি আমরা অবস্থান করতাম তবে চার রাকআত সালাত আদায় করতাম।

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব-হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّطَوُّعِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ : সফরে নফল সালাত আদায় করা

৫৫٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ بُسْرَةَ الْغِفَارِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَاَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ○

৫৫০. কুতায়বা (র)....বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আঠারবার রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর যোহরের পূর্বে দু'রাকআত (নফল) সালাত পরিত্যাগ করতে আমি কখনও তাঁকে দেখিনি।

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسَى حَدِيْثُ الْبَرَاءِ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ○

قَالَ وَسَاَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَلَمْ يَعْرِفْ اِسْمَ اَبِىْ بُسْرَةَ الْغِفَارِىِّ وَرَاٰهُ حَسَنًا ○

وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَيَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَبَعْدَهَا وَرُوِىَ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِى السَّفَرِ ○

ثُمَّ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَرَاَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ فِى السَّفَرِ وَبِهِ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ ○

وَلَمْ تَرَطَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ يُصَلَّى قَبْلَهَا وَلاَبَعْدَهَا ○

وَمَعْنَى مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِى السَّفَرِ قَبُوْلُ الرُّخْصَةِ وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَهُ فِىْ ذٰلِكَ فَضْلٌ كَثِيْرٌ ○

وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُوْنَ التَّطَوُّعَ فِى السَّفَرِ ○

এই বিষয়ে ইবন উমর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : বারা (রা) বর্ণিত হাদীসটি গারীব।

এই বিষয়ে মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি লায়স ইবন সা'দ-এর রিওয়ায়াত ছাড়া এটি সম্পর্কে কিছু জানেন না। এমনিভাবে আবূ বুসরা আল-গিফারীর নামও তিনি জানেন না। তবে তিনি তাকে ভাল মনে করেন।

ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সফর অবস্থায় সালাতের পূর্বে বা পরে নফল আদায় করতেন না। আবার তাঁর বরাতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ সফর অবস্থায়ও নফল সালাত আদায় করতেন।

রাসূল ﷺ-এর পর বিষয়টি সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কতক সাহাবী সফর অবস্থায়ও নফল সালাত আদায়ের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এ হ'ল ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র) এরও অভিমত।

আর একদল আলিম সফর অবস্থায় সালাতের পূর্বে বা পরে কোন নফল আদায় করতে হবে বলে মনে করেন না। তবে সফরে নফল আদায় না করা অর্থ হ'ল না পড়ার এই সুযোগকে গ্রহণ করা। কিন্তু কেউ যদি এই অবস্থায়ও নফল আদায় করে তবে তার জন্য প্রভূত ফযীলত রয়েছে।

অধিকাংশ আলিমের অভিমত এ-ই যে, তারা সফর অবস্থায় নফল আদায় করা পসন্দনীয় বলে মনে করেন।

৫৫১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ○

৫৫১. আলী ইবন হুজ্র (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : সফরে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যোহর দু'রাকআত আদায় করেছি এবং এরপর আরো দু'রাকআত (নফল) সালাত আদায় করেছি।

قَالَ أَبُوْعِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

ইবন আবী লায়লা (র)-ও এটিকে আতিয়্যা ও নাফি....ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৫৫২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ يَعْنِىْ الْكُوْفِيَّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءٌ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لاَتَنْقُصُ فِى الْحَضَرِ وَلاَفِى السَّفَرِ وَهِىَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ○

৫৫২. মুহাম্মাদ ইবন উবায়দ আল-মুহারিবী (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সফর ও মুকীম সর্বাবস্থায় সালাত আদায় করেছি। মুকীম অবস্থায় যোহরের সালাত চার রাকআত এবং এরপর (সুন্নত) দু'রাকআত আদায় করেছি; কিন্তু সফর অবস্থায় যোহর দু'রাকআত এবং এরপর (সুন্নত) দু'রাকআত আদায় করেছি। এমনিভাবে আসরও দু'রাকআত আদায় করেছি, তবে এরপর আর কোন (সুন্নত বা নফল) সালাত আদায় করিনি। মাগরিবের সালাত সফর ও মুকীম সর্বাবস্থায়ই এক বরাবর, সব সময় তা তিন

রাকআতই, সফর বা মুকীম কোন অবস্থায় এতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এ হ'ল দিনের বিত্র। এরপর রয়েছে দু'রাকআত (সুন্নত)।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ○

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ مَارَوَى ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى حَدَّثَنَا اَعْجَبَ اِلَىَّ مِنْ هٰذَا وَلاَ اَرْوِىْ عَنْهُ شَيْئًا ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এ হাদীসটি হাসান।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, ইবন আবী লায়লা (র) এর চেয়েও অধিক পসন্দনীয় কোন রিওয়ায়াত আমাকে শুনাননি।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা

٥٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ هُوَ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى اَنْ يَجْمَعَهَا اِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيْعًا وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ اِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ ○

৫৫৩. কুতায়বা (র)....মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাবুক যুদ্ধের সফরকালে রাসূল ﷺ সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার আগে যাত্রা করতেন তবে যোহরের সালাত বিলম্ব করে আসরের সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন এবং উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার পর যাত্রা করলে আসরের সালাত যোহরের ওয়াক্তে এগিয়ে নিয়ে আসতেন এবং যোহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করতেন। এরপর গন্তব্য স্থানের দিকে চলতেন। এমনিভাবে তিনি যদি মাগরিবের পূর্বে যাত্রা করতেন তবে মাগরিবের সালাত বিলম্ব করতেন এবং তা এশার সঙ্গে একসাথে আদায় করতেন। আর যদি মাগরিবের পর যাত্রা করতেন তবে এশার সালাত ত্বরান্বিত করতেন এবং তা মাগরিবের সঙ্গে আদায় করতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ اَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسَى وَالصَّحِيْحُ عَنْ اُسَامَةَ ○

وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ قُتَيْبَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ ○

এই বিষয়ে আলী, ইবন উমর, আনাস, আব্দুল্লাহ ইবন আম্র, আয়েশা, ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়দ এবং জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উসামা (রা) বর্ণিত হাদীসটিই সহীহ।

আলী ইবনুল মাদীনী (র)-ও এই হাদীসটি আহমদ ইবন হাম্বল....কুতায়বা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرٍ الاَعْيَنُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَعْنِي حَدِيْثَ مُعَاذٍ ○

৫৫৪. আবদুস্ সামাদ ইবন সুলায়মান (র)....মু'আয (রা) থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত।

وَحَدِيْثُ مُعَاذٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ لاَنَعْرِفُ اَحَدًا رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ غَيْرَهُ ○

وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ○

وَالْمَعْرُوْفُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيْثُ مُعَاذٍ مِنْ حَدِيْثِ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ○

رَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ○

وَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ وَيَقُوْلُوْنَ لاَبَاْسَ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِيْ وَقْتِ اِحْدَاهُمَا ○

মু'আয (রা) বর্ণিত এই রিওয়ায়াতটি হাসান-গরীব। এটির বর্ণনা কুতায়বা এককভাবে লায়স সূত্রে। তিনি ব্যতীত আর কেউ রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব....আবুত্ তুফায়ল....মু'আয (রা) সূত্রে হাদীসটি গরীব।

হাদীস বিশারদের নিকট প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াত হ'ল এই যে, আবুয্ যুবায়র....আবুত্ তুফায়ল....মু'আয (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধে সফরে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করেছেন।

কুররা ইবন খালিদ, সুফইয়ান সওরী, মালিক এবং আরো অনেকে আবুয্ যুবায়র মক্কী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফিঈ, আহ্মদ ও ইসহাক (র) প্রমুখ এই হাদীস অনুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, সফরে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে একই ওয়াক্তে আদায় করায় কোন দোষ নেই।

٥٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتُغِيْثَ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهِ فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ○

৫৫৫. হান্নাদ (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তাঁর পরিবারের জনৈক সদস্যের[১] বিপদে সাড়া দিতে গিয়ে তাঁকে দ্রুত সফরে যেতে হয়েছিল। তখন তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করতে এত বিলম্ব করলেন যে, শাফাক (সূর্যাস্তের পরবর্তী লালিমা) অস্তমিত হয়ে গেল। পরে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে এশা ও মাগরিব একত্রে মিলিয়ে আদায় করলেন এবং বললেন : রাসূল ﷺ-এর যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকত, তখন এইরূপ করতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।
ইয়াযীদ সূত্রে লায়স (র) বর্ণিত হাদীসটিও হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল ইস্তিসকা[২]

٥٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقٰى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ○

৫৫৬. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র)....আব্বাদ ইবন তামীম তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ লোকজন সহ ইস্তিসকার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তাদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি সশব্দে কিরাআত পাঠ করেছিলেন। পরে তিনি তার চাদর উল্টিয়ে পরলেন ও দুই হাত তুলে কিবলামুখী হয়ে ইস্তিস্কার (বৃষ্টির জন্য) দু'আ করলেন।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي اللَّحْمِ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَعَلٰى هٰذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

وَعَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ ○

---

১. তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনত আবী উবায়দ অসুস্থ হয়ে মদীনার বাইরে ছিলেন।
২. বৃষ্টির জন্য দুই রাকআত নফল সালাত আদায় করে দু'আ করা।

এই বিষয়ে ইবন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আনাস এবং আবিল লাহম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইবন যায়দ বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল করার অভিমত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকেরও এই অভিমত।

আব্বাদ ইবন তামীমের চাচার নাম হ'ল আব্দুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম আল-মাযিনী।

٥٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ عَنْ أَبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُو ۝

৫৫৭. কুতায়বা (র)....আবিল লাহ্ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (মদীনার) আহজারুয্ যায়ত নামক স্থানে রাসূল ﷺ-কে ইস্তিসকা আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তখন তাঁর দু'হাত তুলে দু'আ করছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى كَذَا قَالَ قُتَيْبَةُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي اللَّحْمِ وَلَا نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا هٰذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ ۝

وَعُمَيْرٌ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ وَلَهُ صُحْبَةٌ ۝

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, কুতায়বা (র) এই হাদীসটিকে আবীল্ লাহম (রা) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূল ﷺ থেকে তাঁর এই একটি রিওয়ায়াত ছাড়া অন্য কোন রিওয়ায়াত আছে বলে আমরা জানি না।

এই আবুল লাহম (রা)-এর মাওলা বা আযাদকৃত দাস উমায়র (রা)-এর বরাতে রাসূল ﷺ-এর কিছু হাদীস বর্ণিত আছে। তিনিও সাহাবী ছিলেন।

٥٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمٰعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحٰقَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ اِسْتِسْقَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ۝

৫৫৮. কুতায়বা (র)....ইসহাক ইবন আব্দিল্লাহ ইবন কিনানা (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : মদীনার আমীর ওয়ালীদ ইবন উক্বা আমাকে ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে রাসূল ﷺ-এর ইস্তিসকা সম্পর্কে জানতে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার নিকট এসে তা জানতে চাইলে তিনি বললেন : রাসূল ﷺ এই উদ্দেশ্যে অতি সাধারণ বেশে, বিনীত ভঙ্গীতে, রোনাযারীর সাথে ঘর থেকে বের হতেন, সালাতগাহে আসতেন। তোমাদের মত এই ধরনের

খুতবা দিতেন না; বরং দু'আ, রোনাযারী ও তাকবীর-এ ব্যস্ত থাকতেন। ঈদের সালাতের মত দুই রাকআত (ইস্তিস্কার)-সালাত আদায় করতেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٥٥٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ مُتَخَشِّعًا ○

৫৫৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র).... আব্দুল্লাহ ইব্ন কিনানাহ্ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতে متخشعا (খুশূ-খুযূ সহকারে) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيْ قَالَ يُصَلِّى صَلاَةَ الْاِسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ يُكَبِّرُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى سَبْعًا وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى وَرُوِىَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ لاَيُكَبِّرُ فِىْ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِىْ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى خَالَفَ السُّنَّةَ ○

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমতও এইরূপ। তিনি বলেন, সালাতুল ঈদায়নের মত ইস্তিস্কা-এর সালাত আদায় করা হবে। এতে প্রথম রাকআতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচবার তাকবীর বলা হবে। তিনি ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সালাতুল ঈদায়নের তাকবীরের মত সালাতুল ইস্‌তিস্‌কায় কোন তাকবীর নেই।

আবূ ঈসা (র) বলেন, তিনি সুন্নাতের বিপরীত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ : কুসূফ বা সূর্য গ্রহণের সালাত

٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفٍ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَالْاُخْرٰى مِثْلُهَا ○

৫৬০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ কুসূফের সালাত আদায় করলেন। এতে তিনি কিরাআত পাঠ এবং রুকূ করলেন, পরে আবার কিরাআত পাঠ করলেন এবং রুকূ করলেন। পরে আবার কিরাআত পাঠ করলেন এবং রুকূ করলেন। এরপর দুই সিজদা দিলেন। পরবর্তী রাকআতও তদ্রূপভাবে আদায় করলেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو و النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ بَكْرَةَ وَسَمُرَةَ وَاَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنِ عُمَرَ وَقَبِيْصَةَ الْهِلَالِىِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى فِىْ كُسُوْفٍ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ○

وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ ○

قَالَ وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ ○

فَرَاٰى بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ يُسِرَّ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا بِالنَّهَارِ ○

وَرَاٰى بَعْضُهُمْ اَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا كَنَحْوِ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ يَرَوْنَ الْجَهْرَ فِيْهَا ○

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَايَجْهَرُ فِيْهَا ○

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ صَحَّ عَنْهُ اَنَّهُ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ○

وَصَحَّ عَنْهُ اَيْضًا اَنَّهُ صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ○

وَهٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ جَائِزٌ عَلٰى قَدْرِ الْكُسُوْفِ اِنْ تَطَاوَلَ الْكُسُوْفُ فَصَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَاِنْ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَهُوَ جَائِزٌ ○

وَيَرَوْنَ اَصْحَابُنَا اَنْ تُصَلّٰى صَلَاةُ الْكُسُوْفِ فِىْ جَمَاعَةٍ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ○

এই বিষয়ে আলী, আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবন আম্র, নু'মান ইবন বাশীর, মুগীরা ইবন শু'বা, আবূ মাসউদ, আবূ বাকরা, সামুরা ইবন জুনদুব, ইবন মাসউদ, আসমা বিনত আবী বাকর, ইবন উমর, কাবীসা আল-হিলালী, জাবির ইবন আব্দিল্লাহ, আব্দুর রহমান ইবন সামুরা এবং উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ

ইবন আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ চার সিজ্দায় চার রাক'আত আদায় করেছেন। এ হল ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর বক্তব্য।

সালাতুল কুসূফের কিরাআত সম্পর্কে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, দিনের সালাতের রীতি অনুসারে এতে অনুচ্চ স্বরে কিরাআত পাঠ করা হবে। আর কতক আলিম বলেন, জুমু'আর মত এতে কিরাআত পাঠ করতে হবে। এ হল ইমাম মালিক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত। এতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করতে হবে বলে মনে করেন।

ইমাম শাফিঈ বলেন, এতে সশব্দে কিরাআত হবে না। রাসূল ﷺ থেকে উভয় ধরনের রিওয়ায়াত সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে।

রাসূল ﷺ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি চার সিজ্দায় চার রাক'আত কুসূফ সালাত আদায় করেছেন। আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি চার সিজদায় ছয় রাক'আত সালাতুল কুসূফ আদায় করেছেন।

কুসূফ বা সূর্য গ্রহণের সময়ের পরিমাণ অনুসারে আলিমদের নিকট তদ্রূপ সালাত জায়েয আছে। যদি কুসূফ দীর্ঘ হয় আর চার সিজদায় চার রাক'আত আদায় করা হয় তবে তা জায়েয আছে। আর যদি চার সিজদায় চার রাক'আত আদায় করে এবং কিরা'আত দীর্ঘ করে তবে তা-ও জায়েয আছে।

আমাদের ইমামগণ সূর্য গ্রহণ হোক বা চন্দ্র গ্রহণ, উভয় সালাতই জামাআতে আদায় করতে হবে বলে মনে করেন।

٥٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ○

৫৬১. মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল মালিক ইবন আবিশ্ শাওয়ারিব (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূল ﷺ-এর যুগে সূর্য গ্রহণ দেখা দেয়। তখন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। এতে তিনি দীর্ঘ কিরাআত তিলাওয়াত করেন, এর পর দীর্ঘ রুকূ করেন। পরে মাথা উঠালেন, পরে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন তবে প্রথমবারের তুলনায় কিছুটা কম দীর্ঘ। এরপর দীর্ঘ রুকূ করলেন তবে প্রথমবারের তুলনায় কিছু কম দীর্ঘ পরে মাথা তুললেন এবং সিজদা করলেন। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يَرَوْنَ صَلاَةَ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ○

قَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ وَنَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ سِرًّا اِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيْرٍ وَثَبَتَ قَائِمًا كَمَا هُوَ وَقَرَأَ اَيْضًا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ وَنَحْوًا مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ وَيُقِيْمُ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ نَحْوًا مِمَّا اَقَامَ فِيْ رُكُوْعِهِ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ وَنَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيْرٍ وَثَبَتَ قَائِمًا ثُمَّ قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَتِهِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই হাদীস অনুসারেই শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র) অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা সালাতুল কুসূফ (সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ) চার সিজদায় চার রাক'আত বলে মনে করেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : প্রথম রাক'আতে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতিহা এবং দিনের বেলায় (সূর্য গ্রহণের সময়) হলে অনুচ্চ শব্দে সূরাতুল বাকারা পরিমাণ কিরাআত করবে এবং কিরাআতের সমপরিমাণ সময় দীর্ঘ রুকূ করবে। পরে তাকবীর দিয়ে মাথা তুলবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং উম্মুল কুরআন সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করে আলে-ইমরানের পরিমাণ কিরাআত তিলাওয়াত করবে। পরে কিরাআতের সমপরিমাণ সময় দীর্ঘ রুকূ করবে, পরে মাথা তুলবে বলবে, সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)। এর পর পূর্ণ দুই সিজদা দিবে এবং রুকূতে যতক্ষণ অবস্থান করেছিল, সিজদায়ও ততক্ষণ অবস্থান করবে। পরে সিজদা থেকে দাঁড়াবে। উম্মুল কুরআন ও সূরাতুন নিসা পরিমাণ কিরাআত করবে। এর পর কিরাআতের সমপরিমাণ সময় দীর্ঘ রুকূ করবে। পরে তাকবীর বলে মাথা তুলবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে এবং সূরাতুল মায়িদা পরিমাণ কিরাআত পাঠ করবে, এরপর কিরাআত পরিমাণ সময় দীর্ঘ রুকূ করবে। অতঃপর মাথা তুলবে। বলবে সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ পরে দুই সিজদা দিবে। এরপর তাশাহ্হুদ পাঠ করবে ও সালাম ফিরাবে।[১]

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফের কিরাআত

٥٦٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ كُسُوْفٍ لَانَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ○

১. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই সালাত অন্যান্য সালাতের মতই। তবে এতে কিরাআত, রুকূ ও সিজদা তুলানামূলকভাবে সুদীর্ঘ হবে।

৫৬২. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে সালাতুল কুসূফ আদায় করেছেন। আমরা তাঁর কিরাআতের আওয়ায শুনতে পাইনি।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ○

قَالَ أَبُوْعِيسٰى حَدِيْثُ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلٰى هٰذَا- وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيْ ○

এই বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।
ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : সামুরা ইবন জুনদুব (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।
আলিমগণের কতক এতদনুসারে অভিমত গ্রহণ করেছেন। এ হ'ল ইমাম শফিঈ (র)-এরও বক্তব্য।

٥٦٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى صَلَاةَ الْكُسُوْفِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا ○

৫৬৩. আবূ বাকর মুহাম্মদ ইবন আবান (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ সালাতুল কুসূফ আদায় করেছেন। এতে তিনি সশব্দে কিরাআত পাঠ করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَرَوَاهُ أَبُوْ إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ نَحْوَهُ وَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।
আবূ ইসহাক আল-ফাযারী (র)-ও সুফইয়ান ইবন হুসায়ন (র)-এর বরাতে উক্তরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।
ইমাম মালিক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর বক্তব্য এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুল খাওফ

٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِىْ مَقَامِ أُولٰئِكَ وَجَاءَ أُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرٰى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ ○

৫৬৪. মুহাম্মদ ইবন আবদিল মালিক ইবন আবিশ্-শাওয়ারিব (র)...সালিম তৎপিতা ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ এইভাবে সালাতুল খাওফ[১] আদায় করেছেন যে, (পুরো দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করে) এক দলকে নিয়ে এক রাকআত পড়েছেন। এই সময়ে অপর একদল শত্রুর সামনে থেকেছেন। এরপর যে দল এক রাকআত সালাত আদায় করেছেন তারা যে দল শত্রুর সামনে রয়েছেন তাদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন আর শত্রুর সম্মুখে অবস্থানরত দল সালাতে এসে শরীক হয়েছেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে নিয়ে অপর এক রাকআত সমাধা করেছেন এবং নিজে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছেন (কারণ তাঁর সালাত শেষ হয়ে গেছে)। এরপর সালাতরত দল দাঁড়িয়ে তাদের এক রাকআত পুরা করেছেন এবং শত্রুর সম্মুখে যারা অবস্থানরত তারাও দাঁড়িয়ে তাদের (অবশিষ্ট) এক রাকআত পুরা করে নিয়েছেন।

قَالَ أَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ رَوَى مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ هٰذَا ○

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ وَأَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ صَامِتٍ وَأَبِيْ بَكْرَةَ ○

قَالَ أَبُوْعِيْسَى وَقَدْ ذَهَبَ مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ فِيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ إِلَى حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ ○ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ○

وَقَالَ أَحْمَدُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى أَوْجُهٍ وَمَا أَعْلَمُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيْثًا صَحِيْحًا وَاخْتَارَ حَدِيْثَ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ ○

وَهٰكَذَا قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَبَتَتِ الرِّوَايَاتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَرَأَى أَنَّ كُلَّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَهُوَ جَائِزٌ وَهٰذَا عَلَى قَدْرِ الْخَوْفِ ○

قَالَ إِسْحٰقُ وَلَسْنَا نَخْتَارُ حَدِيْثَ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الرِّوَايَاتِ ○

ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি (৫৬১নং) হাসান-সহীহ। মূসা ইবন উকবা (র)-ও এটি নাফি ইবন উমর....রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন : এই বিষয়ে জাবির, হুযায়ফা, যায়দ ইবন সাবিত, ইবন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, ইবন মাসউদ, সাহল ইবন আবূ আয়্যাশ আয়-যুরাকী-তাঁর নাম হ'ল যায়দ ইবন সামিত এবং আবূ বাকরা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইমাম মালিক (র) সালাতুল খাওফ-এর ব্যাপারে সাহল ইবন আবী হাসমা (রা) বর্ণিত হাদীস অনুসারে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এটা ইমাম শাফিঈ (র)-এরও অভিমত।

---

১. শত্রুর আশংকা ও ভয় থাকাকালে বিশেষ এক পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা হয়। একে সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সালাত বলা হয়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : রাসূল (সা) থেকে কয়েকভাবে সালাতুল খাওফ আদায়ের পদ্ধতি বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ বলেই আমি জানি। তবে আমি সাহল ইবন আবী হাসমা বর্ণিত পদ্ধতিটিই গ্রহণ করেছি।

ইসহাক ইবন ইবরাহীমও এইরূপ বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন : সালাতুল খাওফ সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ সহীহ বলে প্রমাণিত। এই বিষয়ে রাসূল (সা) থেকে যতগুলো পদ্ধতি বর্ণিত আছে, সবগুলোই জায়েয। এই বিভিন্নতা হল খাওফ বা ভীতির পরিমাণের তারতম্য হিসাবে।

ইসহাক বলেন : আমরা অন্যান্য রিওয়ায়াতসমূহের উপর সাহল ইবন আবী হাসমার রিওয়ায়াতটির প্রাধান্য দেই না।

٥٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ ○

৫৬৫. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)....সাহল ইবন আবী হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সালাতুল খাওফ বিষয়ে বলেন : ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। তার সাথে একদল মুসল্লী শামিল হবেন। আরেক দল থাকবেন শত্রুর সামনে তাদের দিকে মুখ করে। ইমাম তার সঙ্গে শামিল দলকে নিয়ে এক রাকআত আদায় করবেন আর মুসল্লীরা নিজেরা এক রাকআত আদায় করবেন এবং নিজেরা নিজেদের দুই সিজদা দেবেন। এরপর তারা শত্রুর সম্মুখে অবস্থানরত দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন এবং ওরা এসে ইমামের সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ করবেন। ইমাম তাদের নিয়ে (অবশিষ্ট) এক রাকআত আদায় করবেন ও দুই সিজদা দিবেন। এতে ইমামের হবে পূর্ণ দু'রাকআত আর এই দলের হবে এক রাকআত। সুতরাং এঁরা রুকূ ও দুই সিজদা দিবেন ও তাদের সালাত পূর্ণ করবেন।

٥٦٦-(قَالَ أَبُو عِيسَى) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَقَالَ لِي يَحْيَى اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَلَكِنَّهُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ○

৫৬৬. (ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন) মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) বলেন : ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র)-কে আমি এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে তা শু'বা....আব্দুর রহমান ইবন আল-কাসিম-পিতা কাসিম-সালিহ ইবন খাওওয়াত-সাহল ইবন আবী হাসমা (রা) সূত্রে মারফূ হিসাবে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর রিওয়ায়াত (৫৬৫নং)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন : এটি (৫৬৬নং)-কে ওটি (৫৬৫ নং) এর পার্শ্বে লিখে নাও। আমি এই রিওয়ায়াত (৫৬৬ নং)-টির শব্দ পুরাপুরি সংরক্ষণ করতে পারি নাই তবে এটিও ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর রিওয়ায়াত (৫৬৫ নং)-টির অনুরূপই।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

لَمْ يَرْفَعْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهٰكَذَا رَوٰى اَصْحَابُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ مَوْقُوْفًا وَرَفَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এটিকে কাসিম ইবন মুহাম্মদ সূত্রে মারফূ হিসাবে রিওয়ায়াত করেন নি। এমনিভাবে ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-আনসারী (র)-এর শাগরিদগণও একে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা (র) আব্দুর রহমান ইবন কাসিম ইবন মুহাম্মদ (র) থেকে এটিকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٥٦٧- وَرَوٰى مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ مَنْ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ○

৫৬৭. মালিক ইবন আনাস (র)....সালিহ ইবন খাওওয়াত (র)-সূত্রে যিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন এমন এক ব্যক্তি থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ ○

وَرُوِىَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً رَكْعَةً فَكَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى اَبُوْعَيَّاشٍ الزُّرَقِىُّ اِسْمُهُ زَيْدُ بْنُ صَامِتٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র) এই হাদীস অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

একাধিক রাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী এক-এক দলের সঙ্গে এক-এক রাকআত করে আদায় করেছেন। এতে রাসূল ﷺ-এর হয়েছে দু'রাক'আত আর মুসল্লীদের হয়েছে এক এক রাক'আত।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ আয়্যাশ আয-যুরাকীর নাম হলো যায়দ ইবন সামিত।

بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : কুরআনের সিজদা-এ-তিলাওয়াত সমূহ

٥٦٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا الَّتِي فِي النَّجْمِ ○

৫৬৮. সুফইয়ান ইবন ওয়াকী (র)....আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এগারটি তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করেছি। এগুলোর একটি হ'ল সূরা আন-নাজম-এর সিজদা।[1]

٥٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُخْبِرًا يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِلَفْظِهِ ○

৫৬৯. আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রহমান (র)....আবুদ দারদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ শব্দে বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ○

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই রিওয়ায়াতটি সুফইয়ান ইবন ওয়াকী ... আবদুল্লাহ্ ইবন ওয়াহব (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (৫৬৮ নং) থেকে অধিক সহীহ।

এই বিষয়ে আলী, ইবন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, ইবন মাসঊদ, যায়দ ইবন সাবিত ও আমর ইবনুল আস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবুদ-দারদা (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি গারীব। সাঈদ ইবন আবূ হিলাল.... উমার দিমাশকী (র)-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

---

১. বিভিন্ন সহীহ রিওয়ায়াতের উপর ভিত্তি করে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন : কুরআনে সিজদা তিলাওয়াতের সংখ্যা হ'ল চৌদ্দটি

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ : মহিলাদের মসজিদে গমন

٥٧٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِئْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُهُ وَاللهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا فَقَالَ فَعَلَ اللهُ بِكَ وَفَعَلَ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَتَقُوْلُ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ؟

৫৭০. নাসর ইবন আলী (র)....মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা একদিন ইবন উমর (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা মহিলাদেরকে রাতে মসজিদে যেতে অনুমতি দিও। তখন তার ছেলে (বিলাল) বললেন : আল্লাহ্র কসম, আমরা তাদের অনুমতি দিব না। কারণ এটিকে তারা একটা বাহানা বানিয়ে নিবে।

এই শুনে ইবন উমর (রা) বললেন : আল্লাহ্ তোমার সাথে যা করার করুন। আমি বলছি রাসূল ﷺ (অনুমতি দিতে) বলেছেন, আর তুমি বলছ আমরা অনুমতি দিব না?

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ۝

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ۝

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ-এর স্ত্রী যয়নব এবং যায়দ ইবন খালিদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে থু থু ফেলা মাকরূহ্

٥٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَلٰكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى ۝

৫৭১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....তারিক ইবন আব্দিল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : যখন সালাতরত থাকবে তখন তোমার ডানে থুথু ফেলবে না, (যদি অগত্যা ফেলতেই হয় তবে) তোমার পিছনে বা বামে বা বাম পায়ের নীচে ফেলবে।[১]

১. মসজিদের ভিটি বালুর ছিল বলে এককালে অনন্যোপায় অবস্থায় তা জায়েয ছিল। বর্তমানে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে ফতওয়া হ'ল, রুমালে ফেলবে আর রুমাল যদি না থাকে তবে কাপড়ের এক কোণে ফেলে তা পরে ধুয়ে নিবে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ ○

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى وَحَدِيْثُ طَارِقٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ○

قَالَ وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ لَمْ يَكْذِبْ رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ فِى الْإِسْلَامِ كَذْبَةً ○

قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ أَثْبَتُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ○

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, ইবন উমর, আনাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : তারিক (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান-সহীহ

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন।

আল-জারূদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি ওয়াকী (র)-কে বলতে শুনেছি : রিবঈ ইবন হিরাশ ইসলামে কোন দিন মিথ্যা বলেন নি। আবদুর রহমান ইবন মাহদী (র) বলেন, কূফাবাসীদের মধ্যে সবচে বিশ্বস্ত হলেন মনসূর ইবনুল মু'তামির।

৫৭২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ○

৫৭২. কুতায়বা (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : মসজিদে থুথু ফেলা অপরাধ। আর এর কাফ্ফারা হ'ল তা মুছে ফেলা।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّجْدَةِ فِىْ إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

অনুচ্ছেদ : সূরা ইনশিকাক এবং সূরা আলাক-এর সিজদা

৫৭৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ○

৫৭৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (সূরা আলাক) এবং إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (সূরা ইনশিকাক) সূরায় সিজদা করেছি।

٥٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ○

৫৭৪. কুতায়বা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ভিন্ন সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ السُّجُوْدَ فِيْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ○

وَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ সূরাদ্বয়ে সিজদা-এ-তিলাওয়াত করতে হবে বলে তারা মনে করেন।

এই রিওয়ায়াত (৫৭৪) টিতে চারজন তাবিঈ (ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ, আবূ বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযম, উমর ইবন আবদিল আযীয, আবূ বাকর ইবন আবদির রহমান ইবন আল-হারিস ইবন হিশাম) পরস্পর পরস্পর থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي النَّجْمِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আন্-নাজমের সিজদা

٥٧٥ - حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا يَعْنِي النَّجْمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ ○

৫৭৫. হারূন ইবন আবদিল্লাহ আল-বায্যার আল-বাগদাদী (র)....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ এতে অর্থাৎ সূরা আন্-নাজমে সিজদা করেছেন। তাঁর সঙ্গে মুসলিম, মুশরিক, জিন্ন ও মানুষ (যারা ছিল) সবাই সিজদা করেছে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ○

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ السُّجُوْدَ فِيْ سُوْرَةِ النَّجْمِ ○

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سَجْدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ○

وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ ○

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ○

এই বিষয়ে ইবন মাসঊদ ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কতক আলিম এই হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তারা সূরা আন-নাজমে সিজদা-এ-তিলাওয়াত রয়েছে বলে মনে করেন।

কতক সাহাবী ও অপরাপর আলিম বলেন : আল-মুফাস্সাল সূরাসমূহে কোন সিজদা নাই। এ হ'ল ইমাম মালিক (র) এর বক্তব্য। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটি অধিকতর সহীহ।

ইমাম সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এই বিষয়ে ইবন মাসঊদ (র) ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ

অনুচ্ছেদ : এতে সিজদা নাই বলে যারা মনে করেন

٥٧٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا ○

৫৭৬. ইয়াহইয়া ইবন মূসা (র)....যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ-কে আমি সূরা আন-নাজম পাঠ করতে শুনেছি। তিনি এতে কোন সিজদা দেননি।

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَتَأَوَّلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هٰذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حِينَ قَرَأَ فَلَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ ○

وَقَالُوا السَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا فَلَمْ يُرَخِّصُوا فِي تَرْكِهَا وَقَالُوا إِنْ سَمِعَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِذَا تَوَضَّأَ سَجَدَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَقُولُ إِسْحٰقُ ○

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فِيهَا وَالْتَمَسَ فَضْلَهَا وَرَخَّصُوا فِي تَرْكِهَا إِنْ أَرَادَ ذٰلِكَ ○

وَاحْتَجُّوْا بِالْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ حَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَيْثُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا ○

فَقَالُوْا لَوْ كَانَتِ السَّجْدَةُ وَاجِبَةً لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ ﷺ زَيْدًا حَتَّى كَانَ يَسْجُدُ النَّبِيُّ ﷺ ○

وَاحْتَجُّوْا بِحَدِيْثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةً عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ إِنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَسْجُدُوْا ○

فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : যায়দ ইবন সাবিত (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কোন কোন আলিম এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন : এখানে রাসূল ﷺ সিজদা করেন নি, কারণ যায়দ ইবন সাবিত (রা) তিলাওয়াত করার সময় সিজদা করেন নি, তাই রাসূল ﷺ-ও সিজদা করেন নি।

আলিমগণ বলেন : সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করতে যে ব্যক্তি শুনবে, তার উপরও সিজ্‌দা করা ওয়াজিব। তারা এই ব্যক্তির জন্যও সিজদা না করার অনুমতি দেন নি। তারা আরো বলেন : কারো যদি সিজ্‌দার আয়াত শোনার সময় উযূ না থাকে তবে সে যখন উযূ করে তখন সে সিজদা করবে। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী, কূফাবাসী আলিমগণ (ইমাম আবূ হানীফা) ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

কতক আলিম বলেন : কেউ যদি সিজ্‌দা করতে চায় এবং ফযীলতের প্রত্যাশী হয়, তবে সে সিজদা করবে। আর যদি সে সিজদা করতে না চায়, তবে তার জন্য তা না করারও অনুমতি রয়েছে (অর্থাৎ তাদের মতে সিজ্‌দা তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়)। তারা যায়দ ইবন সাবিত বর্ণিত হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। তিনি বর্ণনা করেন : আমি রাসূল ﷺ-কে সূরা আন্-নাজম তিলাওয়াত করে শুনিয়েছি কিন্তু তিনি এতে সিজদা করেন নি। তাঁরা বলেন, সিজদা তিলাওয়াত যদি ওয়াজিব হতো তবে রাসূল ﷺ যায়দকে সিজ্‌দা না করা পর্যন্ত ছেড়ে দিতেন না এবং তাকে সিজ্‌দা করতে নির্দেশ দিতেন এবং তিনি নিজেও সিজ্‌দা করতেন।

এই আলিমগণ উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে থাকেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মিম্বরে (খুতবারত অবস্থায়) সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন তিনি নীচে নেমে এসে সিজ্‌দা করলেন। পরে দ্বিতীয় জুমু'আতেও তিনি এটি তিলাওয়াত করেন। তখন লোকজনও সিজ্‌দা করার জন্য প্রস্তুত হয়। এতে তিনি বললেন : এ আমাদের ফরয করা হয়নি। হ্যাঁ, আমরা যদি চাই তবে তা করতে পারি। যা হোক, এই দিন উমর (রা)-ও সিজ্‌দা করেন নি এবং লোকজনও সিজ্‌দা করলেন না।

কতক আলিম এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র)-এর বক্তব্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِيْ ص

অনুচ্ছেদ : সূরা সোয়াদ (ص)-এ সিজদা

٥٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْ ص قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ ○

৫৭৭. ইবন আবী উমর (র)....আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে সূরা সোয়াদ-এ সিজদা করতে দেখেছি। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : এটি জরুরী সিজদার অন্তর্ভুক্ত নয়।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ ذٰلِكَ ○

فَرَاٰى بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ اَنْ يَسْجُدَ فِيْهَا ○

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهَا تَوْبَةُ نَبِىٍّ وَلَمْ يَرَوُا السُّجُوْدَ فِيْهَا ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কতক আলিম বলেন : এতে সিজদা করা হবে। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী (ইমাম আবূ হানীফা), ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

আর কতক আলিম বলেন : এখানে জনৈক নবী (আ)-এর তওবা কবূলের বিবরণ বিধৃত। সুতরাং তারা এতে সিজদা করতে হবে বলে মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّجْدَةِ فِى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ : সূরা হাজ্জ-এ সিজদা

٥٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِاَنَّ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا ○

৫৭৮. কুতায়বা (র)....উক্‌বা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল ! সূরা হাজ্জকে তো বেশ ফযীলত প্রদান করা হয়েছে। এতে রয়েছে দুটো সিজদা। তিনি বললেন : হ্যাঁ, কেউ যদি এই দুটো সিজদা না করে সে যেন এই দুই আয়াত তিলাওয়াত না করে।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِىِّ ○

وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ هٰذَا فَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عُمَرَ اَنَّهُمَا قَالاَ فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِاَنَّ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ ○ وَبِهِ يَقُوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ ○

وَرَاٰى بَعْضُهُمْ فِيْهَا سَجْدَةً ○ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَمَالِكٍ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটির সনদ তত শক্তিশালী নয়।

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব ও ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন : সূরা হাজ্জকে ফযীলত প্রদান করা হয়েছে; এতে রয়েছে দুটো সিজদা। ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র)-ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কতক আলিম বলেন : এতে রয়েছে একটি সিজদা। এ হল সুফইয়ান সাওরী, মালিক ও কূফাবাসী আলিমগণ (ইমাম আবূ হানীফা সহ)-এর অভিমত।

بَابُ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ : সিজদা-এ কুরআনের দু'আ

٥٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ يَاحَسَنُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ اللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِي جَدُّكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ ۝

৫৭৯. কুতায়বা (র)...হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন উবায়দিল্লাহ ইবন আবী ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমাকে ইবন জুরায়জ বললেন, হে হাসান, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবন আবী ইয়াযীদ (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন : একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল। আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন একটা গাছের পিছনে সালাত আদায় করছি। অনন্তর যখন সিজদা (তিলাওয়াত) করলাম, তখন গাছটিও আমার সিজদার সাথে সিজদা করল। আমি এটিকে সিজদায় বলতে শুনলাম :

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ ۝

"হে আল্লাহ! এর মাধ্যমে আপনার নিকট আমার জন্য সওয়াব লিখে নিন। এর মাধ্যমে আমার পাপ দূরীভূত করুন; এটিকে আপনার নিকট আমার সঞ্চয় বলে গ্রহণ করুন এবং আমার থেকে এটিকে এভাবে কবূল করুন যেভাবে আপনি আপনার বান্দা দাঊদ (আ) থেকে কবূল করেছিলেন।"

হাসান বলেন যে, আমাকে ইবন জুরায়জ বলেছেন : আমাকে তোমার পিতামহ বলেছেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন : রাসূল ﷺ সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন, পরে সিজদা দিলেন। তিনি তাতে বললেন : দুই ব্যক্তির দু'আ সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি যা বলেছিলেন আমি রাসূল ﷺ-কেও সিজদায় উক্তরূপ পাঠ করতে শুনেছি।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ○

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ○

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হিসাবে এই হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ○

৫৮০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ রাতে কুরআন তিলাওয়াতে সিজদায় এ দুই দু'আ পড়তেন :

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ○

"আমার মুখমণ্ডল প্রণত সেই সত্তার উদ্দেশ্যে যিনি তাঁর শক্তিতে তাকে বানিয়েছেন। তার কানও তার চোখ খুলে দিয়েছেন।"

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ : যদি কারো রাত্রের জন্য নির্ধারিত ইবাদতের কিছু অংশ ফওত হয়ে যায় তবে সে দিনের বেলায় তা পূরণ করবে

٥٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ○

৫৮১. কুতায়বা (র)....উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কারো যদি রাতের জন্য নির্ধারিত ইবাদত বা এর কিছু অংশ ফওত হয়ে যায়, আর পরে সে যদি সালাতুল ফজর ও সালাতুল যাহ্‌রের মাঝে তা আদায় করে নেয়, সে যেন রাত্রেই তা আদায় করল, তদ্রূপ সওয়াব তার জন্য লিখা হবে।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

قَالَ وَأَبُو صَفْوَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَكِّيُّ وَرَوَى عَنْهُ الْحُمَيْدِيُّ وَكِبَارُ النَّاسِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

রাবী আবূ সাফওয়ানের নাম হ'ল আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ আল-মক্কী। হুমায়দী (র) এবং আরো বহু প্রবীণ তাবিঈ তাঁর বরাতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ : ইমামের পূর্বে যে মাথা উঠায় তার সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী

٥٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ أَبُو الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ ثِقَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ○

৫৮২. কুতায়বা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে তার মাথা উঠায় সে কি এ কথার ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথারূপে পরিবর্তিত করে দিবেন?

قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَإِنَّمَا قَالَ أَمَا يَخْشَى ○

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ وَيُكْنَى أَبَا الْحَارِثِ ○

কুতায়বা (র) বলেন : হাম্মাদ বলেছেন যে, আমাকে মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ রিওয়ায়াত করেছেন : أَمَا يَخْشَى

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

মুহাম্মাদ ইবন যিয়াদ হলেন বসরী। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁর উপনাম হল আবুল হারিস।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الَّذِي يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَ مَاصَلَّى

অনুচ্ছেদ : নিজে ফরয আদায় করার পর কেউ যদি লোকদের ইমামতি করে

٥٨٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ ○

৫৮৩. কুতায়বা (র)....জাবির ইবন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয ইবন জাবাল (রা) রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন, পরে স্বীয় কওমের কাছে ফিরে যেতেন এবং তাদের ইমামতি করতেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ○

قَالُوا إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَقَدْ كَانَ صَلاَّهَا قَبْلَ ذٰلِكَ أَنَّ صَلاَةَ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ جَائِزَةٌ ○

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ ○

وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ ○

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهَا صَلاَةُ الظُّهْرِ فَائْتَمَّ بِهِمْ قَالَ صَلاَتُهُ جَائِزَةٌ ○

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِذَا ائْتَمَّ قَوْمٌ بِإِمَامٍ وَهُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَصَلَّى بِهِمْ وَاقْتَدَوْا بِهِ فَإِنَّ صَلاَةَ الْمُقْتَدِي فَاسِدَةٌ إِذِ اخْتَلَفَ نِيَّةُ الإِمَامِ وَنِيَّةُ الْمَأْمُومِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক (র) প্রমুখ আমাদের ফকীহ আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমলের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন : কোন ব্যক্তি যদি পূর্বে সালাত আদায় করে পরে সেই ফরয সালাতের ক্ষেত্রে কোন জামাআতের ইমামতি করে, তবে যারা তার ইক্তিদায় সালাত আদায় করবে, তাদের সালাত আদায় হয়ে যাবে। এই ফকীহগণ মু'আয (রা) সম্পর্কে জাবির (রা)-এর হাদীসটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন :

এই হাদীসটি সহীহ। একাধিক সূত্রে জাবির (রা) থেকে এটির রিওয়ায়াত আছে।

আবূদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি মসজিদে আসল। এ সময় লোকেরা সালাতুল আসর আদায় করছিল কিন্তু সে এটিকে যোহরের সালাত মনে করে ইক্তিদা শুরু করে দিল। এটা কি জায়েয হবে ? তিনি উত্তরে বললেন : এ ব্যক্তির সালাত আদায় হয়ে যাবে।

কূফাবাসী একদল আলিম ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) সহ বলেন : কেউ যদি যোহরের সালাত আদায় করছে বলে মনে করে এমন এক ইমামের ইক্তিদা করে যিনি আসলে আসরের সালাত আদায় করছেন, তবে মুক্তাদির সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ এখানে ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়্যাতের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান।

بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

অনুচ্ছেদ : শীত ও গ্রীষ্মে কাপড়ের উপর সিজদা প্রদানের অবকাশ প্রসঙ্গে

٥٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ ○

৫৮৪. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমরা যখন দুপুরের প্রচণ্ড গরমে রাসূল ﷺ-এর পিছনে যোহরের সালাত আদায় করতাম, তখন গরমের তাপ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ ○

وَقَدْ رَوٰى وَكِيْعٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে জাবির ইবন আবদিল্লাহ ও ইবন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ওয়াকী (র) হাদীসটি খালিদ ইবন আবদির রহমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوْسِ فِى الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা মুস্তাহাব

٥٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِى مُصَلَّاهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ○

৫৮৫. কুতায়বা (র)....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত তাঁর মুসল্লায় বসে থাকতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ ظِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ○

৫৮৬. আবদুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া আল-জুমাহী আল-বসরী (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানে বসে আল্লাহর যিকর করবে এবং এরপর দু'রাকআত সালাত (ইশ্‌রাক) আদায় করবে, তার জন্য একটি হজ্জ ও উমরা পালনের সওয়াব হবে।

আনাস (রা) বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : ঐ ব্যক্তির জন্য হজ্জ ও উমরার পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে, পরিপূর্ণ সওয়াব হবে।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ○

قَالَ وَسَالْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ ظِلاَلٍ فَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسْمُهُ هِلاَلٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

আমি মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (র)-কে রাবী আবূ যিলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : ইনি হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যের নিকটবর্তী। তিনি আরো বলেন : এঁর নাম হ'ল হিলাল।

بَابُ مَا ذُكِرَ فِى الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতে চোখ ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখা

٥٨٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِى الصَّلاَةِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَيَلْوِىْ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ○

৫৮৭. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) এবং আরো অনেকে....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ সালাতে ডানে-বামে চোখ ঘুরিয়ে দেখতেন।[১] তবে তিনি পিছনের দিকে ঘাড় ঘুরাতেন না।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ○

وَقَدْ خَالَفَ وَكِيْعٌ الْفَضْلَ بْنَ مُوْسَى فِىْ رِوَايَتِهِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব।

ওয়াকী (র) এটির রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে রাবী ফয্ল ইবন মূসার খেলাফ করেছেন।

٥٨٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ عِكْرِمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِى الصَّلاَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ○

৫৮৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....ইকরামা (র)-এর জনৈক শাগরিদ থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ সালাতে চোখ ঘুরিয়ে দেখতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ وَعَائِشَةَ ○

এই বিষয়ে আনাস ও আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَابُنَيَّ اِيَّاكَ وَالْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ الْاِلْتِفَاتَ فِى الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ فَاِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَفِى التَّطَوُّعِ لاَ فِى الْفَرِيْضَةِ ○

১. সাহাবীগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নফল সালাতে মাঝে মাঝে এরূপ করতেন।

৫৮৯. আবূ হাতিম মুসলিম ইবন হাতিম আল-বসরী (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ আমাকে বললেন : প্রিয় বৎস, সালাতে এদিক সেদিক দেখা থেকে বেঁচে থাক। কারণ সালাতে এদিক সেদিক দেখা ধ্বংসের কারণ। যদি (বিশেষ কোন প্রয়োজনে) এরূপ করতেই হয় তবে তা নফলের ক্ষেত্রে করবে, ফরযের ক্ষেত্রে নয়।

قَالَ اَبُوْعِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

٥٩٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلَاةِ قَالَ هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ ○

৫৯০. সালিহ ইবন আবদিল্লাহ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে সালাতে এদিক সেদিক তাকান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন : এ হ'ল এক ধরনের ছোঁ মারা। এতে শয়তান একজনের সালাত থেকে কিছু ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।[১]

قَالَ اَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَاذُكِرَ فِى الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْاِمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ : কেউ যদি ইমামকে সিজদারত পায় তবে কি করবে

٥٩١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْنُسَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيْمَ عَنْ عَلِىٍّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْاِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ ○

৫৯১. হিশাম ইবন ইউনুস আল-কূফী (র)....মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি সালাতে শরীক হতে আসে এবং ইমাম যদি (সালাতের) কোন এক অবস্থায় থাকেন তবে সে ইমাম যা করছেন তাই করবে।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَانَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهُ اِلَّا مَارُوِىَ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ○

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ ○

---

১. অর্থাৎ সালাতের মনোযোগ বিনষ্ট করে দেয়।

قَالُوْا إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ وَلَاتُجْزِئُهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ إِذَا فَاتَهُ الرُّكُوْعُ مَعَ الْإِمَامِ ○

وَاخْتَارَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَ الْإِمَامِ ○

وَذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ فَقَالَ لَعَلَّهُ لَايَرْفَعُ رَأْسَهُ فِيْ تِلْكَ السَّجْدَةِ حَتّٰى يُغْفَرَ لَهُ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গরীব। এই সনদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি মুসনাদরূপে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে আমল গ্রহণের অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, ইমামের সিজদার অবস্থায় যদি কেউ জামাআতে শরীক হতে আসে, তবে সেও সিজদায় শরীক হয়ে যাবে। তবে ইমামের সাথে রুকূ না পাওয়ায় বর্তমান রাকআত পাওয়ার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না।

আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) এই রকম ক্ষেত্রে সে ইমামের সঙ্গে সিজদায় শরীক হওয়ার কথা গ্রহণ করেছেন।

জনৈক রাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : হয়ত এই সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠানোর সাথে সাথে তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের শুরুতে দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরূহ

٥٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَاتَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِيْ خَرَجْتُ ○

৫৯২. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র)....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : সালাতের ইকামত যখন হয় তখন আমাকে বের হতে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَحَدِيْثُ أَنَسٍ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ ○

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ أَبِيْ قَتَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّمَا يَقُوْمُوْنَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْقَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ○

এই বিষয়ে আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তবে আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি মাহফূয (সংরক্ষিত) নয়।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আবূ কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ। একদল সাহাবী ও আলিম দাঁড়িয়ে ইমামের ইন্তিজার করা মাকরূহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন : ইমাম মাসজিদে অবস্থানরত থাকা অবস্থায় যদি সালাতের ইকামত হয় তবে মুআয্যিন যখন قَدْقَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْقَامَتِ الصَّلاَةُ বলবে, তখন মুসল্লীরা দাঁড়াবে। এ হ'ল ইবন মুবারক (র)-এর অভিমত।

بَابُ مَاذُكِرَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ : দু'আর পূর্বে আল্লাহর সানা ও গুণকীর্তন করা এবং নবীজী ﷺ-এর জন্য সালাত পাঠ করা

٥٩٣- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ ثُمَّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَلْ تُعْطَهْ سَلْ تُعْطَهْ ○

৫৯৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আমি সালাত আদায় করছিলাম, আবূ বকর ও উমর (রা)-সহ রাসূল ﷺ-ও তখন সেখানে ছিলেন। যা হোক, সালাত শেষে যখন বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহর সানা-সিফাত (গুণকীর্তন) করলাম এবং রাসূল ﷺ-এর জন্য সালাম পাঠ করলাম, এরপর আমার নিজের জন্য দু'আ করলাম। এই সময় রাসূল ﷺ বললেন : প্রার্থনা কর, তোমাকে তা দেওয়া হবে, প্রার্থনা কর, তোমাকে তা দেওয়া হবে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ○

قَالَ أَبُوعِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

قَالَ أَبُوعِيسَى هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ مُخْتَصَرًا ○

এই বিষয়ে ফাযালা ইবন উবায়দ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আহমদ ইবন হাম্বল (র) এই হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবন আদম (র) সূত্রে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاذُكِرَ فِي تَطْيِيبِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে সুগন্ধি লাগান

٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ الْبَغْدَادِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ الزُّبَيْرِيُّ هُوَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ ○

৫৯৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম আল-মুতাদ্দাব আল-বাগদাদী আল-বাসরী (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ গৃহে মসজিদ বানাতে এবং তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ও তাতে সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৫৯৫- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ○

৫৯৫. হান্নাদ (র)....উরওয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ أَبُوْعِيْسَى وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই রিওয়ায়াতটি প্রথমটির তুলনায় অধিকতর সহীহ।

৫৯৬- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ○

৫৯৬. ইবন আবী উমর (র)....উরওয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ سُفْيَانُ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ يَعْنِي الْقَبَائِلَ ○

সুফইয়ান (র) বলেন : স্ব স্ব গৃহে মসজিদ নির্মাণ করার অর্থ হল স্ব স্ব কবীলায় মসজিদ নির্মাণ করা।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ : রাত ও দিনের সালাত হ'ল দুই দুই রাকআত করে

৫৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى ○

৫৯৭. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেন : রাত এবং দিনের (নফল) সালাত হল দুই দুই রাকআত করে।

قَالَ أَبُوْعِيْسَى اِخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ ○

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا ○

وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ○

وَرَوَى الثِّقَاتُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلَاةَ النَّهَارِ ○

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَبِالنَّهَارِ اَرْبَعًا ○

وَقَدِ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ ذٰلِكَ ○

فَرَأٰى بَعْضُهُمْ اَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ ○

وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَرَاَوْا صَلَاةَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ اَرْبَعًا مِثْلَ الْاَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ○ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَاِسْحٰقَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : ইবন উমর (রা) বর্ণিত এই হাদীসটির সনদে শু'বা-এর শাগিরদদের মতবিরোধ রয়েছে। এটিকে কেউ কেউ মারফূ হিসাবে আর কেউ কেউ মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ আল-উমারী....নাফি....ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

"রাতের সালাত হল দুই দুই রাকআত করে"....ইবন উমর (রা)-এর এই মর্মে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি হল সহীহ রিওয়ায়াত। একাধিক সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবী ইবন উমর (রা) সূত্রে এই হাদীসটির রিওয়ায়াত করেছেন কিন্তু তাঁরা "দিনের সালাত" কথাটি উল্লেখ করেন নি।

উবায়দুল্লাহ....নাফি (র) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইবন উমর (রা) রাতে দুই রাকআত করে আর দিনে চার রাকআত করে (নফল) সালাত আদায় করতেন।

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : রাত ও দিনের (নফল) সালাত হ'ল দুই দুই রাকআত করে। এ হ'ল ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র)-এর অভিমত।

আর কতক আলিম বলেন : রাতে সালাত দুই দুই রাকআত করে আর দিনের নফল সালাত হল চার রাকআত করে। যেমন যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং অন্যান্য নফল সালাত। এ হ'ল সুফইয়ান সাওরী, ইবন মুবারক ও ইসহাক (র)-এর অভিমত।

بَابُ كَيْفَ كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ : রাসূল ﷺ কেমন করে দিনের নফল সালাত আদায় করতেন

৫৯৮- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَاَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَا تُطِيْقُوْنَ ذَاكَ فَقُلْنَا مَنْ اَطَاقَ ذَاكَ مِنَّا فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَصَلّٰى اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ○

৫৯৮. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আসিম ইবন দামরা (র) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন : আমরা হযরত আলী (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর দিনের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন : তোমরা তা পারবে না। আমরা বললাম : আমাদের মধ্যে যে তা পারে (সে তা অবলম্বন করবে)।

তিনি বললেন : সূর্য যখন (পূর্বদিকে) সেইখানে উঠে আসে, যেইখানে আসরের ওয়াক্তে (পশ্চিমদিকে) থাকে, তখন রাসূল ﷺ দুই রাকআত (সালাতুল ইশরাক) আদায় করতেন। আর সূর্য যখন (পূর্বদিকে) সেইখানে উঠে আসে। যেইখানে যোহরের ওয়াক্তে (পশ্চিমদিকে) থাকে, তখন তিনি চার রাকআত (সালাতুয্-যুহা) আদায় করতেন। তিনি যোহরের পূর্বে চার রাকআত, পরে দু' রাকআত এবং আসরের পূর্বে চার রাকআত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন। আর প্রতি দু' রাকআতের মাঝে আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশ্তা, নবী, রাসূল ও তাঁদের অনুসরণকারী মুমিন মুসলিমদের প্রতি সালাম প্রেরণের মাধ্যমে (অর্থাৎ তাশাহ্হুদের মাধ্যমে) ব্যবধান করতেন।

٥٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ○

৫৯৯. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)....আলী (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُوعِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ○

وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهَارِ هٰذَا ○

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ كَانَ يُضَعِّفُ هٰذَا الْحَدِيثَ وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ عِنْدَنَا ○ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ○ لِأَنَّهُ لَا يُرْوَى مِثْلُ هٰذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ○

وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ○

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : قَالَ سُفْيَانُ كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَلَى حَدِيثِ الْحَرِثِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান।

ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) বলেন : রাসূল ﷺ-এর দিনের নফল সালাত সম্পর্কে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এই রিওয়ায়াতটিই সবচে' উত্তম।

ইবন মুবারক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই রিওয়ায়াতটিকে যঈফ বলে আখ্যায়িত করতেন। আমাদের মতে তাঁর যঈফ বলার কারণ হল এই যে, আসিম ইবন যামরা....আলী (রা) সূত্র ব্যতীত আর কোন সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে ইদৃশ রিওয়ায়াত বর্ণিত নাই, আল্লাহু আ'লাম (আল্লাহই মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত)।

আসিম ইবন যাম্‌রা কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য।

আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন যে, সুফইয়ান (র) বলেছেন : হারিস-এর রিওয়ায়াতের উপর আসিম ইবন যামরা-এর রিওয়ায়াতের মর্যাদা আমরা স্বীকার করতাম।

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِي لُحُفِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ : মহিলাদের চাদরে সালাত আদায় করা মাকরূহ

٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَيُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ ○

৬০০. মুহাম্মাদ ইবন আবদিল আ'লা (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূল ﷺ তাঁর সহধর্মিনীগণের চাদরে (সাধারণত) সালাত আদায় করতেন না।

قَالَ أَبُوعِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رُخْصَةً فِي ذَلِكَ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে অনুমতি প্রদানের রিওয়ায়াতও রয়েছে।

بَابُ ذِكْرِ مَايَجُوزُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْعَمَلِ فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ

অনুচ্ছেদ : নফল সালাতরত অবস্থায় হাঁটা ও কাজ করা

٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ وَوَصَفَتِ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ ○

৬০১. আবূ সালামা ইয়াহইয়া ইবন খালাফ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : একবার আমি আসলাম, রাসূল ﷺ তখন ঘরে (নফল) সালাত আদায় করছিলেন আর দরজা ছিল বন্ধ। সুতরাং তিনি সামনে কিছু হেঁটে এসে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন, এরপর আবার স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

আয়েশা (রা) বলেন : দরজাটি ছিল কিব্‌লার দিকে।

قَالَ أَبُوعِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-গারীব।

بَابُ مَاذُكِرَ فِىْ قِرَاءَةِ سُوْرَتَيْنِ فِىْ رَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ : এক রাকআতে দুই সূরা পাঠ করা

٦٠٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ عَنْ هٰذَا الْحَرْفِ غَيْرُ اٰسِنٍ اَوْ يَاسِنٍ قَالَ كُلُّ الْقُرْاٰنِ قَرَاْتَ غَيْرَ هٰذَا الْحَرْفِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُوْنَهُ يَنْثُرُوْنَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ لاَيُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ اِنِّىْ لاَعْرِفُ السُّوَرَ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ قَالَ فَاَمَرْنَا عَلْقَمَةَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَ كُلِّ سُوْرَتَيْنِ فِىْ رَكْعَةٍ ○

৬০২. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আবূ ওয়ায়ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন জনৈক ব্যক্তি একবার আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : শব্দটি يَاسِنٍ না غَيْرُ اٰسِنٍ ? তিনি বললেন : এটি ছাড়া কুরআনের সব কিছুই কি তুমি পড়ে ফেলেছ ? সে বলল : হ্যাঁ।

তিনি বললেন : কোন কোন সম্প্রদায় কুরআন পড়ে এবং রদ্দী খেজুরের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করে না তা। আমি তো সেই সাদৃশপূর্ণ সূরাগুলি সম্পর্কে জানি, যেগুলিকে রাসূল ﷺ একত্রিত (পাঠ) করতেন।

আবূ ওয়ায়ল বলেন : আমরা আলাকামা (র)-কে ঐগুলি সম্পর্কে ইবন মাসঊদ (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে বললাম। তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ইবন মাসঊদ (রা) বললেন : এ হল মুফাস্সাল পর্যায়ের বিশটি সূরা। রাসূল ﷺ প্রতি রাকআতে এই সূরাসমূহের দুটি দুটি সূরা করে একত্রিত (পাঠ) করতেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاذُكِرَ فِىْ فَضْلِ الْمَشْىِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الاَجْرِ فِىْ خُطَاهُ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত এবং এতে প্রতি কদমে কত বিনিময় লিখা হয়

٦٠٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنِ الاَعْمَشِ سَمِعَ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ الرَّجُلُ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ لاَيُخْرِجُهُ اَوْقَالَ لاَيَنْهَزُهُ اِلاَّ اِيَّاهَا لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً اَوْحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً ○

৬০৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কেউ যদি উযূ করে এবং ভাল করে তা করে, এরপর সালাতের জন্য বের হয়ে যায়, এ ছাড়া তার বের হওয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তবে এমন কোন কদম সে তুলে না যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তার দরজা বুলন্দ করেন না বা তার কোন গুনাহ্ মাফ করেন না।

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

بَابُ مَاذُكِرَ فِى الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ [اَنَّهُ] فِى الْبَيْتِ اَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের পরে (নফল) নামায ঘরে পড়া উত্তম

٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ [الْبَصْرِىُّ ثِقَةٌ] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ الْمَغْرِبَ فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلاَةِ فِى الْبُيُوْتِ ○

৬০৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....কা'ব ইবন উজ্রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ একবার বনূ আবদিল আশহাল মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। অনন্তর লোকেরা (সেখানেই) নফল আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূল ﷺ বললেন : এই সালাত (নফল) তোমাদের ঘরেই আদায় করা উচিত।

قَالَ اَبُوْعِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ○

وَالصَّحِيْحُ مَارُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهٖ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَقَدْ رُوِىَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَمَازَالَ يُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ○

فَفِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ دَلاَلَةٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِى الْمَسْجِدِ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

সহীহ্ রিওয়ায়াত হল সেটি, যেটি ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : রাসূল ﷺ তাঁর গৃহে বাদ মাগরিব দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন।

হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূল ﷺ মাগরিবের সালাত আদায় করলেন এবং পরে এশার সালাত পর্যন্ত মসজিদেই (নফল) সালাত আদায় করতে থাকলেন।

এই হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ বাদ মাগরিব মসজিদে দুই রাকআত (সুন্নাত) আদায় করেছেন।

بَابُ مَاذُكِرَ فِى الْاِغْتِسَالِ عِنْدَ مَايُسْلِمُ الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা

٦٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهُ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ○

৬০৫. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র)....কায়স ইবন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল ﷺ তাঁকে পানি ও বদরী পত্র দিয়ে গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ○

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ لَانَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ○

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ ○

يَسْتَحِبُّوْنَ لِلرَّجُلِ اِذَا اَسْلَمَ اَنْ يَّغْتَسِلَ وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ ○

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

আলিমগণ এই হাদীস অনুসারে ফতওয়া গ্রহণ করেছেন। তারা ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা ও কাপড় ধৌত করা মুস্তাহাব বলে মনে করেন।

بَابُ مَاذُكِرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ : শৌচাগারে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ বলা

٦٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِىِّ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ اَنْ يَقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ ○

৬০৬. মুহাম্মাদ ইবন হুমায়দ আর-রাযী (র)....আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : জিন্নদের চোখ ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা হল এই যে, কেউ যখন শৌচাগারে প্রবেশ করবে, তখন সে বলবে "বিস্‌মিল্লাহ"।

قَالَ اَبُوْعِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِىِّ ○ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَشْيَاءَ فِىْ هٰذَا ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। এর সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

হযরত আনাস (রা) সূত্রেও রাসূল ﷺ থেকে এই বিষয়ে কিছু বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاذُكِرَ مِنْ سِيْمَا هٰذِهِ الاُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اٰثَارِ السُّجُوْدِ وَالطُّهُوْرِ

অনুচ্ছেদ : কিয়ামতের দিন এই উম্মতের বিশেষ নিদর্শন হবে উযূ ও সিজদার চিহ্ন

٦٠٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ اَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو اَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مِنَ السُّجُوْدِ مُحَجَّلُوْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ ○

৬০৭. আবুল ওয়ালীদ আদ্-দিমাশকী (র)....আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন : কিয়ামতের দিন সিজদার কারণে আমার উম্মত উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট এবং উযূর কারণে উজ্জ্বল হাত-পাবিশিষ্ট হবে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ بْنِ بُسْرٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ। আবদুল্লাহ ইবন বুসর (রা)-এর হাদীস হিসাবে এই সনদে এটি গারীব।

بَابُ مَايُسْتَحَبُّ مِنَ التَّيَمُّنِ فِى الطُّهُوْرِ

অনুচ্ছেদ : উযূতে ডানদিক অবলম্বন করা মুস্তাহাব

٦٠٨- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِىْ الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِىْ طُهُوْرِهِ اِذَا تَطَهَّرَ وَفِىْ تَرَجُّلِهِ اِذَا تَرَجَّلَ وَفِى انْتِعَالِهِ اِذَا انْتَعَلَ ○

৬০৮. হান্নাদ (র)....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ ডানদিক অবলম্বন করা ভালবাসতেন—যখন উযূ করতেন তখন উযূর ক্ষেত্রে, যখন চিরুণী করতেন তখন চিরুণী করার ক্ষেত্রে, যখন জুতা পরতেন তখন জুতা পরার ক্ষেত্রে (তা পসন্দ করতেন)।

قَالَ أَبُوْعِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اِسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَادَ الْمُحَارِبِىُّ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী আবুশ্-শা'সা (র)-এর নাম হল সুলায়ম ইবন আসওয়াদ আল-মুহারিবী।

بَابُ قَدْرِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِى الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ : কতটুকু পানি উযূর জন্য যথেষ্ট

٦٠٩- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسَى عَنِ ابْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُجْزِئُ فِى الْوُضُوْءِ رِطْلاَنِ مِنْ مَاءٍ ○

৬০৯. হান্নাদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেন : উযূর জন্য দুই রতল[১] পরিমাণ পানিই যথেষ্ট।

قَالَ أَبُوْعِيسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ ○

وَرَوٰى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوْكِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِىَّ ○

وَرُوِىَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ○

وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি গারীব। এই শব্দে রাবী শারীক ছাড়া অন্য কোন সনদে এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

শু'বা (র) আব্দিল্লাহ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন জাব্র সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এক মাককূক[২] পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং পাঁচ মাককূক পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

সুফ্ইয়ান সাওরী (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ এক মুদ্ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

এই হাদীসটি শারীক-এর হাদীস অপেক্ষা অধিকতর সহীহ।

---

১. رطل — ২৫৬৪ গ্রাম

২. مكوك —এক ধরনের পাত্র। এতে বর্ণনাভেদে এক সা' বা অর্ধ সা' পরিমাণ বস্তু ধরে।

بَابُ مَاذُكِرَ فِى نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ

অনুচ্ছেদ : দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাব (পাক করার জন্য) পানি ছিঁটিয়ে দেওয়া

٦١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ فِى بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ قَالَ قَتَادَةُ وَهٰذَا مَالَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا ○

৬১০. মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার (র)....আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাব (পাক করা) সম্পর্কে বলেছেন : ছেলে শিশুর প্রস্রাবে পানি ছিঁটিয়ে দেওয়া হবে আর মেয়ে শিশুদের প্রস্রাব ধুতে হবে।

কাতাদা (র) বলেন : এই পার্থক্য বিবেচ্য হবে যতদিন তারা (প্রচলিত) খাদ্য গ্রহণের উপযুক্ত না হবে, ততদিন। আর যখন তারা খাদ্য গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে, তখন উভয়ের প্রস্রাবই ধুতে হবে।

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

رَفَعَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ وَأَوْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

কাতাদা (র) সূত্রে রাবী হিশাম আদ্-দাস্তাওয়াঈ এটিকে মারফূ' হিসাবে এবং তাঁরই সূত্রে সাঈদ ইবন আবী আরূবা মওকূফ হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন। পরবর্তীজন এটিকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন নি।

بَابُ مَاذُكِرَ فِى الرُّخْصَةِ لِلْجُنُبِ فِى الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ إِذَا تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ : যার উপর গোসল করা ফরয় সে যদি উযূ করে নেয় তবে তার জন্য খাদ্য গ্রহণ ও নিদ্রা গমনের অনুমতি রয়েছে

٦١١- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِى عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْيَشْرَبَ أَوْيَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ○

৬১১. হান্নাদ (র)....আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয) ব্যক্তির জন্য অবকাশ দিয়েছেন। সে যদি আহার করতে বা পান করতে বা নিদ্রাগমন করতে চায়, তবে সে সালাতের উযূর মত উযূ করে নিবে।

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

بَابُ مَاذُكِرَ فَضْلِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ : সালাতের ফযীলত

٦١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا غَالِبُ أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أُعِيذُكَ بِاللهِ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلاَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْ لَمْ يَغْشَ فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلاَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ ○

৬১২. আবদুল্লাহ্ ইবন আবী যিয়াদ (র)....কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমাকে একদিন রাসূল ﷺ বললেন : হে কা'ব ইবন উজরা, আমার পরে কিছু আমীর হবে তাদের (অমঙ্গল) থেকে আমি তোমাকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিচ্ছি। যে ব্যক্তি তাদের দরজায় যাবে এবং তাদের মিথ্যাচারে তাদের সমর্থন দিবে, তাদের যুলমে তাদের সহযোগিতা করবে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সঙ্গেও তার কোন সম্পর্ক নেই। সে হাওযে কাওসারে পানি পান করতে আমার নিকট আসতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের দরজায় যাবে না এবং তাদের মিথ্যাচারে তাদের সমর্থন করবে না, তাদের যুলমে তাদের সহযোগিতা করবে না, সে আমার এবং আমি তার। অবশ্যই সে হাওযে কাওসারে পানি পান করতে আমার নিকট আসবে।

হে কা'ব ইবন উজরা, সালাত হল দলীল, সাওম হল রক্ষাকারী বর্ম, পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয়, তেমনি দান-সদকাও গুনাহসমূহ দূরীভূত করে দেয়।

হে কা'ব ইবন উজরা, হারাম খেয়ে যে গোশ্তের বৃদ্ধি ঘটেছে, জাহান্নামাগ্নিই হল তার যোগ্য।

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى ○

وَأَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ يُضَعَّفُ وَيُقَالُ كَانَ يَرَى رَأْيَ الإِرْجَاءِ ○

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى وَاسْتَغْرَبَهُ جِدًّا ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-গারীব। এই সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই।

রাবী আইয়্যূব ইবন আয়েব যঈফ। তিনি মুরজি'আ-পন্থি ছিলেন বলেও কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র)-কে এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা-এর সূত্র ছাড়া এটি সম্পর্কে কিছু জানেন না। তিনি এই সনদটি অত্যন্ত গারীব বলে অভিহিত করেছেন।

٦١٣- وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا اِبْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى عَنْ غَالِبٍ بِهٰذَا ○

৬১৩. মুহাম্মাদ (র) বলেন : ইবন নুমায়র......উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসা....গালিব সূত্রে এটি আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ

٦١٤- حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ اَلْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اِتَّقُوْا اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لِاَبِيْ اُمَامَةَ مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ سَمِعْتُهُ وَاَنَا اِبْنُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً ○

৬১৪. মূসা ইবন আবদির রহমান আল-কূফী (র)....আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বিদায় হজ্জের খুতবায় বলতে শুনেছি : তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তো তোমাদের রব। তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, তোমরা রমযান মাসের সিয়াম পালন করবে, তোমাদের সম্পদের যাকাত দিবে, তোমাদের শাসনকর্তাদের আনুগত্য করবে, তা হলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।

রাবী বলেন, আমি আবূ উমামা (রা)-কে বললাম : কতদিন আগে আপনি এই হাদীসটি শুনেছেন?

তিনি বললেন : আমার বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন আমি এই হাদীসটি শুনেছিলাম।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ○

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : এই হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইফাবা-২০০৬-২০০৭-প্র/৮০৬৩ (উ) ৩২৫০